আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
১৯১৩-২০১৩ 1913-2013

Love for all
Hatred for none

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্

পাক্ষিক
আহ্‌মদী
The Ahmadi Fortnightly

নব পর্যায় ৭৭ বর্ষ | ৩য় সংখ্যা

রেজি. নং-ডি. এ-১২ | ৩১ শ্রাবণ, ১৪২১ বঙ্গাব্দ | ১৭ শাওয়াল, ১৪৩৫ হিজরি | ১৫ যহুর, ১৩৯৩ হি. শা. | ১৫ আগষ্ট, ২০১৪ ঈসাব্দ

৪৮তম
জলসা সালানা- ইউকে
সফল হোক

২৯-৩১ আগষ্ট, ২০১৪

জলসার অনুষ্ঠান সরাসরি দেখুন
এমটিএ-চ্যানেলে

সত্যের সন্ধানে অনুষ্ঠানের উপস্থাপক, আলোচক এবং কলাকুশলীদের সাথে হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)

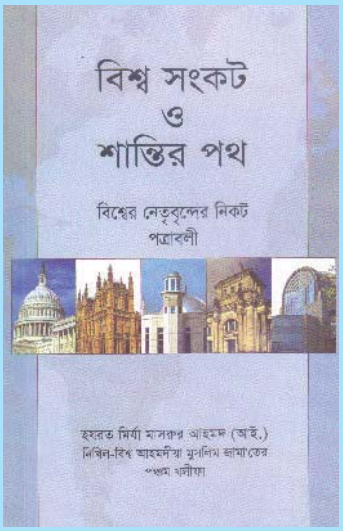

হযরত মির্যা মাসরুর আহমদ (আই.) বিশ্ব সংকট নিরসন ও শান্তির জন্য বিশ্বের নেতৃবৃন্দের নিকট যে সব পত্রাবলী প্রেরণ করেছেন তার বাংলা অনুবাদ **'বিশ্ব সংকট ও শান্তির পথ'** পুস্তক আকারে বের হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ।

ভাষান্তর করেছেন **ড. আবদুল্লাহ শামস বিন তারেক**।

বইটি আহমদীয়া লাইব্রেরীতে পাওয়া যাচ্ছে। **আপনার কপিটি আজই সংগ্রহ করুন।**

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
০১৭১৬-২৫৩২১৬

"Love For All, Hatred For None."

Hakim Watertechnology

"Best Water, Best Life"

House hold/Official | Commercial/Industrial | Pet Bottling

46/A Kakrail (VIP Roa), 2nd Floor, Dhaka-1000,Tel: 02-9337056, Cell: 01611-338989, 01711-338989
E-mail: hakimwater@gmail.com, Web: www.hakimwatertechnology.com

সম্পাদকীয়

জলসা সালানা, ইউকে–২০১৪
সফল হোক

মহান আল্লাহ্ তা'লার আশিস ও অনুগ্রহক্রমে ২৯, ৩০ ও ৩১ আগষ্ট ২০১৪ তিনদিন ব্যাপী আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ৪৮তম সালানা জলসা ইউ, কে ২০১৪, যুক্তরাজ্যের হাদীকাতুল মাহদী-তে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তা'লা বিনাসরিহিল আযীয এই জলসার শুভ উদ্বোধন করবেন, ইনশাআল্লাহ্। মুসলিম টেলিভিশন আহমদীয়া ইন্টারন্যাশনাল এর শক্তিশালী নেট ওয়ার্কের মাধ্যমে এ জলসার অনুষ্ঠান সারা বিশ্বের পাঁচটি মহাদেশে একযোগে Live telecast হবে এবং প্রায় ২৫ কোটি আহমদীসহ গোটা বিশ্ব তা প্রত্যক্ষ করবে।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের জলসা এখন বিশ্বরূপ ধারণ করেছে। বিশ্বের ২০৪ টি দেশের প্রতিনিধিবর্গ এই জলসায় অংশগ্রহণ করবেন বলে আমরা আশাবাদী। নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের মহান খলীফার পবিত্র উপস্থিতির কল্যাণে এই জলসা এক আধ্যাত্মিক মহামিলন কেন্দ্রে পরিণত হয়ে আন্তর্জাতিক মাত্রা লাভ করে। আহমদীয়া জামা'তের জলসা কোন রাজনৈতিক সমাবেশ নয় এবং পার্থিব কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আনুষ্ঠানিক সম্মেলনও এটা নয়।

আল্লাহ্ কর্তৃক মনোনীত প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহদী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী আলাইহেস সালাম-এর খলীফার পবিত্র সান্নিধ্য ও তাঁর আধ্যাত্মিকতাপূর্ণ নসিহতমূলক জীবন-প্রদায়ী পবিত্র কালাম শোনার জন্য মধুমক্ষিকার ন্যায় বিশ্বের ২০৪ টি দেশের পাগলপারা পিপাসার্ত লোকগুলো এই জলসায় যুগ খলীফার প্রেম-প্রীতিপূর্ণ সহাস্য-বদন অবলোকন ও তাঁর মুখ:নিসৃত আল্লাহ্ ও আল্লাহ্‌র রাসূলের পবিত্র কালাম শ্রবণ করবেন। আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ থেকেও বেশ ক'জন আহমদী এই মহতি জলসায় অংশগ্রহণ করবেন বলে জানা যায়। আমাদের দেশ থেকে যারা এই মহতি জলসায় অংশগ্রহণ করছেন, তারা হুযূর (আই.)-এর পবিত্র সাহচর্যে ধন্য হোন আর আমাদের জন্য হুযূরের আশিসপূর্ণ সওগাত বয়ে নিয়ে আমাদের মাঝে সহি সালামতে প্রত্যাবর্তন করুন, পরম করুণাময়ের সমীপে এটাই আমাদের যাচনা।

জলসার বিভিন্ন অধিবেশনে হুযূর (আই.) সমকালীন সঙ্কটময় বিশ্ব পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে শান্তির রূপরেখাসহ জীবন চলার পথের দিশা-সম্বলিত আশিস বিতরণকারী বক্তব্য প্রদান করবেন, এই প্রত্যয়ে আমরা অপেক্ষমান। এছাড়া জলসার অতি গুরুত্বপূর্ণ পর্ব হচ্ছে 'আন্তর্জাতিক বয়আত' অনুষ্ঠান, যা রবিবার ৩১ আগষ্ট বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭ টায় অনুষ্ঠিত হবে, ইনশাআল্লাহ্। আর সমাপ্তি অধিবেশন শুরু হবে বাংলাদেশ সময় রাত ৯ টায়।

জলসার সব অনুষ্ঠানমালা MTA-তে সরাসরি দেখে আমরা হুযূর (আই.)-এর দর্শন লাভ করব এবং হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর দোয়ার অংশীদার হবো ইনশাআল্লাহ্। আর এই জলসা অবলোকন করে আমরা সাক্ষী হয়ে রইব আল্লাহ্ তা'লা প্রদত্ত সেই প্রতিশ্রুতি পূর্ণতা লাভের-যাতে বলা হয়েছে ***"আমি তোমার প্রচারকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছাব"।***

আসন্ন এই জলসার সার্বিক সফলতার জন্য মহান আল্লাহ্ তা'লার সমীপে দোয়া করছি এবং সেই সাথে সকল আহমদীদের প্রতি এই নিবেদন জানাচ্ছি যে, জলসার সব অনুষ্ঠান মনযোগের সাথে এমটিএ-তে সরাসরি দেখুন এবং নিজেকে ইসলামের আলোকে গড়ে তুলুন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সকলকে জলসার কল্যাণ লাভ করার তৌফিক দান করুন, আমীন।

সূচিপত্র

১৫ আগষ্ট, ২০১৪

কুরআন শরীফ ৩

হাদীস শরীফ ৪

অমৃত বাণী ৫

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক বায়তুল ফুতুহ্, লন্ডনে প্রদত্ত ৭ মার্চ, ২০১৪-এর **জুমুআর খুতবা।** ৬

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক বায়তুল ফুতুহ্, লন্ডনে প্রদত্ত ১৩ জুলাই ২০০৭-এর **জুমুআর খুতবা।** ১৭

কলমের জিহাদ
মুহাম্মদ খলিলুর রহমান ২৪

রমযানের জান্নাতি বাতাস বয়ে যাক সারা বছর
মাহমুদ আহমদ সুমন ২৭

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বিরুদ্ধবাদী মৌলবি সানাউল্লাহ্ অমৃতসরীর পরিণতি
মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল ২৯

শান্তিধাম কাদিয়ানের স্মৃতিময় পঁয়তাল্লিশ দিন
মুহাম্মদ আমীর হোসেন ৩২

সংবাদ ৩৭

আন্তর্জাতিক জামা'তি সংবাদ ৪১

৪৮তম জলসা সালানা, যুক্তরাজ্য অনুষ্ঠান সূচী ৪৬

হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) কর্তৃক তাহরীককৃত দোয়াসমূহ ৪৮

'পাক্ষিক আহমদী' নিয়মিত পড়ুন এবং গ্রাহক হোন।
পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুন না কেন 'পাক্ষিক আহমদী'র সাথেই থাকুন।
ইন্টারনেট-এর মাধ্যমে 'পাক্ষিক আহমদী' পড়তে **Log in** করুন
www.ahmadiyyabangla.org

অনুগ্রহ পূর্বক ভিজিট করুন আমাদের সত্যের সন্ধানের ইউটিউব চ্যানেল:
www.youtub.com/shottershondhane
Please visit it

কুরআন শরীফ

সূরা আল হিজ্‌র-১৫

فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ﴿٣٠﴾

৩০। অতএব আমি যখন একে পরিপূর্ণতা দান করবো এবং এর মাঝে আমার রূহ (অর্থাৎ বাণী) ফুঁকে দিব তখন তোমরা তার আনুগত্যে সিজদাবনত হয়ে যেয়ো[১৫৯৫]।'

فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿٣١﴾

৩১। তখন ফিরিশ্‌তাদের সবাই সিজদা করলো।

إِلَّا إِبْلِيسَ ۖ أَبَىٰ أَن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ﴿٣٢﴾

৩২। একমাত্র ইবলিস ছাড়া। সে সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে অস্বীকার করলো[১৪৯৬]।

১৪৯৫। 'ফিরিশ্‌তারা' শব্দ দ্বারা সমস্ত সৃষ্টিকেও বুঝায়। কারণ ফিরিশ্‌তারা সকল সৃষ্টির মধ্যে প্রাথমিক সংযোজক এবং সে কারণেই তাদের প্রতি আদেশ বা নির্দেশ বিশ্বের সকল সৃষ্ট বস্তুর প্রতিও প্রযোজ্য। এটা বড়ই তাৎপর্যপূর্ণ যে অন্যত্র কুরআন যেখানে আদমের অনুগত হওয়ার জন্য ফিরিশ্‌তাকূলের প্রতি আল্লাহ্ তা'লার আদেশের কথা বলা হয়েছে, সেখানে বর্তমান ও পরবর্তী আয়াত সমূহে 'মানুষ' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এইভাবে কুরআনে উভয় শব্দ (আদম ও মানুষ) সমার্থকরূপে ব্যবহার করা হয়েছে। আদম সম্পর্কে ফিরিশ্‌তাদেরকে প্রদত্ত সকল আদেশ প্রত্যেক মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই আল্লাহ্ তা'লা রূহ ফুঁকে দেন এবং ফিরিশ্‌তাদেরকে তাদের পরিচর্যার জন্য নির্দেশ দান করেন। মানুষ পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি এবং সে তার নিজ ব্যক্তি-সত্তায় 'ইলাহী সিফ্‌ত' (ঐশী গুণাবলী) প্রতিফলিত করে থাকে।

১৪৯৬। আল্লাহ্ তা'লা শয়তানকে শাস্তি প্রদান করেছিলেন (আয়াত ৩৫, ৩৬)। কারণ ফিরিশ্‌তাদেরকে দেয়া তাঁর আদেশ পালন না করার অপরাধে (আয়াত ২৯, ৩০)। কারণ ফিরিশ্‌তাদেরকে দেয়া আল্লাহ্ তা'লার হুকুম স্বভাবতই ঐ সমস্ত জীবনের ওপরও প্রযোজ্য ছিল, যারা ফিরিশ্‌তাদের কর্তৃত্বাধীন ছিল। অন্যত্র কুরআন নিজেই এই বিষয়কে পরিষ্কার করে বলেছে যে ফিরিশ্‌তার প্রতি আদেশ ইবলীসের ওপরও কার্যকর ছিল (৭ : ১২, ১৩)।

হাদীস শরীফ

এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই

১। হযরত উমর (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেন ঃ এক মুসলমান আর এক মুসলমানের ভাই। সে অন্যের প্রতি যুলুম করে না এবং তাকে অন্যের হস্তে (যুলুমের উদ্দেশ্যে) সমর্পণ করে না; যে তার ভাইয়ের সাহায্যে এগিয়ে আসে, আল্লাহ্ তাকে সাহায্য করেন। যে কেউ মুসলমানের কষ্ট দূর করে , আল্লাহ্ কেয়ামতের দিন তার কষ্ট দূর করবেন। যে কেউ মুসলমানের দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখে, আল্ল--াহ্ কেয়ামতের দিনে তার দোষত্রুটি ঢেকে রাখবেন। (বুখারী, মুসলিম)

২। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত হযেছে যে, হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেন ঃ এক মুসলমান আর এক মুলমানের ভাই। সে তার প্রতি যুলুম করে না। তাকে লাঞ্ছিত করে না এবং তাকে ঘৃণা করে না। (বুকের ভিতরের দিকে তিনবার অঙ্গুলি নির্দেশ করে তিনি বললেন) তাক্ওয়া (খোদা-ভীতি) এখানে। এক মুসলমান ভাইকে ঘৃণা করা যথেষ্ট অন্যায়। প্রত্যেক মুসলমানের রক্ত, সম্পত্তি এবং সম্মান অন্য একজন মুসলমানের নিকট পবিত্র। (মুসলিম)

৩। হযরত মুস্তাওবেদ (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি অপর এক মুসলমানের গ্রাস আত্মসাৎ করে, আল্লাহ্ নিশ্চয় ওটার অনুরূপ তাকে দোযখ হতে আহার করাবেন। যে কেউ এক মুসলমানের কাপড় ছিনিয়ে নিয়ে নিজে পড়ে, আল্লাহ্ নিশ্চয় তাকে ওটার অনুরূপ দোযখ হতে পড়াবেন; এবং যে কেউ অন্যের সম্মানহানি করে, কেয়ামতের দিনে আল্লাহ্ তার সম্মানহানি করবেন। (আবুদাউদ)

৪। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্নিত আছে যে, হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেন ঃ নিশ্চয় তোমরা একে অন্যের জন্য দর্পণ-স্বরূপ। সে যদি তাতে কোন ধূলি দেখে, নিশ্চয় সে তা ঝেড়ে দেয়। (তিরমিযী)। এক বিশ্বাসী আর এক বিশ্বাসীর জন্য দর্পণ স্বরূপ এবং এক বিশ্বাসী আর এক বিশ্বাসীর ভাই; সে তার ক্ষতি প্রতিহত করে এবং তার পশ্চাৎ হতেও তাকে রক্ষা করে। (আবু দাউদ তিরমিযী)

৫। হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেন ঃ একজন মুসলমান, যে সাক্ষ্য দেয় যে 'আল্লাহ্ ব্যতিরেকে আর কোন উপাস্য নাই এবং মুহাম্মদ আল্লাহ্র রাসূল', তিনটি কারণ ব্যতিরেকে তাকে হত্যা করা বৈধ নয়। এক-বিবাহের পর ব্যভিচার করলে তাকে প্রস্তারাঘাতে হত্যা করতে হবে, দুই-আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলে নিশ্চয় তাকে হত্যা করবে, অথবা ফাঁসি দিয়ে মারবে অথবা দেশ হতে বহিষ্কার করে দিতে হবে, তিন-সে কোন মানুষকে হত্যা করলে তার পরিবর্তে তাকে হত্যা করতে হবে। (আবুদাউদ)

৬। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমের (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেন ঃ একজন মুসলমানের হত্যা অপেক্ষা পৃথিবীর বিলোপ সাধন আল্লাহ্র দৃষ্টিতে অবশ্যই সহজ।

৭। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন ঃ দুই বান্দা, একজন পূর্বের এবং অপর একজন পশ্চিমের, যদি মহিমান্বিত আল্লাহ্র জন্য পরস্পরকে ভালবাসে, আল্লাহ্ নিশ্চয় তাদেরকে একত্রিত করে বলবেন, এ সেই ব্যক্তি, যাকে তুমি আমার জন্য ভাল বেসেছিলে। (বায়হাকী)

অনুবাদ –মরহুম মৌলভী মোহাম্মদ,
সাবেক ন্যাশনাল আমীর

অমৃতবাণী

মানব জীবনে অজ্ঞতা বদ্ধমূল হয়ে গেলে হোঁচট খাওয়া স্বাভাবিক অভ্যাসে পরিণত হয়

হযরত ইমাম মাহদী (আ.)

হে সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ! খোদা আপনাদের প্রতি করুনা করুন। নিশ্চিতভাবে জেনে রাখুন, আমি এমন এক ব্যক্তি যাকে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে জ্ঞান দান করা হয়েছে। আমার প্রভু প্রতিটি সূক্ষ্ম-বিষয়কে বুঝা আমার জন্য সহজ করেছেন আর জীবন-যাত্রার সব সমস্যা থেকে মুক্ত করেছেন। তিনি আমাকে বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করেছেন এবং তাঁর বিশেষ স্নেহের জন্য আমাকে বেছে নিয়েছেন, আর আমাকে আমার আমিত্বের গৃহ থেকে মুক্ত করে সংগোপনে তাঁর সুমহান ও বিশাল গৃহ অভিমুখে আমাকে নিয়ে গেছেন। জল-স্থল পাড়ি দিয়ে যখন আমি প্রকৃত ক্বিবলায় পৌঁছলাম এবং তাঁর মনোনীত-গৃহ প্রদক্ষিণ করার সৌভাগ্য লাভ করলাম আর আমার বন্ধু ও মূর্তিমান ভালবাসা, প্রভু-প্রতিপালক আল্লাহ্‌র স্নেহের সুদৃষ্টি, অন্তরাত্মার প্রখরতা ও আধ্যাত্মিক রহস্যকে বুঝার ক্ষেত্রে যখন আমাকে বিশেষত্ব প্রদান করল, আমি তখন আমার পূর্ণ অস্তিত্বকে তাঁর হাতে সঁপে দিলাম।

আমি তাঁর পক্ষ থেকে সব সূক্ষ্ম-বিষয় ও আধ্যাত্মিক রহস্যের জ্ঞান অর্জন করেছি। বিভিন্ন মতবাদ ও দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে তাঁর পক্ষ থেকে আমাকে ব্যুৎপত্তি দেয়া হয়েছে। বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের মাঝে বিদ্যমান সব বিবাদের প্রতি আমি আমার মনোযোগ নিবদ্ধ করছি। আমি সব বিতর্কের উৎস ও কারণ সন্ধান করেছি। অনুসন্ধান ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের ক্ষেত্র বাদ রাখিনি বরং সুনিশ্চিতভাবে আমি এর মূল খুঁজে বের করেছি। আমি বুঝতে পেরেছি, ***বিবাদ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে মানুষ যে ভুল-ভ্রান্তি করছে, একটি দিককে উপেক্ষা করে অন্য আরেকটি দিককে অবলম্বন করাই হলো এর মূল কারণ। প্রকৃত জ্ঞান ছাড়াই তারা একটি আঙ্গিককে বড় করে দেখে আর এর বিপরীত মতামতকে তুচ্ছ ও খাটো মনে করে। কাঙ্খিত কোন কিছুর ভালবাসায় মত্ত হলে প্রবৃত্তি এর বিরোধী সব বিষয়কে ভুলে বসে–এই হলো মানব-স্বভাবের বৈশিষ্ট্য। তখন সে সহানুভূতিশীলদের সদুপদেশকেও মনোযোগ দিয়ে শুনতে চায় না বরং বেশীর ভাগ সময় তাদের বিরোধিতা করে আর তাদেরকে শত্রু মনে করে। তখন সে তার হৃদয়ের অস্বচ্ছতার কারণে তাদের সান্নিধ্যে যায় না আর তাদের কথাও মন দিয়ে শোনে না।***

এ আত্মিক বিপত্তির নানা কারণ ও হেতু রয়েছে আর বিভিন্ন পথ ও পন্থা দিয়ে এ ব্যাধির অনুপ্রবেশ ঘটে। এর সবচেয়ে বড় কারণগুলো হলো, হৃদয়ের কাঠিন্য, পাপে আসক্তি, পরকালে জবাবদিহিতার প্রতি ঔদাসীন্য এবং প্রতারক ও মিথ্যাবাদী শত্রুদের সাথে সখ্যতা। মানব জীবনে অজ্ঞতা বদ্ধমূল হয়ে গেলে হোঁচট খাওয়া তার স্বাভাবিক অভ্যাসে পরিণত হয় আর প্রবৃত্তির দাসত্বই তার অভিষ্ট লক্ষ্যে পরিণত হয়। অতএব আমরা এমন স্থায়ী পদস্খলন থেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয় চাই যা মানুষকে ধ্বংস করে দেয়। প্রায়শ এসব বদ-অভ্যাসই মানুষকে বিবাদ-বিতন্ডার সময় গভীর হঠকারিতার পথে ঠেলে দেয়। সত্যান্বেষী ও হেদায়াত সন্ধানী একজন মানুষের জন্য কু-প্রবৃত্তির খাতিরে ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত হওয়া প্রকৃতপক্ষে জীবননাশী এক বিষ। এ ফাঁদে পতিত মানুষ খুব কমই রক্ষা পায়। কখনও কখনও এসব অসৎ কারণ এবং বিভ্রান্তিকর হেতুগুলো প্রচ্ছন্ন ও দৃষ্টির আড়ালে থাকে।

এসব ব্যাধিতে আক্রান্ত মানুষ তা দেখতে পায় না আর মনে করে, সে সঠিক ও ন্যায়সঙ্গত কাজ করছে। সে তড়িঘড়ি করে যখন বিতন্ডায় লিপ্ত হয় আর বিবাদ-বিসম্বাদে ক্রমশ: উগ্র হয়ে উঠে, এমন ক্ষেত্রে প্রায়শই একটি তুচ্ছ ধারণা এবং দুর্বল অভিমতকে জোরালো ও অকাট্য প্রমাণ বলে মনে করে, যার ফলে তার চালচলনে অহংকারীর হাবভাব দেখা যায়। এসব কিছুর কারণ হলো, গভীর মনোযোগের অভাব, অন্তর্দৃষ্টিহীনতা, সত্য-জ্ঞানের স্বল্পতা, সামাজিক কদাচারের দাসত্ব, রিপুর পুরোপুরি বশ্যতা স্বীকার, আধ্যাত্মিক রুচিশূন্যতা, উচ্চাকাঙ্খা সম্পর্কে নৈরাশ্য এবং জড়-জগতের প্রতি পূর্ণ আসক্তি এবং এর অন্ধ অনুসরণ-অনুকরণ।

['সির্‌রুল খিলাফাহ্‌' পুস্তক, বাংলা সংস্করণ পৃষ্ঠা-১৩-১৪]

জুমুআর খুতবা

ঐতিহাসিক সর্ব-ধর্ম সম্মেলন-২০১৪

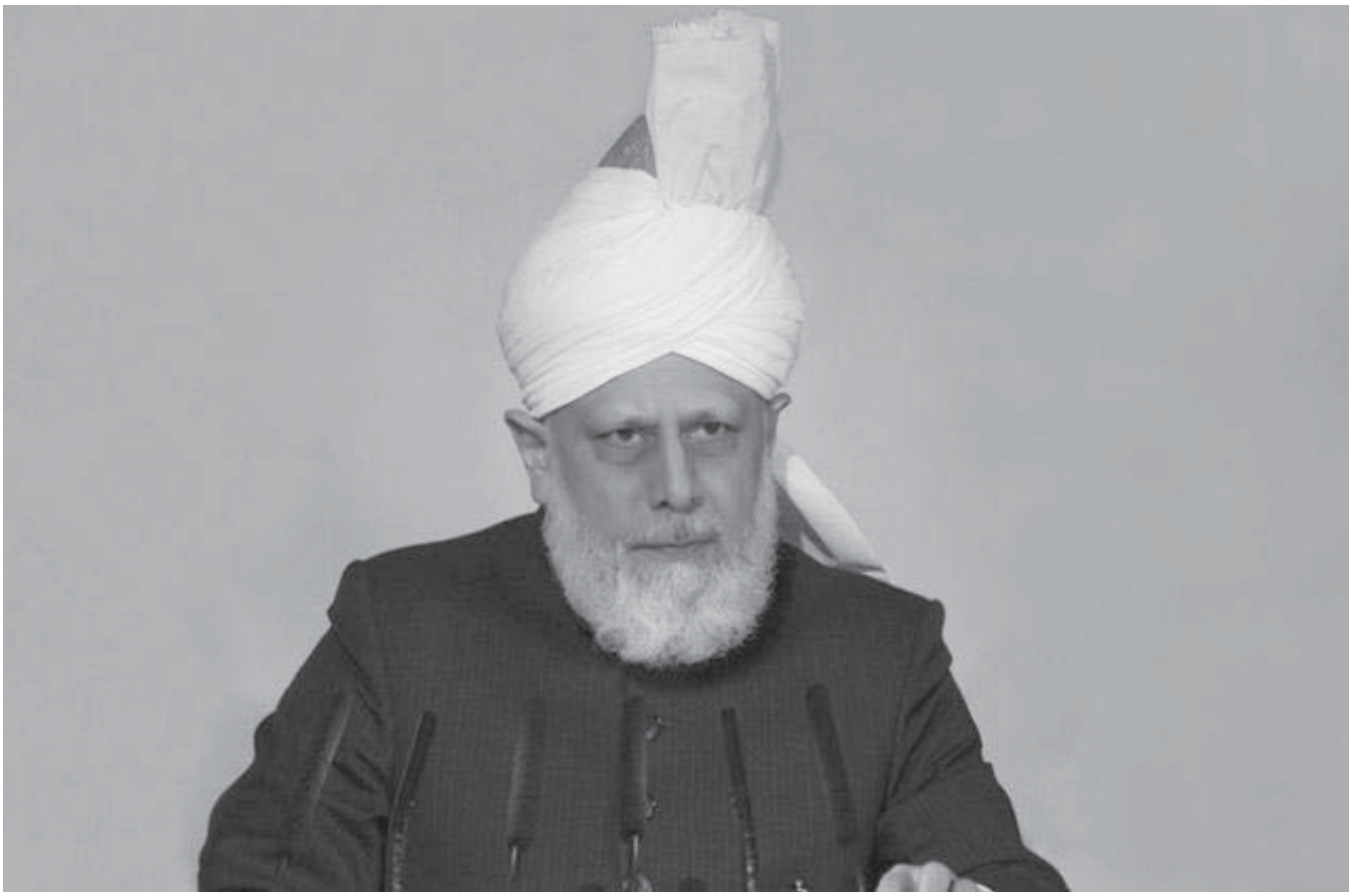

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক বায়তুল ফুতুহ্, লন্ডনে প্রদত্ত ৭ মার্চ, ২০১৪-এর জুমুআর খুতবা।

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

প্রায় তিন সপ্তাহ পূর্বে জামা'তে আহমদীয়া যুক্তরাজ্য তাদের জামা'তের শত বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে, যেখানে বিভিন্ন ধর্মের পন্ডিত বা প্রতিনিধিদের আমন্ত্রন জানানো হয়েছিল যেন তারা নিজ নিজ পবিত্র গ্রন্থ অনুসারে ঈশ্বর এবং ধর্ম সর্ম্পকিত চিন্তাধারাকে উপস্থাপন করে, আর এর বিষয়বস্তু ছিল, 'একবিংশ শতাব্দীতে ঈশ্বরের অবদান এবং ঈশ্বরের প্রয়োজনীয়তা কি?

যাহোক, এখানে স্পষ্টতঃ আমাদের জামা'তের পক্ষ থেকে ইসলাম ধর্মের প্রতিধিত্ব করা হয় এবং আমি সেখানে ইসলামের প্রতিনিধিত্ব করি। এছাড়া ইহুদী, খ্রিষ্টান, বৌদ্ধ, দুরুযী, হিন্দু-ধর্ম, প্রভৃতিদের পক্ষ থেকেও প্রতিনিধিত্ব করা হয়, যারা সেখানে নিজেদের মতামত ব্যক্ত করেন। এছাড়া জরথুস্ত্র এবং শিখদের পক্ষ থেকেও প্রতিনিধিত্ব করা

হয়েছিল। বিভিন্ন ধর্মের লোকেরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। একইভাবে বাহাই ধর্মের লোকেরাও উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়া রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ এবং মানবাধিকার কর্মীদেরও এ অনুষ্ঠানে মতামত প্রকাশের সুযোগ ছিল। আর এ অনুষ্ঠান এখানকার সবচেয়ে পুরনো এবং উল্লেখযোগ্য হল যার নাম গিল্ডহল, সেখানে এ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

এই ভবনটি ১৪২৯ সালে নির্মাণ হয়েছিল। কেউ কেউ বলে থাকেন, এর পূর্বে এটি নির্মাণ করা হয়েছিল। এটিও বলা হয়, লন্ডনের সবচেয়ে পুরোনো দুটি ভবনের মধ্যে এটি একটি। যাহোক, এর একটি ঐতিহাসিক মর্যাদা রয়েছে। এমটিএ-তে এ অনুষ্ঠান দেখানো হয়েছে। কিন্তু এর ইতিহাসমূলক তথ্যাদি যখন আল ফযলে ছাপানো হবে তখনই দেখতে পাবেন। এখন এর ইতিহাস বর্ণনা করা আমার উদ্দেশ্য নয়। এটি তো ছিল সংক্ষিপ্ত পরিচয়। আসল উদ্দেশ্য হল, যে অনুষ্ঠান হয়েছে সে সর্ম্পকে কিছু বলা। যেভাবে আমি বলেছি, এমটিএ-তেও এটি দেখানো হয়েছে। আশা করা যায় যারা বক্তৃতা করেছেন তাদের এবং আমার বক্তৃতারও উর্দূ অনুবাদও দেখানো হয়েছে, আমি তো দেখি নি।

কিন্তু পাকিস্তান থেকে আমার কাছে আবেদন করা হয়েছে, খুতবাতে যদি আমি এ অনুষ্ঠান সর্ম্পকে যতটুকু সম্ভব বর্ণনা করি, যেভাবে আমি বিভিন্ন সফরের বর্ণনা করে থাকি যাতে করে শ্রোতারা ভালভাবে বুঝতে পারে এবং এ থেকে বেশি বেশি উপকার লাভ করতে পারে। অনেকে এমটিএ-র অনেক অনুষ্ঠান সব সময় দেখেও না যেমন গতকালই একজন চিঠিতে লিখেছেন, আমি অমুক পত্রিকায় এ অনুষ্ঠান সর্ম্পকে পড়েছি, অথচ এমটিএ-তে তা দেখানো হয়ে গেছে। লোকেরা খুতবা তো কমবেশি শুনে থাকে, আজকেও আমি এ সর্ম্পকে সংক্ষিপ্ত আকারে কিছু বলবো, কিন্তু সবচেয়ে ভালো হয় যখন এটি এমটিএ-তে দেখানো হয় তখন আহমদীদের এটি দেখা উচিত কেননা এটি অত্যন্ত ভাল একটি অনুষ্ঠান ছিল।

এখন আমি বিভিন্ন বক্তাদের বক্তৃতার মধ্য থেকে কিছু অংশ উপস্থাপন করবো এবং আমি যা বলেছিলাম সেখান থেকেও সারাংশ বলবো। এছাড়া মেহমান যারা এসেছিলেন তাদের বিভিন্ন অনুভূতির কথাও বলবো, যাতে করে আল্লাহ্ তা'লার সমর্থনাবলী এবং তার অনুগ্রহের বহিঃপ্রকাশ হয়, হযরত রসূল করীম (সা.)-এর মর্যাদা এবং ইসলামের মর্যাদা যা তার সত্য প্রেমিকের মাধ্যমে পৃথিবীতে প্রকাশিত হচ্ছে পৃথিবীবাসী এ সর্ম্পকে অবহিত হয় আর আমরাও যেন এ সর্ম্পকে অবগত হই। এ অনুষ্ঠানের বিষয়ে প্রথমেই আমি এ কথাটি বলবো। যুক্তরাজ্য জামা'তের ব্যবস্থপনা, যারা এতো বড় এবং গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান আয়োজন করেছে, তাদের যেভাবে এ অনুষ্ঠানের প্রচার-প্রসার করার কথা ছিল সেভাবে তারা তা করে নি। অর্থাৎ অনুষ্ঠানের শুরুতে তারা এটাতেই খুশি হয়ে গিয়েছিল যে, আমরা অনুষ্ঠান করছি এবং এতো লোক আসবে।

অথচ এখানে আরও বিস্তৃতভাবে জামা'তের পরিচিতি এবং ইসলামের সৌন্দর্যময় শিক্ষা প্রচার করে মানুষের মাঝে প্রচার-প্রসার করার সুযোগ ছিল। প্রেসের সাথে যদি সঠিকভাবে যোগাযোগ করা হতো, তাহলে এখন যে প্রচেষ্টা আমীর সাহেব এবং তার টিম করছে, খোঁজ-খবর নিচ্ছে এরা তখন নিজেরাই খোঁজখবর নেবার জন্য আসতো এবং আরও উত্তমভাবে তারা এ কাজে আসতো। বর্তমান যুগে তো প্রেস হচ্ছে সংবাদ পৌঁছানোর অন্যতম বড় মাধ্যম। এ ব্যাপারে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশীয় জামা'তের যে পরিমাণ কাজ হবার কথা ছিল তা হচ্ছে না এবং এক্ষেত্রে তারা অনেক পিছিয়ে আছে।

এখন আমেরিকাতে কিছুটা উন্নতি হয়েছে, কয়েক বছর ধরে সেখানে আল্লাহ্ তা'লার ফযলে ভাল কাজ হচ্ছে। আফ্রিকার ঘানা এবং সিয়েরালিওনে এ ব্যাপারে ভাল কাজ হচ্ছে। আর আফ্রিকান কিছু ফ্রেঞ্চ ভাষাভাষী দেশও এ ব্যাপারে মনযোগ দিয়েছে। যাহোক, মিডিয়ার প্রতিটি স্তরে আমাদের পৌঁছাতে হবে, যাতে করে

"মিডিয়ার প্রতিটি স্তরে আমাদের পৌঁছাতে হবে যাতে করে আহমদীয়া জামা'তের পরিচিতি, ইসলামের অনন্য-সৌন্দর্যাবলী পৃথিবীবাসী জানতে পারে এবং তবলীগে আরও গতি আসে। এটি তবলীগের অন্যতম বড় একটি মাধ্যম। এদিকে জামা'তের সদস্যদের মনোযোগ দেয়া আবশ্যক।"

আহমদীয়া জামা'তের পরিচিতি, ইসলামের অনন্য সৌন্দর্যাবলী পৃথিবীবাসী জানতে পারে এবং তবলীগে আরও গতি আসে। এটি তবলীগের অন্যতম বড় একটি মাধ্যম। এদিকে জামা'তের সদস্যদের মনযোগ দেয়া আবশ্যক।

এখন এর কার্যক্রম সর্ম্পকে সংক্ষেপে বর্ণনা করছি। অনেক বক্তা খুব ভাল ভাল কথা বলেছেন আর আল্লাহ্ করুন যা কিছু তারা বলেছে তা এদের হৃদয়ের ধ্বনি হোক এবং এর ওপর তারা আমলকারী হোক।

প্রথমে এখানকার একটি হিন্দু পরিষদের চেয়ারম্যানের কথা বলবো যার নাম হিমেশ চন্দ্র শর্মা। তিনি বলেন, আজকের বিষয়বস্তু খুবই মনমুগ্ধকর। এ থেকে প্রমাণিত হয় আমরা সবাই এ কথায় একমত যে, এ জগতে স্রষ্টার অস্তিত্ব রয়েছে। দ্বিতীয় যে কথাটি আরও ব্যাপক তা হলো, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে সফল হতে পারে নি। প্রত্যেক স্থানে ঝগড়া, বিশৃংখলা ছেয়ে গেছে এবং জনগণের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের ওপর থেকে বিশ্বাস উঠে গেছে। এজন্য আমার দৃষ্টিতে সময় এসে গেছে আমরা মানবতার কল্যাণের জন্য পুনরায় ধর্মের দিকে ফিরে আসি। আমাদেরকে আমাদের ধর্ম অনুযায়ী নিজেদের জীবন সাজাতে হবে। তারপর তিনি বলেন, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো, আমরা আমাদের লোকদের শুধুমাত্র নসীহতই করবো না, বরং আমরা নিজদেরকে দৃষ্টান্ত স্বরূপও উপস্থাপন করবো। আর এটাই হলো বাস্তবতা। আল্লাহ্ করুন এই বক্তা যা কিছু বলেছেন, এর ওপর আমলকারী হোন।

অতঃপর দালাইলামা বাণী পাঠিয়েছে এবং লন্ডনে তার প্রতিনিধি হিসেবে বৌদ্ধ ধর্মের যে নেতা রয়েছে, তিনি তার বাণী পাঠ করেছেন। তিনি বলেন, সকল ধর্মই নিজ অনুসারীদেরকে পারস্পরিক ভালবাসা, সাম্য, ধৈর্য্য ও শান্তির শিক্ষা দিয়ে থাকেন। এজন্য যদিও তাদের বিশ্বাস আমাদের বিশ্বাস থেকে আলাদাই হোক না কেন, আমাদেরকে তাদের সম্মান করা উচিত। প্রত্যেক সত্য ধর্মই নিজ নিজ সময়ে মানবজাতিকে উন্নত গুণাবলী শিক্ষা দিয়েছেন। ভবিষ্যতেও এই ধর্মীয় সম্মানই পৃথিবীতে শান্তি, ঐক্য এবং সাম্য সৃষ্টি করতে এবং একজন আরেকজনের কাঁধে কাধ মিলিয়ে জীবন অতিবাহিত করার উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা প্রমাণিত হবে। আমাদের সকলের ওপর দায়িত্ব, নেক নিয়তের সাথে নিজেদের দৈনন্দিন জীবনে সেই উন্নত চরিত্রের ওপর আমল করা, যেগুলো আমাদের ধর্ম আমাদেরকে শিক্ষা দেয়। যাহোক, তার এ কথা খুবই সঠিক।

তিনি বলেন, ধর্মের নামে বিশৃংখলা তখনই সংঘটিত হয়, যখন লোকেরা ধর্মের মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বুঝতে পারে না। তিনি বলেন, কিছু দিন থেকে আমার মনে হচ্ছিল, আমাদের এক হয়ে এ ধরণের পদক্ষেপ নেয়া উচিত, যার মাধ্যমে আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতিকে একীভূত করা যাবে, যেন নিজেদের মধ্যে সমঝোতা এবং ঐক্য সৃষ্টি হয় এবং পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়। তিনি বলেন, আহমদীয়া জামা'তের পক্ষ থেকে যুক্তরাজ্যে ১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত আন্তঃধর্মীয় সম্মেলন আয়োজন করার সাহস দেখানোর জন্য আপনাদেরকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমি বিশ্বাস রাখি, এই ধরণের অনুষ্ঠান অনেক সুদূরপ্রসারী ফলাফল বয়ে আনে। যাহোক, অধিকাংশ বক্তা এ কথা বলেছেন, বর্তমান যুগে এধরণের অনুষ্ঠানের খুব প্রয়োজন।

অতঃপর দুর্বুযি কমিউনিটির নেতা (এটি একটি শিয়া ফের্কা: অনুবাদক), আধ্যাত্মিক ইমাম শেক মওফাক সাহেব বলেন, আমরা এমন একটি জাতি যার পবিত্র ভূমিতে বসবাসকারী সকল ধর্মের সাথে সুদৃঢ় সর্ম্পক রয়েছে। (এটি ফিলিস্তিন এবং ইস্রাইলের সংলগ্ন এলাকায় অবস্থিত একটি ফের্কা, যাদের অধিকাংশ সিরিয়াতে থাকে) । তিনি বলেন, পবিত্র ভূমি হলো সেই স্থান যেখানে অধিকাংশ ধর্মের সৃষ্টি হয়েছে এবং এখান থেকেই অনেক নবীর আধ্যাত্মিক ভ্রমন শুরু হয়েছিল। তিনি বলেন, কুরআন করীমে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আমরা তোমাকে নর এবং নারী থেকে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর জাতি এবং গোত্রে বিভক্ত করেছি এজন্য যে, তোমরা পরস্পরকে চিনতে পার। কোন সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ্ তা'লার নিকট তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে উৎকৃষ্টতর এবং সম্মানিত হচ্ছে সে ব্যক্তি যে সবচেয়ে বেশি মুত্তাকী। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী এবং সর্বজ্ঞাতা। (সূরা হুজরাত: আয়াত ১৪)

এরপর তিনি বলেন, আমি জামা'তে আহমদীয়ার ইমামকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি যে, তিনি এবং তাঁর জামা'ত আমাকে এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রন জানিয়েছেন। আমি আহমদীয়া জামা'তকে ব্রিটেনে শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিতব্য আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানের মুবারকবাদ জানাচ্ছি। আমাদের দুরুজ ফের্কার পবিত্র ভূমিতে জামা'তে আহমদীয়ার সাথে গভীর সর্ম্পক রয়েছে। আপনার পক্ষ থেকে দাওয়াত পেয়ে আমি আনন্দিত। আমরা সবাই এক হয়ে, মিলেমিশে যুলুম ও অত্যাচারের তিরস্কার করি এবং ভালবাসার সেই বীজ রোপন করি, যার মাধ্যম কেবল প্রাচ্যেই নয় বরং সারা বিশ্বে ভালবাসার ঝর্নাধারা প্রস্ফুটিত হোক।

তারপর ক্যাথলিক চার্চের বিশপ কিম ম্যাকডোনাল্ড বলেছেন, আমি বিশ্বধর্মের এই আলোচনায় অংশ নিয়ে এবং ক্যাথলিক চার্চের প্রতিনিধি হয়ে নিজের বক্তৃতা উপস্থাপন করে খুবই আনন্দিত হয়েছি। বর্তমান যুগে এরকম সম্মেলনের খুবই প্রয়োজন। এরপর তিনি পোপের কেবিনেটের প্রেসিডেন্ট অব কেবিনেট যিনি প্রেসিডেন্ট অব জাষ্টিস পিস, জনাব কার্ডিনেল পিটার টাকসান তার বাণী পাঠ করে শুনান। তিনি বলেন, আমি খুবই আনন্দিত যে, জামা'তে আহমদীয়া যুক্তরাজ্যের শত বার্ষিকী পূর্তি উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে আজ আমি আপনাদের সামনে সম্বোধিত হতে পারছি। এই সভার আকর্ষনীয় দিকটি হলো, সমগ্র বিশ্বের বিভিন্ন ধর্মের প্রতিনিধিগণ একত্র হয়ে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আলোচনা করছে।

এরপর ইস্রাইলের একজন ইহুদী যাজক রয়েছেন, তিনি বলেন, আমরা যে

সমাজে বাস করছি সেখানে পার্থিব উন্নতিকে একটি বড় সফলতা বলে মনে করা হয়ে থাকে। ধনী-গরীবের মাঝে সামাজিক পার্থক্য দিন দিন বেড়েই চলছে। উন্নতি এবং আরামের নাম ভাঙ্গিয়ে আমরা পৃথিবীর সম্পদের অপব্যয় করে চলছি, নির্মল পানিকে আমরা দূষিত করছি, বন-জঙ্গলকে ধংস করছি। আমরা যে যুগে অবস্থান করছি এখানে চারিদিকে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক লড়াই চলছে এবং চারিদিকে বিশৃংখলা বিরাজ করছে। খোদা তা'লার নাম ও তার দেওয়া দিকনির্দেশনাকে পদদলিত করা হচ্ছে এবং এ সকল কর্মকান্ডকে বুদ্ধিমত্তা, পরিণামদর্শীতা এবং রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতার নাম দেয়া হচ্ছে। আসুন, আমরা সবাই মিলে এর বিরুদ্ধে কাজ করি। আল্লাহ্ করুন তাদের এ সমস্ত কথা তাদের রাষ্ট্রের নেতৃস্থানীয় লোকদের বোধগম্য হোক এবং এরাও যেন এসব কথা তাদের বলতে সক্ষম হয়।

ঘানার রাষ্ট্রপতির বাণী তাদের একজন হাইকমিশনার পড়ে শুনিয়েছেন। এছাড়া তার একজন প্রতিনিধিও এসেছিলেন। তিনি লিখেছেন, আমাদেরকে আরেকবার বিশ্বাস করানো হয়েছে যে আল্লাহ্ তা'লা তাঁর রসুলদের দুনিয়াতে প্রেরণ করেছেন যারা দুনিয়াতে বসবাসরত সমস্ত ধর্ম ও বংশের লোকদেরকে কোন প্রকার পার্থক্য না করেই এই বাণী পৌছিয়েছেন যে, মানুষকে দৃঢ় সংকল্প, সুশৃংখল ও পারস্পরিক সহিষ্ণুতার সাথে জীবনযাপন করা উচিত।

তারপর এখানকার বিরবানস সায়িদা ওয়াটসি সাহেবা বলেন, আজ এই ঐতিহ্যবাহী হলে আন্ত ধর্মীয় সম্মেলনে সম্মানিত মেহমানদের সামনে নিজ মতামত ব্যক্ত করা আমার জন্য অনেক সম্মানের বিষয়। এই সম্মেলন জামা'তে আহমদীয়ার ব্যাপক উদ্দীপনা, উন্মুক্ত হৃদয় এবং বিস্তৃত দৃষ্টিভঙ্গি ও সুউচ্চ মনমানসিকতার পরিচয় বহন করছে। কেননা, আপনারা বিশ্বের বিভিন্ন ধারার এমন একটি সম্মেলন আয়োজন করেছেন যেখানে শুধু নিজের বিশ্বাসকে উপস্থাপন করার পরিবর্তে অন্য সমস্ত ধর্মের প্রতিনিধিদেরকেও তাদের নিজ নিজ ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপনের জন্য আমন্ত্রন জানিয়েছেন। আমরা সমগ্র যুক্তরাজ্যের অঞ্চলগুলোতে শুধুমাত্র মানবতার ওপর প্রতিষ্ঠিত জামা'তের আহমদীয়ার পক্ষ থেকে কৃত জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম প্রত্যক্ষ করি। এরপর তিনি বলেন, এই জলসার সফল আয়োজন দ্বারা এটি প্রমাণিত হয়েছে, পৃথিবীর সমস্ত ধর্মগুলো একত্রে বসে আন্তঃধর্মীয় ঐক্য ও সাম্যর দিকে অগ্রসর হবার জন্য প্রস্তুত রয়েছে। এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ আমার জন্য অনেক সম্মানের কারণ।

আমেরিকার কমিশন অন ইন্টারন্যাশনাল রিলিজিয়াস ফ্রিডম-এর ভাইস চেয়ারম্যান ডাক্তার ক্যাটরিনা সাহেবা যার সাথে জামা'তের দীর্ঘদিনের সর্ম্পক আছে তিনি বলেন, আজ আপনাদের সাথে মিলিত হওয়ার যে সুযোগ আমার হয়েছে এই কারণে আমি অনেক আনন্দিত ও গর্বিত। যুক্তরাজ্য জামা'তের একশ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে আজ আমি উপস্থিত হতে পেরেছি। (তিনি আমেরিকা থেকে বিশেষ করে এই উদ্দেশ্যেই এসেছেন।)

তিনি আরও বলেন, আজকের অনুষ্ঠান পারস্পরিক সহিষ্ণুতা এবং ধর্মীয় স্বাধীনতার যে সুউচ্চ মান রয়েছে তাকে তুলে ধরার জন্যই অনুষ্ঠিত হয়েছে। আর এই গুণাবলীই আপনাদের জামা'তের মৌলিক নীতি। আপনারা অর্থাৎ জামা'তে আহমদীয়া এই বিষয়ের জলজ্যান্ত প্রমাণ যে, ধর্মীয় শান্তি পারস্পরিক সমঝোতা এবং স্বাধীনতার সাথে গভীরভাবে জড়িত। গত শতাব্দীর দিকে যদি আমরা লক্ষ্য করি, তাহলে একটি খুব সুন্দর দৃশ্য আমরা দেখতে পাই যেখানে এমন কিছু ব্যক্তিত্বকে দেখতে পাওয়া যায় যারা নেকি ও পবিত্রতার প্রদীপ জ্বালিয়ে অন্ধকারকে দূরীভূত করার জন্য চেষ্টা-প্রচেষ্টা করেছেন। এরপর তিনি কিছু উদাহরণ উপস্থাপন করেন। পরিশেষে তিনি বলেন, বিংশ শতাব্দীতে আমরা আপনার জামা'তকে দেখতে পাচ্ছি, কিভাবে আপনারা সমগ্র বিশ্বের লোকদের সাথে অত্যাচার-নির্যাতনের বিরুদ্ধে আওয়াজ উঠিয়েছেন।

"আল্লাহ্ তা'লা চান যেন মানুষের সংশোধন হয় এবং মানুষ আল্লাহ্ তা'লার অধিকার আদায়কারী হয় এবং তাঁর সৃষ্টিরও অধিকার আদায়কারী হয় এবং এই উদ্দেশ্যেই আল্লাহ্ তা'লা পৃথিবীতে নবী পাঠিয়েছেন। যারা নবীদের কথা মানে, তারা সফল হয়। যারা অস্বীকার করেছে, তারা মন্দ-পরিণাম দেখেছে।"

এখানে এ তথ্যটি ভুল। প্রকৃতপক্ষে এটা উনবিংশ শতাব্দী হতেই শুরু হয়েছে, যা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আগমন কাল ছিল। সে সময় থেকেই জামা'তে আহমদীয়া নির্যাতনের বিরোদ্ধে প্রতিবাদ করে আসছে। আর এগুলো সব হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)এর শিক্ষানুযায়ী হয়ে আসছে। বিংশ শতাব্দী নয় বরং এস্থলে তার উনবিংশ শতাব্দী বলা উচিত ছিল। যাহোক, তিনি বলেন, "আমরাও আপনাদের সুরে উদারতা ও নিষ্ঠার সাথে বলছি যে, বিংশ শতাব্দীতে এসে আমরা আপনাদের জামা'তকে দেখছি যে, কীভাবে আপনারা সমস্ত পৃথিবীবাসীর ওপর হয়ে আসা নির্যাতনের প্রতিবাদ করছেন। আমরাও আপনাদের মতো সহিষ্ণুতা ও মানবতার পক্ষে আছি। আর আপনাদের মতো আমরাও এমন একটি সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে চাই, যেখানে ভিন্ন ভিন্ন বিশ্বাসের লোকজন মিলেমিশে বসবাস করবে, একে অন্যর বিশ্বাসের মর্যাদা দিবে। আর আমরা একে অন্যের বিশ্বাসের প্রতি ততক্ষণ পর্যন্ত সম্মান দেখাতে পারবো না, যতক্ষণ না আমরা একে অন্যের সম্মান ও মর্যাদাবোধের অনুভূতিকে ধারণ করবো। আমরা এ কথার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করি যে, জামা'তে আহমদীয়া এই পারস্পরিক সহিষ্ণুতার শিক্ষা দিয়ে থাকে। আমাদের সকলের নিজ নিজ বিশ্বাস অনুযায়ী কর্ম সম্পাদনের স্বাধীনতা থাকা উচিত। এজন্য যখন আমরা পারস্পারিক পরিবর্তনের প্রতি দৃষ্টি দেই, তখন সাম্য, মানবতা ও মনুষ্যত্বের মূল্যবোধকে দৃষ্টিপটে রাখি। আমার ইচ্ছা এটাই যে, আমরা সবাই সেই উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য নিজের সমস্ত ধ্যান ও জ্ঞানের মাধ্যমে সচেষ্ট থাকব।"

আল্লাহ্ করুন এই বড় বড় শক্তিগুলো এটি বোঝার তৌফিক অর্জন করুক।

বৃটেনের প্রধানমন্ত্রীর বার্তা এখানকার এর্টনি জেনারেল রাইট আনরেবেলে ডামিনক কারইউ সাহেব পড়েছিলেন। কিন্তু এরপূর্বে তিনি নিজের কথা বলেন। তিনি বলেছিলেন, এই বার্তা পড়ার পূর্বে এই অধমের বিশ্বাস অনুযায়ী এ স্থানে বলতে চাচ্ছি, সাধারণ ধারণা অনুযায়ী স্থান নির্বাচনও উল্লেখযোগ্য একটি বিষয়। এটি সেই স্থান, যেখান থেকে ইংরেজরা একটি জাতি হিসেবে বিস্তৃত-দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে জন্মেছিলেন। আর তারা পৃথিবীর দিকে নিজের দৃষ্টি প্রসারিত করে দেখা শুরু করেছিল। আজ আমাদের সকলের এ জলসার উদ্দেশ্যে এখানে একত্র হওয়াও এর অন্যতম একটি লক্ষ্য। আজকের জলসাও একটি ব্যক্তিগত বিশেষত্ব বহন করে। একজন খৃষ্টান হওয়ার সুবাদে আমার অভিজ্ঞতা হলো, এমন ব্যক্তি সে যে কোন ধর্মরই হোক না কেন, একজন নাস্তিকের তুলনায় অন্যান্য ধর্মাবলম্বীর আবেগ ও অনুভূতিকে বুঝতে অধিক সক্ষম।

আল্লাহ্ করুন তার এ কথা সঠিক হোক। অতঃপর প্রধানমন্ত্রীর বার্তার তিনি পড়ে শুনান, তা ছিল, ' আমি আহমদীয়া মুসলিম জামা'তকে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন ধর্মের প্রতিনিধিবর্গকে এক প্লাটফর্মের নিয়ে আসায় সাধুবাদ জানাচ্ছি। আমি জামা'তে আহমদীয়া যুক্তরাজ্য কর্তৃক সম্পাদিত অগণিত জনকল্যাণমূলক কার্যক্রমের প্রশংসা করি। আপনারা একদিকে দেশের সবত্র আন্তঃধর্মীয় সম্মেলনের আয়োজন করছেন, অন্যদিকে বন্যা কবলিত মানুষের দুঃখদুর্দশায় সেবা করে যাচ্ছেন। (খোদার ফযলে খোদ্দামুল আহমদীয়া এ উদ্দেশ্য অর্জনে অনেক বড় ভূমিকা রেখে যাচ্ছেন।) অতঃপর তিনি বলেন, যত দূর পর্যন্ত বিভিন্ন ধর্মের মাঝে আন্তরিকতার সম্পর্ক সৃষ্টি করার প্রশ্ন আসে তখন আজকের দিনে আয়োজিত এ অনুষ্ঠান এ কথার সাক্ষ্য বহন করে যে, আপনারা আপনাদের লক্ষ্যে এতখানি সুদৃঢ় যে, বিভিন্ন ধর্মের লোকদেরকে একত্রে বসিয়েছেন এবং সমগ্র দুনিয়াকে শান্তির নীড় বানানোর চেষ্টায় রত আছেন। আমি খুবই আনন্দিত যে, এ অনুষ্ঠানে যুক্তরাজ্য জামা'তের প্রতিনিধিরাও উপস্থিত। আমরা জামা'তে আহমদীয়ার ইমাম, বিভিন্ন ধর্মের প্রতিনিধি এবং অন্যান্য মেহমানদের সাথে একত্রে বসে এ বিষয়ের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করবো যে, বিভিন্ন ধর্ম একে অন্যের সাথে সহযোগিতার মাধ্যমে

"মহানবী (সা.) শত্রুদের সাথে সদ্ব্যবহারের এমন দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠা করেছেন, পার্থিব বিষয়াদীতে যার কোন দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায় না। সে সমস্ত শত্রুদের, যারা মক্কায় চরম বিরোধিতা করেছিলো, মক্কা বিজয়ের সময় তাদেরকে এভাবে ক্ষমা করেছেন যেন তারা কোন অপরাধই করে নি।"

কিভাবে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নিজেদের অবদান রাখতে পারে।

এরপর রাণী, যিনি চার্চ অব ইংল্যান্ডের প্রধান, তার ব্যক্তিগত সহকারী লিখেছেন, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত যুক্তরাজ্যের পক্ষ থেকে তাদের শতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে গিল্ডহলে আয়োজিত বিশ্বের বিভিন্ন ধর্মগুলোর এই মহা সম্মেলনের আয়োজনের খবর যুক্তরাজ্যের মহামান্য রাণীর জন্য আনন্দদায়ক। মহামান্য রাণী এ জলসার উদ্দেশ্য সমূহ জানতে পেরে আনন্দিত হয়েছেন এবং আপনাদেরকে শুভেচ্ছাবাণী পাঠানোর আবেদন পেয়ে খুবই কৃতজ্ঞ হয়েছেন। আপনাদের সবার জন্য মহামান্য রাণীর শুভকামনা, যেন এ জলসা একটি সফল ও স্মরণীয় জলসা হয়।

এটি ছিল অন্যদের কিছু প্রতিক্রিয়া। আমি সেখানে যা বলেছি তার সারাংশ বর্ণনা করে দেই। যেভাবে আমি বলেছি, অনেকে শুনেও নি আর পত্রিকায়ও বিস্তারিতভাবে আসে নি। আমি যা বলেছি তা হলো, "আল্লাহ্ তা'লা এটি চান যেন মানুষের সংশোধন হয় এবং মানুষ আল্লাহ্ তা'লার অধিকার আদায়কারী হয় এবং তাঁর সৃষ্টিরও অধিকার আদায়কারী হয় এবং এই উদ্দেশ্যেই আল্লাহ্ তা'লা পৃথিবীতে নবী পাঠিয়েছেন। যারা নবীদের কথা মানে, তারা সফল হয়। যারা অস্বীকার করেছে তারা মন্দ পরিণাম দেখেছে। প্রত্যেক সে জাতি, যেটি নবীদের এবং ধর্মের বিরোধিতা করেছে এবং আল্লাহ্ তা'লার প্রেরিতদেরকে অস্বীকার করেছে , আল্লাহ্ তা'লার সত্ত্বার অস্বীকার করেছে এবং এই কথা বলেছে যে, এগুলো তো কথার কথা, না কোন খোদা আছে, আর না কোন ধরণের শাস্তি আছে, আযাব আছে। এমন সমস্ত জাতি সবাই ধ্বংস হয়ে গেছে। কুরআন করীম এমন সমস্ত জাতির ইতিহাসে ভরপুর। বিভিন্ন স্থানে এর বর্ণনা রয়েছে। একইভাবে অন্যান্য ধর্মীয় পুস্তকাদিও এ কথা বলে যে, আল্লাহ্ তা'লার প্রেরিতদের অস্বীকারকারীরা ধ্বংস হয়ে গেছে। সুতরাং এসব কথা নিয়ে আমাদের চিন্তা করা আবশ্যক। কেননা এগুলো কোন গল্প নয় বরং প্রত্যেক ধর্মের ইতিহাস এর সাক্ষ্য দেয় যে এগুলো সব সত্য ছিল।"

এরপর আমি একথা বলেছি, আমি যে ঐশী-পুস্তককে মানি-সেটি কুরআন করীম এবং এটি আমাদেরকে একথা বলে যে, খোদা তা'লা নবীদেরকে পাঠিয়ে একথা প্রচলিত করতে চান যে, মানুষ যেন আধ্যাত্মিকতার উচ্চ মান প্রতিষ্ঠা করে, খোদা তা'লার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে এবং তার অধিকার আদায় করে। একইভাবে উন্নত চারিত্রিক মান প্রতিষ্ঠা করে খোদা তা'লার সৃষ্টির অধিকার আদায় করে। এরপর আমি বলেছি, যখন খোদা তা'লা মহানবী (সা.)কে সমগ্র পৃথিবীর সংশোধনের জন্য পাঠান, তখন তিনি (সা.) এজন্য তবলীগকে সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছান। তিনি (সা.) শুধুমাত্র তবলীগই করেন নি বরং এর ফলাফল লাভের জন্য এবং লোকদের হৃদয় উন্মুক্ত হওয়ার জন্য রাতে এতো বেশি দোয়া করতেন যে, তার সিজদার স্থান অশ্রুতে ভিজে যেত। তাঁর (সা.) হৃদয়ে মানব জাতির সংশোধন এবং একে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য যে আকুতি ছিল তা বর্ণনা করা সম্ভব নয়।

তার এই বেদনা এবং দোয়ার অবস্থা লক্ষ্য করে খোদা তা'লা তাকে এ কথাও বলেছেন, যদি তারা তোমার কথা না শুনে তবে কি তুমি নিজ প্রাণকে ধ্বংস করে দিবে? কিন্তু আমি এরপর বলেছি, খোদা তা'লা একথা বলে ছেড়ে দেন নি। দোয়ার কবুলিয়াত বন্ধ করেন নি বরং সেসব দোয়াকে কবুল করেছেন এবং এই কষ্টগুলোকে প্রশমনের ব্যবস্থা করেছেন এবং সেসব লোক যারা সব ধরণের অপকর্মে লিপ্ত ছিল তাদেরকে অপকর্ম থেকে মুক্ত করে চরিত্রবান এবং খোদা তা'লার সাথে সম্পর্ক স্থাপনকারী বানিয়েছেন। এ পরিবর্তন কোন পার্থিব শক্তি করতে পারতো না। এটা এককভাবে সেই খোদার কাজ ছিল, যিনি দোয়া শ্রবণকারী এবং হৃদয়ের ওপর নিয়ন্ত্রনকারী।

এরপর আমি বলেছি, শত্রুদের সাথে সদ্ব্যবহারের এমন দৃষ্টান্ত তিনি (সা.) প্রতিষ্ঠা করেছেন যে, পার্থিব বিষয়াদীতে যার কোন দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায় না।

সে সমস্ত শত্রুদের যারা মক্কায় চরম বিরোধিতা করেছিলো, মক্কা বিজয়ের সময় তাদেরকে এভাবে ক্ষমা করেছেন যেন তারা কোন অপরাধই করে নি।

প্রত্যেক কাফেরকে শান্তির সাথে আইনের আওতার মধ্যে থাকার শর্তে ক্ষমা করে দিয়েছেন আর এই উত্তম আচরণ দেখে বড় বড় শত্রু যারা ছিল, যারা বড় বড় কুফরে লিপ্ত ছিল, তারা নিজেরা নিঃসংকোচে বলে উঠলো; এরকম আবেগ কেবল খোদার নবীদেরই হতে পারে। আর নিশ্চয় ইসলাম ধর্ম সত্য আর তারপর তারা ঈমানও নিয়ে আসলেন।

এরপর আমি বললাম, কুরআন করীমে খোদা তা'লা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে 'রাহমাতুল্লিল আলামিন' বলেছেন আর নিঃসন্দেহে তিনি রহমতের চূড়ান্ত সীমায় অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। আর এমন হাজার হাজার উদাহরণ রয়েছে যা নিশ্চিতভাবে খোদা তা'লার বাক্যের সত্যতার প্রমাণ বহন করে যা তার রহমতের দলীল হিসেবে উপস্থাপন করা যেতে পারে।

অতঃপর আমি বললাম যে, এগুলো ছাড়াও তিনি যে 'রাহমাতুল্লিল আলামিন' ছিলেন, ইসলাম এবং আঁ-হযরত (সা.) এর ওপর যে কাঠিন্য ও যুদ্ধের অপবাদ লাগানো হয় এবং বর্তমানেও অপবাদ লাগানো হয়ে থাকে, সেটা ঐতিহাসিক-তথ্য সর্ম্পকে অজ্ঞতা থাকার ফলেই হয়েছে। নবী করিম (সা.) কখনো নিজ থেকে যুদ্ধ শুরু করেন নি। মক্কায় তিনি অত্যাচার সহ্য করেছেন। যখন এই অত্যাচার-নিপীড়ন সহ্যের সীমা অতিক্রম করে, তখন তিনি মদীনায় হিজরত করেন। কখনো প্রতিশোধ গ্রহণ করেন নি।

কিন্তু যখন মক্কাবাসীরা মদীনার মুসলমানদেরকে একেবারে নির্মূল করার জন্য হামলা করলো, তখন তিনি খোদা তা'লার নির্দেশে যুদ্ধ করেছেন, যার বর্ণনা কুরআন করীমে বর্ণিত রয়েছে।

এখানে আমি কুরআন করীমের এই আয়াত শুনিয়েছি।

সুরা হাজ্জের দুটি আয়াত-

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿٤٠﴾

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا ۗ وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٤١﴾

অর্থাৎ যাদের বিরুদ্ধে (বিনা কারণে) যুদ্ধ করা হচ্ছে তাদেরকে (যুদ্ধ করার) অনুমতি দেয়া হলো। কেননা তাদের প্রতি যুলুম করা হয়েছে। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাদের সাহায্য করতে পূর্ণ ক্ষমতাবান।

সেইসব লোক যাদেরকে নিজেদের ঘরবাড়ি থেকে অন্যায়ভাবে শুধু এ কারণে বের করে দেয়া হয়েছে যে তারা বলে, আল্লাহ্ আমাদের প্রভু-প্রতিপালক। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যদি মানুষের একদলকে আরেক দল দিয়ে প্রতিহত করা না হতো, তাহলে সাধু-সন্ন্যাসীদের মঠ, গীর্জা, ইহুদীদের উপাসনালয় ধ্বংস করে দেয়া হতো আর মসজিদ সমূহও (ধ্বংস করে দেয়া হতো), যেখানে আল্লাহ্‌র নাম অধিক স্মরণ করা হয়। আর আল্লাহ্ অবশ্যই তাকে সাহায্য করবেন, যে তাকে (ধর্মের পথে) সাহায্য করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মহা শক্তিধর (ও) মহা পরাক্রমশালী। (সূরা হাজ্জ ২২: ৪০-৪১)

আমি বলেছি, এই আয়াতের আলোকে অত্যাচারীতদেরকে প্রতিরোধ-প্রতিরক্ষার অনুমতি দেয়া হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ এই অনুমতির মাধ্যম সমস্ত ধর্মকে রক্ষা করা হয়েছে। আর এ কথাও স্পষ্ট করা হয়েছে, আল্লাহ্ তা'লার ওয়াদা হলো, খোদা তা'লা সমস্ত শক্তির আধার। তিনি কাফেরদের বিরুদ্ধে দূর্বল মুসলমানদেরকে সাহায্য করার ক্ষমতা রাখেন। নিজেদের

"হযরত ইমাম মাহদী (আ.) বলেছেন, 'এই যুগে ভূমিকম্প এবং প্রাকৃতিক-দুর্যোগ বহুল পরিমাণে সংঘটিত হবে।' যা সত্য প্রমাণিত হয়েছে আর আমরা দেখছি, গত শতাব্দীর তুলনায় সবচেয়ে বেশি দুর্যোগ এই শতাব্দীতেই এসেছে।"

সমস্ত শক্তি ও অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত থাকা সত্ত্বেও কাফেরগণ পরাজিত হবে এবং খোদা তা'লা নিজ সত্ত্বার প্রমাণস্বরূপ দূর্বল মুসলমানদেরকে কাফেরদের ওপর বিজয় দান করেছেন এবং নিজেদের থেকে অনেক বড়, সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্রের দিক থেকে অনেক বেশি শক্তিশালী সেনাবাহিনীকে তারা পরাজিত করেছেন। সুতরাং তিনি (সা.) এবং তাঁর খোলাফায়ে রাশেদীন (রা.) যে যুদ্ধ লড়েছেন, তা প্রতিরক্ষার জন্য এবং শান্তি প্রতিষ্ঠাকল্পে লড়েছেন। রাজত্ব লাভ করার জন্য যুদ্ধ করা হয় নি। আর তাঁর সাথে এই কারণে খোদা তা'লার সাহায্য ও সহযোগিতার দৃশ্য ছিল যেভাবে তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

আমি বলেছি, মুসলমানদের দূর্বল অবস্থার এবং ধর্ম থেকে দূরে সরে যাওয়ার ভবিষ্যদ্বাণীও মহানবী (সা.) করে গেছেন। আর আজকে যদি কোন মুসলমানদের পক্ষ থেকে কোন যুলুম হয়ে থাকে বা তাদের অধঃপতিত হওয়ার অবস্থা আমরা দেখি, তাহলে তা হুবহু ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারেই দেখতে পাই।

তারপর আমি বলেছি, মুসলমানদের সর্বশেষ অবস্থা এটা নয় যে, তোমরা এটা ধারণা করে নিবে যে, এটা চূড়ান্ত হয়ে গেছে আর মুসলমানরা শেষ হয়ে গেছে। আমার এটাও বিশ্বাস, আর এই বিশ্বাসের ওপর আমি সুদৃঢ় যে, যেভাবে মুসলমানদের অধঃপতিত হবার ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছে, তেমনিভাবে তাদের আধ্যাত্মিক অবস্থার উন্নতির জন্য ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতাও সংঘটিত হয়ে গেছে যা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আগমনের সাথে সম্পর্কিত ছিল।

অতঃপর আমি এটা বলেছিলাম, আমি এবং আমার জামা'তে আহমদীয়া এই বিশ্বাস পোষণ করে যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.), যিনি জামা'তে আহমদীয়া এর প্রতিষ্ঠাতা, তিনি তাঁর অনুসারীদের মধ্যে প্রকৃত-ইসলামের শিক্ষা প্রচলন করেছেন, এমন একটি জামা'ত প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন যারা প্রকৃত-ইসলামের ওপর আমল করছে এবং করার চেষ্টা করছে।

আমি এটাও বলেছি, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.), যিনি ইসলামকে পুনর্জীবিত করার জন্য এসেছেন, তার সাথেও আল্লাহ্ তা'লার সমর্থন আছে। উদাহরণ হিসেবে আমি তিনটি কথা বলেছি, এই তিনটি ভবিষ্যদ্বাণী উপস্থাপন করছি যা তার সত্যতার প্রমাণ বহন করছে।

তিনি (আ.) বলেছেন, এই যুগে ভূমিকম্প এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ বহুল পরিমাণে সংঘটিত হবে, যা সত্য প্রমাণিত হয়েছে। আর আমরা দেখছি, গত শতাব্দীর তুলনায় সবচেয়ে বেশি দুর্যোগ এই শতাব্দীতেই এসেছে। রুশ সাম্রাজ্যের পতন সম্পর্কে তিনি (আ.) আরেকটি ভবিষ্যদ্বাণীতে করেছিলেন, যে, জারের শাসনের অবসান হবে। এই ভবিষ্যদ্বাণী সত্য প্রমাণিত হয়েছে।

তারপর তৃতীয় যে ভবিষ্যদ্বাণী তা যুদ্ধ সম্পর্কে করেছিলেন, আর এখন পর্যন্ত আমরা দুটি বিশ্বযুদ্ধ দেখতে পেয়েছি। দুনিয়া পুনরায় সেই রকম অবস্থার দিকে ধাবিত হচ্ছে। দুনিয়ার সামরিক বাজেট অন্য সব প্রয়োজনীয়তাকে পিঠের পিছনে নিক্ষেপ করছে। আর শুধুমাত্র সৈন্য বাড়ানো, অস্ত্রশস্ত্র বাড়ানো এবং সামরিক শক্তি বৃদ্ধির দিকেই অধিক মনোযোগ দিচ্ছে। এজন্য পৃথিবীবাসীকে পুনরায় এদিকে দৃষ্টি দিতে হবে। নিরাপত্তাহীনতা পৃথিবীতে ধর্মের কারণে বিস্তৃত হচ্ছে না বরং লোভ এবং রাজনীতি এর অন্যতম কারণ। আর আমি এটিও বলেছি, এই যুগে আল্লাহ্ তা'লার প্রেরিত পুরুষের সাথে আল্লাহ্ তা'লার সমর্থন রয়েছে। যদি এটা না হতো, তবে হিন্দুস্তানের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসকারী একজন ব্যক্তি খোদা তা'লার বাণীকে সমস্ত দুনিয়াতে ছড়িয়ে দিতে পারতো না।

আর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মৃত্যুর পর খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যার মাধ্যমে এই মিশন সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আর এই যুগে, যেখানে খোদা তা'লার অস্তিত্বের বিষয়টি প্রমাণিত, সেখানে এই জামা'তের সাথেও খোদা তালার সাহায্য-সহযোগিতার বিষয়টি প্রমাণিত। আমি এটাও বলেছি, জামা'তে আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠাতা আমাদের মাঝে ভালভাবে এ ধারণা সৃষ্টি করে গেছেন যে, খোদা তা'লার বাণী কোন পুরোনো কিচ্ছাকাহিনী নয় বরং খোদা তা'লা আজও জীবিত। তিনি তার পুন্যবান বান্দাদের সাথে কথা বলেন এবং তাদেরকে নিদর্শন দেখান। সুতরাং পৃথিবীবাসী এদিকে মনোযোগ দিন এবং নিজেদের ভুলের অভিযোগ খোদা তা'লা এবং ধর্মের ওপর আরোপ না করুন বরং নিজেদের ঘাড়ে নিয়ে নিন। খোদা পৃথিবীবাসীকে তৌফিক দিন যেন তারা এর ওপর আমল করে। এখন এই বক্তৃতার সারসংক্ষেপ, যা আমি বর্ণনা করেছি, তা আমার ৩০-৩৫ মিনিট এর বক্তৃতা ছিল। এখন আমি এ বক্তৃতার কিছু প্রভাব সম্পর্কে বর্ণনা করবো। লোকদের চেহারা থেকেই এটি বোঝা যাচ্ছিল আর অনেকে এটি বলেছেনও যে, ইসলামের শিক্ষা সংক্ষিপ্ত আকারে যা বর্ণনা করা হয়েছে, এটি তাদের ওপর খুব প্রভাব ফেলেছে।

স্টেইন ভ্যালুমাসট্যাড তিনি ইউরোপিয়ান কাউন্সিল ফর রিলিজিয়াস লিডারস এর জেনারেল সেক্রেটারী, তিনি বলেন, 'এভাবে মিলেমিশে বসা, বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীদের একে অপরের কথা আনন্দের সাথে শ্রবণ করা এবং সকলে এটি এক বাক্যে মানা যে, আমরা সবাই শান্তির আকাঙ্খী, এটি অনেক বড় সফলতা।'

অতঃপর ইংল্যান্ডে অবস্থানকারী গ্রানাডার হাই কমিশনার এইচ ই জোসলেন হোয়াইটমেন সাহেব বলেন, এটি একটি অসাধারণ অনুষ্ঠান ছিল। এতোগুলো ধর্মের লোকেরা একই ছাদের নীচে একত্র হতে পারে, এটি আমাদের বিশ্বাসকে আরও বৃদ্ধি করবে। আর এটির আরেকটি উপকারিতা এটিও আছে যে, আমরা এখন বুঝতে পারবো, আজকের যুগে পৃথিবীর সমস্যাদী দূরীভূত করার জন্য লোকদেরকে কিভাবে একত্রিত করা যেতে পারে।

অতঃপর মেক চেষটি, যিনি লন্ডনের মেট্রোপলিটন পুলিশের একজন কমান্ডার, তিনি বলেন, " আজকের অনুষ্ঠানে আমার এই বিষয়টি ভাল লেগেছে যে, প্রত্যেকেই

নিজ নিজ ধর্মের সৌন্দর্য বর্ণনা করেছেন, অন্য ধর্মের সমালোচনা করেন নি।

আর এই জিনিসটি থেকেই আমাদের পারস্পরিক ঐক্য ও সম্প্রীতির অনুভূতি সৃষ্টি হয়।

এটাই সেই বিষয়, যেটাকে বাস্তবায়ন করার জন্য হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) ইংল্যান্ডের রানীকে পত্র দিয়েছিলেন।

অতঃপর ডা. চালর্স তাননক মেপ, যিনি ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টে লন্ডনের প্রতিনিধি, তিনি বলেন,

'ভবিষ্যতে এই পথকে অনুসরণ করা ছাড়া কোন উপায় নেই। আমরা সবাই আল্লাহ্ তা'লার ওপর বিশ্বাস রাখি এবং আমরা এটি মানতে পারি না যে আল্লাহ্ তা'লা এটা চায় যে আমরা ধর্মের নামে একে অন্যের সাথে এভাবে লড়তে থাকি। এজন্য আমি শান্তির এই বাণীর পূর্ণ সমর্থন করছি। আহমদীদের সম্বন্ধে যে বিষয়টিকে আমি অত্যন্ত মূল্যবান জানি, তা হচ্ছে তাদের ধর্মীয়-শিক্ষা সমূহের মূল বা সার হচ্ছে, ভালবাসা সবার তরে ঘৃনা নয় কারো পরে।' আমার মতে এটি একটি বিশ্বজনীন বাণী। বিভিন্ন ধর্ম যতটা মিলেমিশে থাকবে ততই মঙ্গল।

বারোনেস ব্রিজ, যিনি যুক্তরাজ্য পার্লামেন্টের অল পার্টি পার্লামেন্টরী গ্রুপ (এপিপিজি)-এর চেয়ারম্যান, তিনি বলেন,

"অল পার্টি গ্রুপ আমাকে ধর্মীয় স্বাধীনতার জন্য চেয়ারম্যানের মর্যাদায় ভূষিত করেছে। আমি জানি, আহমদীয়া জামা'ত কিভাবে অন্যের উন্নতি ও কল্যাণের জন্য সেবা করে যাচ্ছে এবং একথাটি জামা'তে আহমদীয়ার ইমাম তার বক্তৃতায়ও বলেছেন। আমরা খুবই আনন্দিত যে আমরা আহমদীয়া জামা'তের সাথে তাদের কাজে সহযোগিতা করি এবং আমরা এই বিষয়টিতেও আনন্দিত যে, এই রাষ্ট্রে আহমদীদের পূর্ণ স্বাধীনতা আছে।"

অতঃপর কে কারটার, যিনি যুক্তরাজ্য পার্লামেন্টের অল পার্টি পার্লামেন্ট গ্রুপ অন ইন্টারন্যাশনাল ফ্রিডম অব রিলিজিয়ন এর সদস্য, তিনি বলেন, জামা'তে আহমদীয়ার ইমাম যা বলেছেন তা সকল ধর্মের সারকথা বলে বিবেচিত অর্থাৎ ভালবাসা, উদারতা এবং শান্তি। প্রকৃতপক্ষে মিডিয়াতে ধর্মকে একটি জিনিষ বানিয়ে উপস্থাপন করা হয়েছে যা মানুষকে একে অন্যের সাথে লড়াই করার বৈধতা দান করছে। কিন্তু আজকের এই সভায় আমরা দেখলাম যে, বাস্তবতা এর সম্পূর্ণ বিপরীত।

এরপর এই সংগঠনের প্রধান একটি চিঠিতে বাণী পাঠান, যেখানে তিনি বলেন, জামা'তে আহমদীয়ার ইমামের বাণী হলো শান্তি এবং একে অন্যকে বুঝতে পারার বিষয়ে। এমনকি এটাও যে, পৃথিবীর সমস্ত ধর্মকে একে অন্যের সাথে মত বিনিময় করা উচিত। কেননা আমরা সবাই আদম (আ.)-এর বংশধর এবং খোদা তা'লার সৃষ্টি। তিনি বলেন, আমাদেরকে একে অন্যর আবেগ-অনুভূতিকে সম্মান দেখানো উচিত এবং শান্তির সাথে মিলেমিশে থাকা উচিত। এটি নয় যে, আমরা একে অন্যের সাথে যুদ্ধে লেগে যাই বরং যতটা সম্ভব আমাদের শান্তির জন্য চেষ্টা করতে হবে।।

যেভাবে আমি পুর্বেও বলেছি, যেহেতু তারা নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ, তাই তাদের উচিত হবে তারা যেন ইসরাইল সরকারকে এ ব্যাপারে অবহিত করে।

এরপর কাউন্সিলর সন্তোষ সিং সাহেব বলেন, আমার অভিমত হচ্ছে, আহমদীয়া জামা'তের ইমাম আমাদেরকে এই কথা বোঝাচ্ছেন যে সকল ধর্মে অনেকগুলো শিক্ষা একই রকম। জগতের সকল ধর্ম আমাদেরকে মানবতার শিক্ষা দেয়। আমাদের উচিত মিলেমিশে কাজ করা এবং একে অন্যের মঙ্গল সাধনের চেষ্টা করা।

এরপর নরওয়ে থেকে তাদের একটি রাজনৈতিক দল ক্রিশ্চান রিপাবলিক এর নেতা বিলি ট্রানজার সাহেব বলেন, আহমদীয়া জামা'তের ইমাম তার ভাষণের শেষদিকে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আহ্বান জানিয়েছেন যে আমাদের সকলের মিলিত হয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করা উচিত। আর আমার ধারণা

"আমি পুনরায় পাকিস্তানের অবস্থা সর্ম্পকে দোয়ার জন্য বলতে চাই।

দোয়া করুন আল্লাহ্ তা'লা অনিষ্টকারী লোকদের হাত থেকে এ দেশকে রক্ষা করুন এবং আহমদীদেরকেও সুরক্ষিত রাখুন এবং সেই সব লোকদেরকেও সুরক্ষিত রাখুন, যারা শান্তির অন্বেষী।"

হলো যে, এটিই সেই বিষয় যার প্রয়োজন বিশ্বের এই মুহূর্তে সবচেয়ে বেশি। এই আহ্বান আমাদের নরওয়ের জন্যও খুব প্রয়োজন।

আমষ্টারডাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক প্রফেসর ডা. টি. সানিয়ার সাহেব বলেন, আহমদীয়া জামা'তের ইমাম অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভাষায় এটি প্রমাণ করেছেন যে, ইসলাম এবং কুরআনের শিক্ষাবলী চরমপন্থার পরিবর্তে শান্তি প্রতিষ্ঠার ওপর জোর দেয়।"

এরপর গ্রীক অর্থোডক্স প্যাট্রিপর্ক অব অ্যানটিওছ এর সাথে সংশ্লিষ্ট ফাদার ইথেলওয়াইন বলেন, আমি আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছি। জামা'তের ইমামের ব্যক্তিত্ব এবং তার আহ্বানকে হৃদয় থেকে গ্রহণ করি। বরাবরের মতো এই কনফারেন্সেরও সবচেয়ে ভাল বক্তৃতা ছিল খলীফার বক্তৃতা। নিঃসন্দেহে বিভিন্ন ধর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট লোকদের একত্রিত করে দেয়া এবং তাদের কাছ থেকে তাদের ধর্মের কথা শোনা একটি অত্যন্ত সাহসিকতার কাজ এবং প্রসংশনীয় পদক্ষেপ। এটি অত্যন্ত বড় একটি সাফল্য।'

আয়ারল্যান্ড থেকে একজন ভদ্রলোক এসেছিলেন। তিনি বলেন, আমি এই কনফারেন্সে অংশ নিয়েছি এবং এখানে যেই বাণী আমি শুনেছি, তা আমার মাঝে এক আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। আমি আহমদীদেরকে বলবো, আজকাল প্রচার ছাড়া এই পৃথিবীতে নিজেদের সংবাদ পৌছানো অনেক কষ্টসাধ্য কাজ। আহমদীয়া জামা'ত এতো কাজ করছে কিন্তু আমি আনন্দিত হবো যদি আপনারা আপনাদের কাজের প্রচারণা আরও ভালভাবে করেন, কেননা আপনাদের বিষয়ে পৃথিবীর মুষ্টিমেয় লোকই জানেন।

জাহাঙ্গীর সারু সাহেব, যিনি ইউরোপিয়ান কাউন্সিল অব রিলিজয়ন্স লিডারস-এর সাথে সংশ্লিষ্ট, তিনি বলেন, আমি ধার্মিক জরথুস্ত্রিয়। আমি এই অনুষ্ঠান দ্বারা অত্যন্ত প্রভাবিত হয়েছি। সকল বক্তাই অত্যন্ত ভাল বক্তৃতা করেছেন। কিন্তু সবশেষে জামা'তের ইমামের ভাষণ সবচেয়ে সুন্দর হয়েছে।

এরপর রবিন হাসি, যিনি ধর্মীয়-শিক্ষার শিক্ষক, তিনি বলেন, এরকম আধ্যাত্মিকতাপূর্ণ অনুষ্ঠান হবে আমি তা জানতাম না। আমি অনেক ধর্মের বাণীসূমহ শুনেছি এবং অবশ্যই আমি বাড়িতে ফিরে এই কথাগুলোর বিষয়ে চিন্তা করবো । আমি আশা করি যে, আহমদীয়া জামা'তের ইমামের বক্তৃতার বিষয়বস্তু শীঘ্রই প্রকাশ করা হবে।"

এরপর রেভারেন্ড কেনন ডা. এনথোনি সাহেব, একটি ক্যাথেড্রেলের সাথে যার সংশ্লিষ্টতা আছে, তিনি বলেন, কিছু সময় পূর্বে মানুষ এটি মনে করতে শুরু করেছিল, ধর্মের আমাদের প্রয়োজন নেই। আমার মতে এই কথা এখন চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হয়ে গিয়েছে, এই কথা একেবারেই ভিত্তিহীন।

তারপর বেলজিয়াম এর একটি বিশ্ববিদ্যালয় এনটারপেন থেকে আগত ড. লাইডিয়া সাহেব বলেন, এই অনুষ্ঠানে দুইজন ডক্টর অংশ নিয়েছিলেন। তারা উভয়েই বলেছেন, ইসলাম এবং রসূল করিম (সা.)-এর প্রকৃত শিক্ষার আলোকে জামা'তে আহমদীয়ার ইমামের বক্তৃতা শুনে তারা গভীরভাবে আন্দোলিত হয়েছেন। তারা আরও জানান, বক্তৃতা শুনার পর আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, আমরা ইউনিভার্সিটিতে আমাদের ছাত্রদেরকে কুরআন করীমের ফ্লেমশ অনুবাদ দিব, যাতে তারা কুরআন শরীফ পাঠ করে ইসলামের প্রকৃত-শিক্ষা জানতে পারে। তারা ফিরে যাওয়ার পর সেখানে তাদেরকে কুরআন শরীফের অনুবাদ দেয়া হয়, যেগুলো তারা তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে বিতরণ করছেন। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে এর ফলশ্রুতিতে তবলীগের পথ আরও উন্মুক্ত হয়েছে।

সেনটিআগো কাটালা রুবিউ সাহেব স্পেন থেকে এসেছিলেন। তিনি মাদ্রিদ বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মের প্রফেসর। তিনি অনেকগুলো বইও পড়েছেন। জামা'তের সাথে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। ব্রাসেলসে ২০১২ সালে ইউরোপীয় পার্লামেন্টে যে অনুষ্ঠান হয়েছিল, তাতে তিনি অংশ নিয়েছিলেন। আমার সাথেও

"ধর্মের নামে বিশৃংখলা তখনই সংঘটিত হয়, যখন লোকেরা ধর্মের মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বুঝতে পারে না।"

তার সাক্ষাত হয়েছিল।

তিনি বলেন, বিশ্বধর্মের এই কনফারেন্স সম্পর্কে যদি আমি আমার অভিব্যক্তি এবং মনোভাব ব্যক্ত করা শুরু করি এবং সেই সাথে এই কনফারেন্সের গুরুত্ব এবং আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বাণীর গুরুত্ব বর্ণনা করি, তাহলে কয়েক পৃষ্ঠা ভরে যাবে।

পৃথিবীর ইতিহাসে বিভিন্ন ধর্ম বৈরিতার শিকার হয়েছে। এমন কি আজকের যুগেও প্রাচ্য এবং প্রাশ্চাত্যের কৃষ্টি-কালচার, ইসলাম এবং খ্রিষ্টধর্ম, উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশ সমূহের মাঝে বিরোধ বিদ্যমান। এই বিরোধ ঘৃনা-বিদ্বেষ এবং অত্যাচার-নির্যাতনে বাড়াবাড়ি করার পক্ষেও বাহানা হিসেবে উপস্থাপন করা যায়। কিন্তু আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের মূলমন্ত্র 'ভালবাসা সবার তরে ঘৃনা নয় কারো পরে' সকল ধর্মের সারাংশ। এই মূলমন্ত্র দুনিয়ার সকল ধর্ম, সকল মানুষকে তাদের বিশ্বাস, অবস্থা এবং চিন্তাচেতনা থেকে মুক্ত করে একই মন্ডলিভুক্ত করে দেয়। এমন এক সময়ে যখন মুসলমানদের এক বিশেষ দল লড়াই-ঝগড়া, হিংসা-বিদ্বেষ, অন্যায়-অত্যাচার, অপরের এবং নিজের জীবন বিপন্ন করে তোলা এবং নিজেদের লোকদের ওপর হামলা করতে সাহায্য করছে, এমন অবস্থায় জামা'তে আহমদীয়ার এই কর্মকান্ড বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। তাই এ ধরণের অনুষ্ঠান বিশ্বের কাছে এবং ধর্মীয় ও চিন্তাশীল সমাজের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পাওয়া উচিত।

মিগাল গারসিয়া, তিনি পেড্রোয়াবাদের অধিবাসী, তিনিও এই কনফারেন্সে অংশ নিয়েছিলেন। তিনি মেয়রও ছিলেন। আর মেয়র থাকা অবস্থায় তিনি সেই সময় চার্চের বিরোধিতা সত্ত্বেও ১৯৮০ সালে মসজিদ বাশারতের নির্মাণের অনুমতি প্রদান করেন। মসজিদ বাশারাতের উদ্বোধনকালে তিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবের সাথেও সাক্ষাত করেছিলেন। হুযূর রাবে (রাহে.) তাকে কলেমা খচিত একটি ফ্রেম উপহার দিয়েছিলেন। তিনি সেটি তার দপ্তরে রেখেছিলেন। তিনি জামা'তের দ্বারা বেশ প্রভাবিত। তিনি বলেন, আহমদীয়া জামা'তের পক্ষ থেকে বিভিন্ন ধর্মের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গ, পার্লামেন্টের সদস্যবৃন্দ, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, শিক্ষাবিদ, বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠনের প্রতিনিধিগণকে লন্ডনে একত্রিত করা হয়েছে, যাতে তারা একতা এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আলোচনার গুরুত্ব উপলব্ধি করে। এটি খুবই প্রশংসনীয় পদক্ষেপ। এই অনুষ্ঠানের আয়োজনের জন্য আমি জামা'তে আহমদীয়াকে মোবারকবাদ জানাই। আর আমার মনে হয়, এই জামা'ত নিজ উদ্দেশ্য অর্জনে সফল হয়ে যাবে।

খুবই গর্বের কথা যে, জামা'তে আহমদীয়ার তৃতীয় খলিফার সাথে পেড্রোয়াবাদে মসজিদ বাশারাত এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের সময় ১৯৮১ সালে আমার সাক্ষাতের সৌভাগ্য হয়েছে। এরপর চতুর্থ খলিফার সাথে ১৯৮২ সালে এই একই মসজিদের উদ্বোধনের সময়ই সাক্ষাতের সৌভাগ্য হয়েছে। এখন এ কনফারেন্সের মাধ্যমে জামা'তে আহমদীয়ার পঞ্চম খলিফার সাথেও সাক্ষাতের সৌভাগ্য হয়ে গেছে। আমি হযরত মির্যা মাসরুর আহমদ সাহেবের কথা শুনে খুবই অভিভূত হয়েছি। তিনি যুদ্ধবিগ্রহ ও সংঘাত থেকে মুক্ত একটি শান্তিপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আলোচনা করেছেন এবং সেইসব সরকারের প্রতি তিরস্কার জানিয়েছেন, যারা নিজ প্রতিরক্ষার নামে অস্ত্রশস্ত্রকে মানবজাতির ওপর প্রাধান্য দেয়।

আমি খুবই আনন্দিত যে, মির্যা মাসরুর আহমদ সাহেব এমন একটি সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন ধর্মের লোকদেরকে একটি স্থানে একত্রিত হওয়ার আমন্ত্রন জানিয়েছেন, যার ভিত্তি ন্যায়বিচার এবং পারস্পরিক সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত। আমরা এমন একটি পৃথিবীতে বাস করছি যা বৈসাদৃশ্যে ভরপুর। অনেক রাষ্ট্র উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছে গেছে আবার মানুষদের একটি বড় অংশ ক্ষুধা এবং দারিদ্রের কারণে মারা যাচ্ছে। একদিকে আমরা লক্ষ লক্ষ টন খাবার সমুদ্রে ফেলে দিচ্ছি, আর অন্যদিকে কোটি কোটি লোক এমন আছেন যারা খুব কষ্ট করে খাবার সংগ্রহ করছে। একদিকে কোটিপতি লোকদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, অন্যদিকে সমাজের একটি শ্রেণী খুবই গরীব হয়ে পড়ছে। এমন একটি পৃথিবী প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন, যারা যুদ্ধকে পরিত্যাগ করবে এবং শান্তির অন্বেষী হবে, যারা সবাইকে সাথে নিয়ে সম্মিলিতভাবে উন্নতি করবে, যারা অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে এবং সমাজে ন্যায়বিচারকে প্রসারিত করবে।

যাহোক, এগুলো হচ্ছে কিছু মন্তব্য, যা আমি বর্ণনা করেছি। আল্লাহ্ করুন পৃথিবীবাসী তার সৃষ্টিকর্তার দিকে মনোযোগী হোক, তাকে চিনতে পারুক এবং খোদাকে চিনতে পারার মাঝেই সেই সব ধ্বংস থেকে রক্ষা সম্ভব, যার সামনে আমরা দাঁড়িয়ে আছি, যার সতর্কতা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তার লেখনীতে বার বার প্রদান করেছেন।

এছাড়া আজ আমি পুনরায় পাকিস্তানের অবস্থা সর্ম্পকে দোয়ার জন্য বলতে চাই। দোয়া করুন, আল্লাহ্ তা'লা অনিষ্টকারী লোকদের হাত থেকে এ দেশকে রক্ষা করুন এবং আহমদীদেরকেও সুরক্ষিত রাখুন এবং সেইসব লোকদেরকেও সুরক্ষিত রাখুন, যারা শান্তির অন্বেষী।

কিছুদিন পূর্বে পুনরায় একজন আহমদীকে বিনা কারণে গ্রেফতার করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা সকল আহমদীর হেফাযত করুন। আর সাধারণভাবে সারা বিশ্বের জন্য দোয়া করুন। যে অবস্থা এখন সৃষ্টি হচ্ছে, তাতে মনে হচ্ছে যুদ্ধের দিকে খুবই দ্রুততার সাথে পৃথিবী এগিয়ে যাচ্ছে। কিছু বড় বড় সরকার একথা গুলো বুঝতে পারছে না– যদি যুদ্ধ সংঘটিত হয়, তবে কতই না ভয়ানক পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে। দুনিয়া একেবারেই ধ্বংসের কিনারায় দাঁড়িয়ে আছে।

আমাদের দায়িত্ব, আমরা যেন তাদের সকলের জন্য দোয়া করি।

অনুবাদঃ জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ।

জুমুআর খুতবা

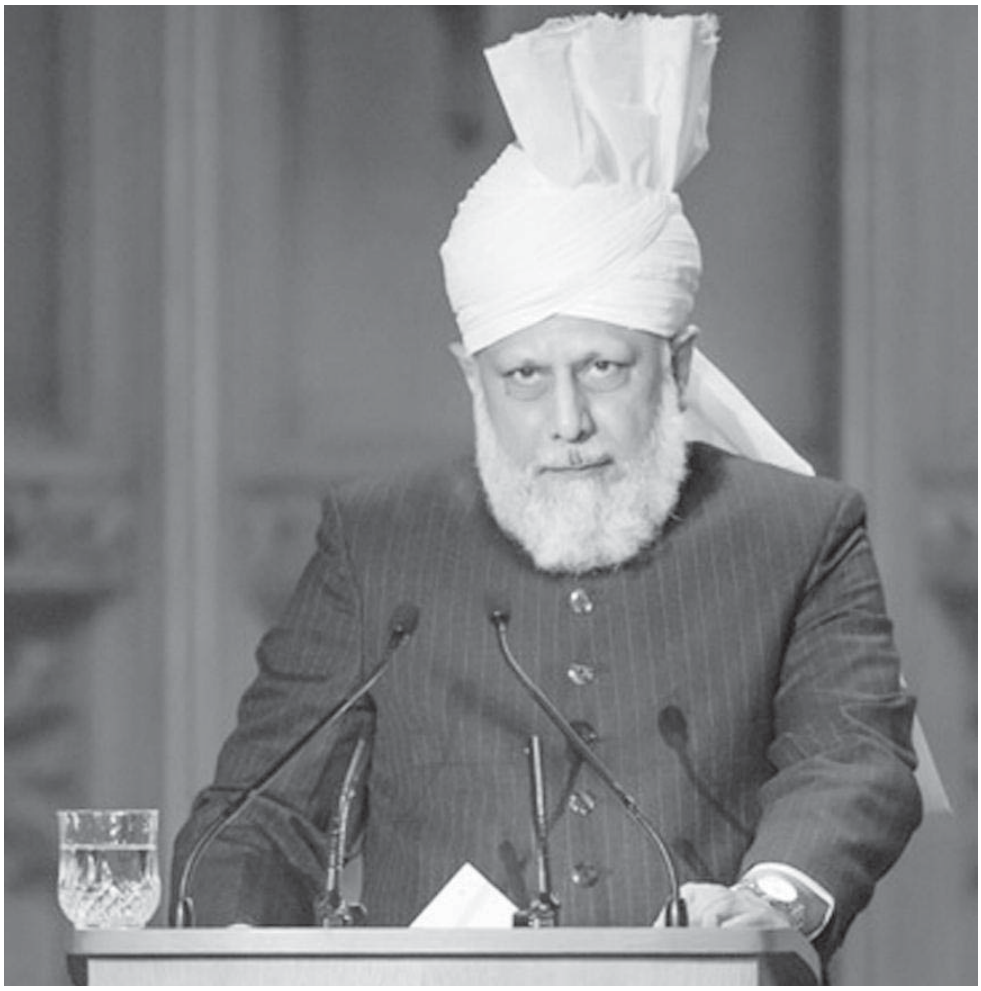

“পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের বরাতে একজন সত্যিকার মু’মিনের বিভিন্ন চিহ্নাবলীর উল্লেখ এবং সেসব গুণাবলী পুরোপুরি অবলম্বনের উপদেশ”

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু’মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক বায়তুল ফুতুহ্, লন্ডনে প্রদত্ত ১৩ই জুলাই, ২০০৭-এর জুমুআর খুতবা।

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

গত খুতবায় আল্লাহ্ তা’লার ‘মু’মিন’ বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছিল এবং বিভিন্ন অভিধান এবং মুফাস্‌সেরের বর্ণনার আলোকে এ শব্দের অর্থ বর্ণনা করেছিলাম যার সারাংশ হচ্ছে, আল্লাহ্ তা’লা তাঁর ‘মু’মিন’ বৈশিষ্ট্যের অধীনে নিরাপত্তাদাতা আর তাঁর নবীদের সত্যায়নকারী, তাদের সমর্থনে আপন নিদর্শনাবলী এবং অলৌকিক ক্রিয়া প্রদর্শনকারী। মানুষ যখন আল্লাহ্ তা’লা কর্তৃক প্রেরীত নবীদের ওপর ঈমান আনে, তখন তিনি সৃষ্টিকে সকল প্রকার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ রাখেন আর এ ঈমান আনয়নকারীদেরকে ইহকাল ও পরকালে আত্মিক প্রশান্তি দান করেন, স্বীয় নেয়ামতরাজিতে ভূষিত করেন আর মু’মিন বান্দাদেরকে তাঁর সন্তুষ্টির জান্নাতে প্রবিষ্ট করেন।

কিন্তু যেভাবে আমি এখন বলছি, আল্লাহ্ তা’লার এ বৈশিষ্ট্য থেকে আশিস লাভ করার জন্য একজন মানুষকে মু’মিন হতে হবে। মু’মিন হবার জন্য কি কি আবশ্যক?

কি কি শর্ত আছে যা পুরোপুরি পাশ করে একজন মানুষ সত্যিকার মু'মিন হতে পারে? আল্লাহ্ তা'লা এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে মু'মিনের বিশেষত্ব বর্ণনা করেছেন। একজন মু'মিন বান্দা আল্লাহ্ তা'লার এ বৈশিষ্ট্য থেকে কল্যানমন্ডিত হবার জন্য ঈমানের সোপান সমূহ অতিক্রম করে এগুলো অবলম্বন করলে সে সত্যিকার মু'মিন হবে আর কল্যাণ লাভকারী হবে। পবিত্র কুরআনের সূচনাতেই মু'মিনের পরিচয় বর্ণনা আরম্ভ হয়েছে। বলা হয়েছে,

الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَ مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ﴿٤﴾

وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ﴿٥﴾

(সূরা আল্ বাকারা:৪-৫)

মু'মিনের প্রথম চিহ্ন হচ্ছে, সে অদৃশ্যের ওপর ঈমান রাখে। তার দ্বিতীয় বিশেষত্ব হচ্ছে, নামাযসমূহ্ প্রতিষ্ঠাকারী। তৃতীয়ত: আল্লাহ্‌র রাস্তার ব্যয়কারী অথবা আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশাবলী অনুযায়ী খরচকারী। চতুর্থ বিশেষত্ব, মহানবী (সা.)-এর ওপর যে শিক্ষা অবতীর্ণ হয়েছে, আল্লাহ্ তা'লার শরীয়ত নাযেল হয়েছে, তার ওপর ঈমান আনয়নকারী এবং পঞ্চমত: পূর্ববর্তী নবীদের ওপর ঈমান আনয়নকারী আর ষষ্ঠ হচ্ছে পরকালের ওপর বিশ্বাস স্থাপনকারী। অর্থাৎ সেসব বিষয়, যা ঘটার প্রতিশ্রুতি আল্লাহ্ তা'লা দিয়েছেন, তার ওপর বিশ্বাস রাখা।

প্রথম বিষয় যা একজন মু'মিনের বিশেষত্বে বর্ণিত হয়েছে, তাহলো অদৃশ্যের ওপর ঈমান, আল্লাহ্ তা'লার ওপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস যে, তিনি সকল শক্তির আধার। যখন এরূপ পরিপূর্ণ বিশ্বাস সঞ্চারিত হয়, তখন আল্লাহ্ তা'লাও একজন সত্যিকার মু'মিনকে বিভিন্নভাবে আপন অস্তিত্বের সংবাদ দেন। অনুরূপভাবে ফিরিশতাদের ওপর ঈমান, মৃত্যুর পরের জীবনের ওপর বিশ্বাস, এগুলো হচ্ছে ঈমানের উপমা। তারপর অদৃশ্যের ওপর ঈমান। সর্ববস্থায় দৃঢ়ভাবে নিজ ঈমানের সংরক্ষণ করতে হবে। লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে নয় বরং আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভের জন্য সৎকর্ম করবে। এজন্য যে, সর্বাবস্থায় আল্লাহ্ আমাকে দেখছেন, তাই এর ওপর আমল করতে হবে। শত্রুদের ভয় অথবা কোন প্রকার বাঁধা বা প্রবৃত্তির লালসা যেন আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশাবলী পালনের ক্ষেত্রে অন্তরায় না হয়। এটি ইমানের দৃঢ়তার প্রথশ শর্ত।

মু'মিন হবার জন্য দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হচ্ছে নামায প্রতিষ্ঠা করা। নামায প্রতিষ্ঠা হচ্ছে একান্ত মনযোগের সাথে আদায় করা, কখনও ঘুম ধরেছে বলে ঈশার নামায নষ্ট হয়েছে আর না পড়েই শুয়ে পড়েছ, কখনও গভীর ঘুমে নিমগ্ন, তাই ফজরের নামাযের সময় চোখ খুলেনি, অনেকে নামায ছেড়ে দেয় অথচ যদি সময়মতো চোখ নাও খুলে, যখনই ঘুম ভাঙবে, ফজরের নামায আদায় করো। সূর্য উদয় হবার পর নামায পড়লে ঘরের মানুষের কাছেও লজ্জিত হতে হবে অথবা স্বয়ং নিজের চৈতন্যোদয় ঘটবে এবং আত্মিক সংশোধন করবে যে, এত বেলায় নামায পড়ছি, তাই পরের দিন এ চেতনার সাথে একজন মু'মিন সময়মতো নামায আদায়ের চেষ্টা করে। তারপর যারা কাজ করেন, কাজের কারণে যোহর ও আসরের নামায পড়া হয় না। অথচ আল্লাহ্ তা'লা বলেন, মু'মিন তারা, যারা নামায প্রতিষ্ঠা করে আর কিভাবে প্রতিষ্ঠা করে, 'আলা সালাতিহীম দায়েমুন' (সূরা আল্ মা'আরেজ:২৪) যারা সতত নিজেদের নামাযের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। এতে প্রতিনিয়ত লেগে থাকে, কখনও নামায ছুটে গেলে কিছু আসে যায় না-এমন নয়। এরপর বলা হয়েছে, 'আলা সালাতিহীম ইউহাফিজুন' (সূরা আল্ মা'আরেজ:৩৫) নামাযের হিফাযতের জন্য নিরন্তর লেগে থাকে।

যেভাবে মানুষ কোন প্রিয় জিনিষের সংরক্ষণ করে, সে যেন প্রিয়তর জিনিষের চেয়েও নামাযের হিফাযত বেশি করে। একজন মু'মিন এর চেয়েও বেশি সতর্কতার সাথে নামাযের সংরক্ষণ করে। যদি কোন ভাবে নামায ছুটে যায় তাহলে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। এমন অবস্থা হলেই ঈমান দৃঢ়তা লাভ করবে। তারপর যথারীতি নামায পড়াই যথেষ্ট নয় বরং, 'ইন্নাস সালাতা কানাত আলাল মু'মিনীনা কিতাবাম মাউকুতা' (সূরা আন্-নিসা:১০৪) নিশ্চয় নির্ধারিত সময়ে

"আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় জামা'তের মধ্যে সম্পদ খরচ করার প্রতি যথেষ্ট মনযোগ থাকে, জামা'তের প্রয়োজনেও আহমদীরা মন-প্রাণ খুলে কুরবানি করেন।"

নামায কায়েম করা মু'মিনদের জন্য আবশ্যক আর প্রকৃত মু'মিন সেই যে সঠিক সময় নামায আদায় করতে না পারলে অস্থির হয়ে পড়ে।

কথিত আছে যে, একদা এক ব্যক্তির ফজর নামাযের সময় ঘুম ভাঙ্গেনি, ফলে নামায কাযা হয়ে যায়। এ চিন্তায় তিনি সারাদিন কেঁদে কেঁদে ইস্তেগফার করতে করতে অতিবাহিত করেন। মনে হচ্ছিল এ কষ্ট তাকে ধ্বংস করে ফেলবে। পরের দিন নামাযের সময় হলে সে আওয়াজ শুনতে পায় যে, উঠো এবং নামায পড়। তিনি জিজ্ঞেস করেন তুমি কে? উত্তরে বলা হলো 'আমি শয়তান'। নামাযের জন্য জাগানো কি শয়তানের কাজ? সে উত্তর দিলো, কাল তুমি কেঁদে কেঁদে নিজের যে অবস্থা করেছিলে, আর যত ইস্তেগফার করেছ, ফলে আল্লাহ্ তা'লা তোমাকে নামাযের কয়েক গুণ সোয়াব দিয়ে দিয়েছেন। আমার উদ্দেশ্য ছিল তোমাকে সোয়াব থেকে বঞ্চিত রাখা, কিন্তু এর পরিবর্তে কয়েকগুণ সোয়াব অর্জনের চেয়ে এটিই ভালো যে, আমি তোমাকে জাগিয়ে দেই আর তুমি অল্প সোয়াব পাও। ততটুকুই পাও, যতটা নামাযের ফলে পাওয়া যায়। নতুবা কেঁদে কেঁদে সে অবস্থাই করবে আর পরিশেষে বেশি সোয়াব নিয়ে নেবে, এতে আমার উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে না। নামায ছুটে গেলে এমনই বেদনা হয়।

তারপর একজন মু'মিনের নামাযের সৌন্দর্য হচ্ছে নামায আদায়ের সময় পুরো মনযোগের সাথে পড়তে হবে। একজন মু'মিনকে বাজামাত নামায আদায়ের দিকে মনযোগ নিবদ্ধ করা উচিত। নামায পুরোপুরি তখনই প্রতিষ্ঠা হবে, যখন বাজামাত নামাযের প্রতি মনযোগ নিবদ্ধ হবে। এজন্য সাধ্যানুযায়ী বাজামাত নামায আদায়ের চেষ্টা করা উচিত। হাদীসে এসেছে, বাজামাত নামাযের সওয়াব সাতাইশ গুণ। (মুসলিম কিতাবুস্ সালাত ফযলে সারাতুল জামায়াত)।

মুমেনের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, কেবল নিজের নামাযই সংরক্ষণ করে না, বরং অন্যদেরকেও নামাযের উপদেশ দিতে থাকে। জামা'তের ব্যবস্থাপনাও একটি পরিবারের মত। এখানে প্রত্যেককে নিজের পাশাপাশি নিজ ভাইয়ের জন্যও চিন্তা করা উচিত। যা নিজের জন্য পছন্দ করে, আত্মীয়-স্বজনের জন্যও তাই পছন্দ করা উচিত। এটি সওয়াব অর্জন এবং পূণ্য বিস্তারের মাধ্যম। কিন্তু ভালবাসার সাথে মনযোগ আকর্ষণ করতে হবে। যাদের মনযোগ আকর্ষণ করা হবে, তাদেরও কিছু মনে করা উচিত নয়।

আল্লাহ্ তা'লা বলেন, 'ওয়া'মুর আহলাকা বিস্ সালাতি ওয়াসতাবির আলাইহা' (সূরা ত্বাহা:১৩৩) এবং তুমি তোমার পরিবার বর্গকে নামাযের তাগিত করতে থাকো এবং তুমি নিজেও নামাযের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকো। সুতরাং যেখানে মাতা-পিতা, ভাই-বোনদের পরস্পরকে নামাযের জন্য তাগিদ দেয়া উচিত, সেখানে প্রত্যেক আহমদীর অন্য আহমদীকেও ভালবাসার সাথে এবং জামা'তের ব্যবস্থাপনায় যারা এ কাজে নিয়োজিত তাদেরও অন্যদেরকে নামাযের প্রতি মনযোগ আকৃষ্ট করতে থাকা উচিত। এটিই মু'মিনদের জামা'তকে দৃঢ়তা দান করে। এর ফলেই বান্দা এবং আল্লাহ্‌র মধ্যে একটি সম্পর্ক সৃষ্টি হয়, যা বান্দাকে খোদার নিকটতর করে আর এ সম্পর্ক জাগতিক উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য নয় বরং প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে আধ্যাত্মিকতায় উন্নতি করা এবং খোদার নৈকট্য লাভ। তাই যখন এ উদ্দেশ্য লাভ করার জন্য একে অপরের মনযোগ আকর্ষণ করতে থাকবে, তখন আল্লাহ্ তা'লার অশেষ কল্যাণরাজি লাভকারী হবে আর জামা'তের মধ্যেও দৃঢ়তা সৃষ্টি হতে থাকবে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা সেই শর্তই আরোপ করছেন যে, নিজেও নামাযের প্রতি মনযোগী হও।

এছাড়া একজন মু'মিনের আরেকটি চিহ্ন হচ্ছে, 'ওয়া মিম্মা রাযাকনাহুম ইউনফিকুন' এবং আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে যা কিছু দিয়েছেন, তাথেকে খরচ করে। অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'লার পথেও খরচ করে আর নিজ ভাইদের প্রাপ্য প্রদানের জন্যও খরচ করে, এবং ধন-সম্পদও খরচ করে আর আল্লাহ্ তা'লা যে যোগ্যতা দিয়েছেন, অন্যের তুলনায় যা-ই বেশি দিয়েছেন তা অপরের কল্যাণে ব্যয় করে। এটিই নি:স্বার্থ সেবা, যা পরবর্তীতে একজন মু'মিনকে অপর মু'মিনের সাথে এমন সম্পর্কে আবদ্ধ করে যা দৃঢ় এবং অভঙ্গুর।

বিশ্বাসীদের জামা'তে ঐক্য এবং একতার সৃষ্টি হয়, দৃঢ়তা জন্ম লাভ করে এবং যদি সব শ্রেণীতে এ চেতনার সাথে পরস্পরের প্রতি খেয়াল রেখে নিজেদের সম্পদ ও অন্যান্য যোগ্যতা কাজে লাগায়, তাহলে এমন সমাজ জন্ম লাভ করে যাতে ভালবাসা, প্রেম-প্রীতি, শান্তি ও সৌহার্দ্য দৃশ্যমান হয়। পারিবারিক পরিমন্ডলে স্বামী স্ত্রী'র প্রতি যত্নবান হবে, স্ত্রী স্বামী'র প্রতি যত্নশীলা হবে। পিতা-মাতা সন্তানদের মঙ্গলার্থে নিজের সকল শক্তি-সামর্থ ও উপায় ব্যবহার করবে। সন্তানরা পিতা-মাতার সেবার জন্য সর্বদা ব্যকুল থাকবে, তাদেরকে উপকৃত করার চেষ্টা করবে। তাদের সেবার প্রতি মনযোগী হবে। প্রতিবেশী প্রতিবেশীর অধিকার প্রদান করবে, দরিদ্র ধনীর পিছনে তার যোগ্যতা ব্যবহার করবে আর ধনী দরিদ্রের কল্যাণে খরচ করবে। এসব কিছু এজন্য যে, আমরা মু'মিন, আর এভাবে করার জন্য আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ রয়েছে, এবং এভাবে সবাই সম্মিলিতভাবে জামা'তের উন্নতির জন্য নিজের সম্পদ ও যোগ্যতা ব্যয় করবে, যার ফলে সে সমাজ দৃশ্যমান হবে, যা বিশ্বাসীদের সমাজ।

আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় জামা'তের মধ্যে সম্পদ খরচ করার প্রতি যথেষ্ট মনযোগ থাকে, জামা'তের প্রয়োজনেও আহমদীরা মন-প্রাণ খুলে কুরবানি করেন, সর্বদা কুরবানি করতে প্রস্তুত থাকেন আর প্রতিনিয়ত এর দৃষ্টান্ত দেখা যায়। জুন মাস, যা অতিবাহিত হয়েছে, এ মাস জামা'তী চাঁদার আর্থিক বছরের শেষ মাস। প্রতি বছর বিভিন্ন দেশের জামা'তসমূহের চিন্তা হয় যেন বাজেট পূর্ণ হয় এবং কেবল বাজেট পূর্ণ হওয়াই নয় বরং গত বছরের তুলনায় যেন উন্নতি হয় আর আল্লাহ্ তা'লা আপন কৃপায় বিশ্বাসীদের জামা'তের ওপর তার বিকাশ ঘটান, যাতে তাদের পদক্ষেপ সম্মুখবর্তী হয়। এবছরও অধিকাংশ দেশের জামা'তসমূহ নিজেদের বাজেট এবং গতবছরের কুরবানীর চেয়ে অনেক বেশি কুরবানী করেছে।

বিভিন্ন ছোট-ছোট দেশও আছে, যারা নিজেদের বাজেটের চেয়ে কয়েক গুণ বেশি আদায় করেছে। অবস্থা খারাপ হওয়া সত্বেও পাকিস্তান কুরবানীতে উন্নতি করেছে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ করাচীর অবস্থা খুবই খারাপ ছিল, মে মাসের শুরুতে সেখানে যখন বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়, তখন করাচীর আমীর সাহেবের অত্যন্ত উদ্বেগাকুল ফোন আসে। তারপর ফ্যাক্স আসে যে, পরিস্থিতি এমন, অথচ বছরেরও শেষ কিন্তু চাঁদা আদায়ে ঘাটতি দেখা দিচ্ছে। যাহোক আল্লাহ্ কৃপা করেছেন আর কাজ হয়ে গেছে। কিন্তু সাধারণত জামা'তের অভ্যাস হচ্ছে বছরের শেষ মাসের শেষ দিনগুলোতে পুরোপুরি নিজেদের চাঁদা পরিশোধ করেন। তারপর জুন মাসের শেষ দিকে আবহাওয়ার কারণে করাচীর অবস্থা খারাপ হয়ে যায়। বলেন যে, ৩১শে জুন তো পরিস্থিতি এমন ছিল যে, প্রচন্ড বৃষ্টির ফলে রাস্তায় পানি জমে গিয়েছিল, ঘর থেকে কেউ বাইরে বেরোতে পারছিল না আর অত্যন্ত চিন্তিত ছিল। চাঁদা যথেষ্ট কম আদায় হয়েছিল। কিন্তু বলেন যে, জানি না সন্ধ্যা নাগাদ কি অলৌকিক ঘটনা ঘটলো যে, কেবল বাজেটই পুরো হয়নি বরং আল্লাহ্ তা'লার ফযলে অনেক বেশি আদায় হয়েছে আর এভাবে অনেক স্থানেই ঘটে থাকে। এমন পরিস্থিতি, যেখানে ঘর থেকে কেউ বেরোতে পারছিল না। তাই এটি আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ করুণা ও সাহায্যের ফলে সকল ঘাটতি পূর্ণ করে দিয়েছে।

এ দৃশ্য আল্লাহ্ তা'লা এজন্য দেখান যে, মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর এ জামা'ত বিশ্বাসীদের একটি সত্য জামা'ত, আর এসব কিছু দেখে তোমরা নিজেদের ঈমানে আরো দৃঢ়তা সৃষ্টি করো এবং আমার নির্দেশাবলীর ওপর আমল করো যাতে আল্লাহ্‌র কল্যাণরাজি ব্যক্তিগতভাবেও আর জামা'তীভাবেও অর্জনকারী হও আর হতে থাকো।

তারপর যেভাবে আমি পূর্বে উল্লেখ করেছি, মহানবী (সা.)-এর ওপর যে শিক্ষা অবতীর্ণ হয়েছে তা মানা একজন মু'মিনের জন্য আবশ্যক। এ বিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত হও, আর ঈমান যেন এমন হয় যে,পবিত্র কুরআন সর্বশেষ শরীয়ত গ্রন্থ এবং এর নির্দেশাবলী আমাদের জন্য, আমাদেরকে এর ওপর ঈমান আনা, মান্য করা, আর আমল করা একান্ত আবশ্যক।

এরপর যেভাবে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.)-এর পূর্বে যেসব নবী আবির্ভূত হয়েছিলেন তারাও সত্য ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে প্রেরিত ছিলেন। অনেকের কথা কুরআনে উল্লেখ আছে আর অনেকের কথা নেই। তাদের সবার ওপর ঈমান আনা আবশ্যক। এটিও একজন মু'মিনের বিশেষত্ব আর এটি কেবল ইসলামেরই অনুপম বৈশিষ্ট্য যে, প্রথম নবীর সত্যতার ওপরও মোহর লাগিয়েছে আর মহানবী (সা.)-কে সত্যায়নকারী বানিয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেন, "ইন্না আরসালনাকা বিলহাক্কে বাশিরাও ওয়া নাযিরা" (সূরা আল্ বাকারা: ১২০) "ওয়া ইম মিন উম্মাতিন ইল্লা খালাফিহা নাযির" (সূরা আল্ ফাতের:২৫) আমরা তোমাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছি সূসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে। এমন কোন জাতি নেই যাতে সতর্ককারী আগমন করেনি। প্রত্যেক জাতিতে যে নবীরা এসেছেন তাদের সংবাদও এখানে দিয়ে দিয়েছেন।

সুতরাং আল্লাহ্ তা'লা তাঁর (সা.) মাধ্যমে এ ঘোষণা করিয়েছেন যে, সব জাতিতে রসূল এসেছেন। তাই যে জাতিই এ দাবী করবে যে, তাদের মধ্যে নবী এসেছেন আর নবীর নাম নেয়, তাঁকে মান্য করা আবশ্যক। একজন মু'মিনকে এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, সেসব নবীদের ওপর ঈমান আনাও তোমাদের মু'মিন হবার শর্তাবলীর মধ্যে একটি শর্ত।

এরপর বলা হয়েছে, পরকালের ওপরও বিশ্বাস রাখো, এটিও ঈমানের একটি অংশ। এখন এ পরকাল কি? বাচন-রীতি মোতাবেক পরকালের অর্থ এটি হতে পারে যে, মহানবী (সা.)-এর পর তাঁর দাসত্বে যিনি এসেছেন তাঁর ওপর যে ওহী অবতীর্ণ হয়েছে তার ওপরও ঈমান রাখা। বিশ্বাস রাখো যে, প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহদীয়ে মা'হুদ আসবেন আর তাঁর উপর ঈমান আনবে। এটিও একজন মু'মিনের ঈমানের অংশ। আখিরাতকে পরকালের জীবনও বলা হয়। কিন্তু প্রথোমক্ত যে অর্থ বাচন-রীতির দিক থেকে তা বেশি যুক্তিযুক্ত। এটিও হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কুরআনের বুৎপত্তি এবং আল্লাহ্ তা'লা কর্তৃক পথনির্দেশনার ফলাফলস্বরূপ এ অর্থ আমাদের কাছে পৌঁছেছে, আর আমরা এর ওপর ঈমান এনেছি। তাই এখানে এটি

"এ বছরও অধিকাংশ দেশের জামা'ত তাদের বাজেট এবং গত বছরের কুরবানির চেয়ে অনেক বেশি কুরবানি করেছে।"

বর্ণনা করে যে, যেভাবে তোমাদের জন্য পূর্ববর্তী নবীদের ওপর ঈমান আনয়ন এবং মহানবী (সা.)-এর ঈমান আনা আবশ্যক, অনুরূপভাবে তোমাদেরকে এ বিশ্বাসের ওপরও প্রতিষ্ঠিত হতে হবে যে, পরবর্তীদের মধ্যে মহানবী (সা.)-এর যে গোলামের আবির্ভাব ঘটবে, তাঁর ওপরও ঈমান আনা আবশ্যক।

যেভাবে আগেও বলেছি যে, এ বিশ্লেষণ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আমাদেরকে বলেছেন। তিনি (আ.) বলেন, ''আজ আমার মনে এ ধারণা সুষ্টি হলো যে, পবিত্র কুরআনের ওহী এবং এর পূর্বের ওহীর ওপর ঈমান আনার কথাতো কুরআন শরীফে সংরক্ষিত আছে, আমাদের ওহীর ওপর ঈমান আনার উল্লেখ কেন নেই। এ বিষয়ের ওপর যখন মনোনিবেশ করছিলাম, তখন খোদার পক্ষ থেকে ইলকা হিসেবে একে একে আমার হৃদয়ে এ বিষয়টি সৃষ্টি করা হয়েছে যে,

وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ۝

(সূরা আল্ বাকারা:৫) পবিত্র এ আয়াতে তিনটি ওহীর কথাই উল্লেখিত হয়েছে 'বিমা উনযিলা ইলাইকা' দ্বারা পবিত্র কুরআনের ওহী এবং 'ওয়ামা উনযিলা মিন ক্বাবলিক' দ্বারা পূর্ববর্তী নবীদের ওহী আর 'আখিরাতি' এর অর্থ মসীহ্ মাওউদ এর ওহী। 'আখিরাতি' এর অর্থ হচ্ছে পরে আগমনকারী। সেই পরে আগমনকারী জিনিষ কি? বাক্যের বাচনরীতি থেকে সুস্পষ্ট যে, এখানে পরে আগমনকারী জিনিসের অর্থ হচ্ছে সে ওহী যা পবিত্র কুরআনের পরে অবতীর্ণ হবে কেননা তাদ্বারা পূর্ববর্তী ওহীর উল্লেখ হয়েছে। একেতো তাই যা মহানবী (সা.)-এর ওপর অবতীর্ণ হয়েছে, দ্বিতীয়তঃ যা মহানবী (সা.)-এর পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে আর তৃতীয়তঃ তাঁর পরে যার আগমন অবধারিত ছিল।'' (হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) কৃত সূরা বাকারার ৫নাম্বার আয়াতের তফসীর)

যেভাবে আমি গত খুতবায় বলেছিলাম যে, সে সব মু'মিনের জন্য মহনাবী (সা.)-এর সত্যায়ন হবে যারা পূববর্তী নবীদেরও সত্যায়ন করবে আর মহানবী (সা.)-এর ওপরও ঈমান আনয়নকারী হবে, এর পরবর্তীতের আগমনকারীকেও মানবে। এ আয়াত এবং ব্যাখ্যা দলীলকে আরো দৃঢ় করেছে। সুতরাং প্রত্যেক আহমদী, যে প্রকৃত মু'মিন, আর এ ঈমানের ফলে আল্লাহ্ তা'লার কল্যাণের উত্তরাধিকারী হয়েছে, তাকে এ পয়গাম গ্রহণ করার পর স্বীয় ঈমানে উন্নতি করা আর আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশাবলী পালনের ক্ষেত্রে অধিক চেষ্টা করা উচিত।

মু'মিনের আরেকটি বিশেষত্ব যা পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে তা হলো, 'ওয়াল্লাযিনা আমানু আশাদ্দু হুব্বাল লিল্লাহ' (সূরা আল্ বাকারা:১৬৬) অর্থাৎ এবং যারা ঈমান এনেছে তারা আল্লাহ্‌কেই সবচেয়ে বেশি ভালবাসে। সুতরাং বিশ্বাসী হবার এটি লক্ষণ যে, একজন সত্যিকার মু'মিনের জীবন কেবল এক সত্বার চতুপার্শ্বেই ঘূর্ণায়মান আর ঘূর্ণায়মান হওয়া উচিত। কেননা, এছাড়া একজন মানুষ প্রকৃত মু'মিন হতেই পারে না। একজন মু'মিনের অদৃশ্যের ওপর ঈমান, নামায আদায় করা, কুরবানি দেয়া, নবীদের ওপর ঈমান তখনই পরিপূর্ণ হবে, যখন সে আল্লাহ্ তা'লার ভালবাসার প্রেরণায় সেসব নির্দেশাবলীর ওপর অনুশীলন করার চেষ্টা করবে, যা আল্লাহ্ তা'লা দিয়েছেন। এ প্রগাঢ় ভালবাসার কিরূপ সুমহান দৃষ্টান্ত মহানবী (সা.) আমাদের সম্মুখে স্থাপন করেছেন যে, কাফেররাও বলতে বাধ্য হয়েছে; 'আশেকা মোহাম্মাদুর্ রাব্বাহু' অর্থাৎ, মোহাম্মদ তাঁর প্রভুর প্রেমে মত্ত হয়ে গেছে। তিনি (সা.) আমাদেরকে কি সুন্দর দোয়া শিখিয়েছেন যে, হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে তোমার ভালবাসা আর তার ভালবাসা যাচনা করি যে তোমাকে ভালবাসে। আমি তোমার কাছে এম কাজ করার তৌফিক চাই যা আমাকে তোমার ভালবাসা পর্যন্ত পৌঁছাবে। হে আল্লাহ্! তোমার এতটা ভালবাসা আমার হৃদয়ে দান কর যা আমার ব্যক্তি-সত্ত্বা, আমার সম্পদ, আমার পরিবার এবং ঠান্ডা পানির চেয়েও যেন বেশি হয়। (সহীহ্ তিরমিয কিতাবুদ্ দাওয়াত)

তাই একজন মু'মিনের মান এবং বিশেষত্ব এমনই, যা অর্জন করার জন্য একজন মু'মিনকে চেষ্টা করা উচিত। আল্লাহ্ তা'লার

"যদি সব শ্রেণীতে এ চেতনার সাথে পরস্পরের প্রতি খেয়াল রেখে নিজেদের সম্পদ ও অন্যান্য যোগ্যতা কাজে লাগায়, তাহলে এমন সমাজ জন্ম লাভ করে যাতে ভালবাসা, প্রেম-প্রীতি, শান্তি ও সৌহার্দ্য দৃশ্যমান হয়। পারিবারিক পরিমন্ডলে স্বামী স্ত্রী'র প্রতি যত্নবান হবে, স্ত্রী স্বামী'র প্রতি যত্নশীলা হবে।"

কৃপা ছাড়া কিছুই লাভ হয় না। তাই সে ভালবাসা লাভের জন্যও তাঁর সম্মুখে সমর্পিত হওয়া এবং তাঁর সমীপে দোয়া করা আবশ্যক।

এরপর মু'মিনের আরেকটি লক্ষণ হচ্ছে, আল্লাহ্ তা'লা বলেন:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۝

(সূরা আল্ আন্‌ফাল:৩) অর্থাৎ, প্রকৃতপক্ষে মু'মিন তারাই, যখন আল্লাহ্‌র উল্লেখ করা হয়, তখন তাদের হৃদয় ভীত-কম্পিত হয়, এবং যখন তাদের কাছে তাঁর আয়াতসমূহ আবৃত্তি করা হয়, তখন তা তাদের ঈমানকে বাড়িয়ে দেয় এবং নিজেদের প্রভুর ওপর তারা নির্ভর করে।

মু'মিন হবার দাবীই যথেষ্ট নয়। আল্লাহ্ তা'লা এখানে যেসব বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, যেসব বিশেষত্বের প্রতি একজন মু'মিনের মনযোগ নিবদ্ধ করেছেন তা হলো, তাদের হৃদয়ে আল্লাহ্ তা'লার ভয় বিদ্যমান থাকে। তারা আল্লাহ্ তা'লাকে সবচেয়ে বেশি ভালবাসে, যেভাবে আগেও বলেছি, এ ভয়-ভীতি আমার প্রেমাস্পদের জন্য। তার বরাতে যদি আমার কাছে কোন বিষয় বলা হয়, আমি তার দিকে মনযোগ দিব না-তা কিভাবে হতে পারে? নির্দেশাবলীর ওপর অনুশীলন, সেসব উপদেশের ওপর আমল যা আল্লাহ্ তা'লার বরাত দিয়ে করা হয় অথবা যা আল্লাহ্ তা'লা প্রেরণ করেছেন তা এজন্য করেন যে, আমার প্রিয়তম কোথাও আমার প্রতি অসন্তুষ্ট না হন।

তাই এর বরাতে যখন কোন মু'মিনকে উপদেশাবলী দেয়া হয় তাকে তার ওপর আমল করার চেষ্টা করা উচিত। আর একজন সত্যিকার মু'মিন এর ওপর আমল করার চেষ্টা করে যে, আমার খোদা, যিনি সবচেয়ে বেশি ভালবাসেন, আমার অবাধ্যতার ফলে কোথাও আমার প্রতি অসন্তুষ্ট না হন।

দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে, একজন মু'মিনের সম্মুখে যখন খোদার আয়াতসমূহ আবৃত্তি করা হয়, যখন সেসব নিদর্শনাবলীর উল্লেখ করা হয় যা আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় একজন মু'মিনের জন্য প্রকাশিত হয়, তাহলে এগুলো তার ঈমানে আরো উন্নতির কারণ বানিয়ে দেয়।

তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, ঈমান দৃঢ়তর হবার পাশাপাশি খোদার প্রতি মু'মিনের নির্ভরতার মান বৃদ্ধি পায়। আল্লাহ্ তা'লার ব্যবহারের কারণে তার বিশ্বাস বেড়ে যায় এবং ঈমানে উন্নতি করার সাথে সাথে তার খোদা ভরসাও বেড়ে যায় এবং এতে সে উন্নতির পর উন্নতি করতে থাকে। সে জাগতিক জিনিষের প্রতি আকৃষ্ট হবার পরিবর্তে, তার ওপর পুরোপুরি নির্ভর করার পরিবর্তে, আপন চেষ্টা-প্রচেষ্টার পর খোদাতা'লা যার নির্দেশ দিয়েছেন, উপকরণও ব্যবহার করা উচিত, আর পরিশ্রমও করা চাই। তারপর উত্তম পরিণতির জন্য আল্লাহ্ তা'লার ওপর বিষয়টি ছেড়ে দেয়। উটের হাটু বাঁধার পর সে রশির ওপর নির্ভর করে না যদ্দারা হাটু বেঁধেছে, বরং সেই মালিক এর ওপর ভরসা করে, সবকিছু যার আয়ত্তাধীন, যিনি পর্যবেক্ষক, যিনি নিরাপত্তা দাতা। সুতরাং এ ভরসা হচ্ছে মু'মিনের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আর এমনটিই হওয়া উচিত।

তারপর মু'মিনের যেসব লক্ষণ বর্ণিত হয়েছে,

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝

(সূরা আন্ নূর:৫২) নিশ্চয় মু'মিনদের উক্তি তাই, যখন তাদের মাঝে মিমাংসা করে দোবার জন্য তাদেরকে আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের দিকে আহবান করা হয়, তখন তারা বলে, আমরা শুনলাম এবং আনুগত্য করলাম। বস্তুতঃ এরাই সফলকাম।

তখনই আল্লাহ্ এবং রসূলের পরিপূর্ণ আনুগত্য হবে, যখন আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল প্রদত্ত সেসব নির্দেশের অনুসরণ করবে। কেবল মুখ দিয়ে বলা যে, আমরা শুনলাম আর মানলাম, তা যথেষ্ট নয়। উদাহরণস্বরূপ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদিতে যে সমস্যা এবং বিবাদ সৃষ্টি হয়, সেক্ষেত্রেও আল্লাহ্ ও রসূলের নির্দেশ হচ্ছে আমার আমীর এবং নেযামের আনুগত্য করো। তার ওপর পুরোপুরি আমল করাও জরুরী। আল্লাহ্ তা'লা এক স্থানে বলেন,

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ۝

(সূরা আন্ নিসা:৬৬) কিন্তু না, তোমার প্রভুর কসম, তারা মু'মিন হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা সেসব বিষয়ে তোমাকে বিচারকরূপে মান্য করবে যেসব বিষয়ে তাদের পরস্পরের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি হয় এবং যেসব বিষয়ে তুমি মিমাংসা করো, তাতে তারা নিজেদের অন্তরে সংকোচ বোধ না করবে এবং পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করবে।

এটি কেবল মহানবী (সা.) সম্পর্কে নয়, যদিও প্রথমে তাঁকেই সম্বোধন করা হয়েছে। এর পরে তার নেযাম আছে। অন্যত্র আল্লাহ্ তা'লা আমীর বরং নেযামের আনুগত্য করারও নির্দেশ দিয়েছেন। যারা বয়াত করেছেন, যারা মান্যকারী, সত্যিকার মু'মিন, তাদেরকে খলীফা এবং জামা'তের ব্যবস্থাপনার আনুগত্যও করতে বলা হয়েছে। কেবল আনুগত্য এবং মিমাংসা মেনে নেয়াই যথেষ্ট নয় বরং স্বানন্দে তা মানতে হবে। শাস্তির ভয়ে মানবে না, বরং আনুগত্যের প্রেরণায়, আর এটিই মুসলমানদের মাঝে দৃঢ়তা সৃষ্টিকারী হবে।

তাই প্রত্যেক আহমদীকে এটি স্মরণ রাখতে হবে, ঝগড়ার আকারে (ব্যক্তিগত যেসব ঝগড়া) স্বীয় মস্তিষ্ক প্রসূত রায়কে গুরুত্ব দিও না, বরং নেযামের পক্ষ থেকে যে মিমাংসা হয়, বিচার বিভাগের পক্ষ থেকে যা হবে যা বিভিন্ন ধাপ অতিক্রম করে নেয়া হয়, তাকে মূল্যায়ন করো। তারপর অনেক সময় যুগ খলীফার পক্ষ থেকেও সেসব মিমাংসা সত্য বলে বিবেচিত হয়। এতদসত্ত্বেও চেষ্টা করে যে, সিদ্ধান্ত ভুল হয়েছে। ঠিক আছে সিদ্ধান্ত ভুল হতে পারে কিন্তু সিদ্ধান্ত প্রদানকারীর নিয়্যতের ওপর সন্দেহ করা উচিত নয়। কেননা এর ফলে ফিতনা সৃষ্টি হয়। তারপর রীতিমত এর বিরুদ্ধে কথা বলা তারপর এও বলা যে, এখন আমাকে সরকারী বিচার বিভাগে

যাবার অনুমতি দেয়া হোক। যাহোক, এটি একজন মু'মিনের মর্যাদা পরিপন্থী। মু'মিন সে-ই, যে স্বানন্দে এ সিদ্ধান্ত মেনে নেয়। যদি কেউ নিজের বাকপটুতা এবং দলীলদ্বারা নিজের পক্ষে সিদ্ধান্ত করিয়ে নেয় অথবা ভুল রেকর্ডের কারণে মিমাংসা করিয়ে নেয়, আর দ্বিতীয় পক্ষ যদি নিজেদের স্বল্প জ্ঞান বা কাগজ-পত্রের ঘাটতির ফলে স্বীয় অধিকার থেকে বঞ্চিতও হয়, তাহলে আল্লাহ্‌র রসূলের নির্দেশ ভুল সিদ্ধান্ত করানোকারী আগুনের টুকরো নেয় বা নিজের পেটে ঢুকায়, তাহলে এটি তার এবং খোদার ব্যাপার। ফিতনা থেকে বেঁচে থাকাতেই মু'মিনের মর্যাদা। নেযামের বিরুদ্ধে কথা বলে, বাকপটুতা দিয়ে অধিকার থেকে বঞ্চিত করা ব্যক্তি যদি নিজের ধারণায়, আপন খেয়ালে নিজেকে সঠিক মনে করলেও নিজেকে এবং নিজের পরিবারকেও ঈমান থেকে বঞ্চিত করে থাকে। অনেক সময় এটি দেখা যায়।

সুতরাং আনুগত্য মু'মিনের একটি বড় বৈশিষ্ট্য। শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য যদি সামান্য ক্ষতিও সহ্য করতে হয়, তাহলে করা উচিত। আর সব কিছুর ওপর আনুগত্যকে প্রাধান্য দেয়া উচিত এবং সর্বদা একে অগ্রাধিকার দেয়া উচিত। আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করা এবং তাঁর ওপর ভরসা করা এমন কাজ যারফলে আল্লাহ্ তা'লা পুরস্কারে ভূষিত করেন তারপর এমন মাধ্যমে সাহায্য করেন যা মানুষ চিন্তাও করতে পারে না যে, এটিও আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি।

এরপর আল্লাহ্ তা'লা বিশ্বাসীদের এ বিশেষত্বের কথা বলেন, "বিহামদি রাব্বাহিম ওয়া হুম লাইয়াসতাকবিরুনা ইন্নামা ইউ'মিনু বি আয়াতিনাল্লাযিনা ইযা যুক্কিরু বিহা খার্‌রু সুজ্জাদাও ওয়া সাব্বাহু" (সূরা আস্ সাজদা:১৬) আমাদের নিদর্শনাবলীর ওপর কেবল তারাই ঈমান আনে, যাদেরকে ওগুলো সম্পর্কে যখনই স্মরণ করানো হয় তখনই তারা সেজদায় পতিত হয় এবং তাদের প্রভুর প্রশংসাসহ মহিমা কীর্ত্তণ করতে থাকে, এবং তারা অহংকার করে না।

সুতরাং যেভাবে পূর্বে উল্লেখ হয়েছে, আল্লাহ্ তা'লার স্মরণ এবং তাঁর নিদর্শনাবলী একজন মু'মিনের ভয়-ভীতিকে বৃদ্ধি করে আর তার ঈমানের সমৃদ্ধির কারণ হয়। সুতরাং ভয় এবং ঈমানে উন্নতি করে এবং তা এ আন্তরিক আকাঙ্খার সাথে যে, আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্যপ্রাপ্ত হই, মু'মিনরা তসবীহ্ করে, প্রশংসা কীর্তণ করে, ইবাদতের প্রতি মনোনিবেশ করে আর আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের বরাতে যে কথা বলা হয়, সেক্ষেত্রে আনুগত্য করে এবং নিজের ঈমানকে সমৃদ্ধ করে। আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেক আহমদীকে এসব বিশেষত্ব অর্জনকারী বানান।

আনুগত্য মু'মিনের একটি বড় বৈশিষ্ট্য। শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য যদি সামান্য ক্ষতিও সহ্য করতে হয়, তাহলে করা উচিত। আর সব কিছুর ওপর আনুগত্যকে প্রাধান্য দেয়া উচিত এবং সর্বদা একে অগ্রাধিকার দেয়া উচিত।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, "মু'মিনের পরিচয় হচ্ছে এরূপ, দান ও সদ্‌কা প্রভৃতি যা খোদা তা'লা তাঁর জন্য আবশ্যক করেছেন তা করেন এবং সকল পূণ্য-কর্মে তার যেন ব্যক্তিগত ভালবাসা থাকে এবং কোনরূপ লৌকিকতা, লোক দেখানো ও প্রদর্শনের কোন দখল যেন এতে না থাকে। মু'মিনের এ অবস্থা তার সত্যিকার নিষ্ঠা ও সম্পর্কের বিকাশ ঘটায় আর আল্লাহ্ তা'লার সাথে তার একটি সত্যিকার ও দৃঢ় সম্পর্ক সৃষ্টি করে। তখন আল্লাহ্ তা'লা তার মুখ হয়ে যান যদ্দারা সে বলে, তার কান হয়ে যান যা দিয়ে সে শ্রবণ করে আর তার হাত হয়ে যান যা দিয়ে সে কাজ করে। মোটকথা, তার প্রতিটি কাজ-কর্ম এবং প্রশান্তি আল্লাহ্‌তেই নিহিত থাকে। সেসময় যে তার সাথে শত্রুতা করে, সে খোদার সাথে শত্রুতা করে। এরপর বলেছেন, আমি কোন কাজে এতটা দ্বিধা বোধ করিনা, যতটা তাকে মৃত্যু দিতে করি। পবিত্র কুরআনে লিখিত আছে যে, বিশ্বাসী এবং অবিশ্বাসীর মাঝে সর্বদা পার্থক্য রাখা হয়েছে। গোলামদের উচিত সর্বদা ঐশী ইচ্ছাকে মেনে নেয়া এবং প্রত্যেক ইচ্ছার সম্মুখে আনুগত্য করার ক্ষেত্রে বিলম্ব না করা। কে আছে যে, খোদার দাসত্বকে অস্বীকার করে খোদাকে নিজের অধিনস্ত করতে চায়। (মলফুযাত-নব সংস্করণ-৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৪৩-৩৪৪)

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে তৌফিক দিন, যাতে আল্লাহ্ তা'লার সাথে একটি সত্যিকার দৃঢ় সম্পর্ক গড়ে তুলে এসব বিশেষত্ব অবলম্বনকারী হই যা সত্যিকার মু'মিনের জন্য আবশ্যক। আল্লাহ্ তা'লা সর্বদা আমাদেরকে তাঁর সন্তুষ্টির পথে পরিচালিত করুন আর আমাদেরকে সর্বদা তাঁর করুণার চাদরে আবৃত রাখুন।

(হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর দপ্তর থেকে প্রাপ্ত মূল খুতবা থেকে বাংলা ডেস্ক, লন্ডন কর্তৃক অনুদিত)

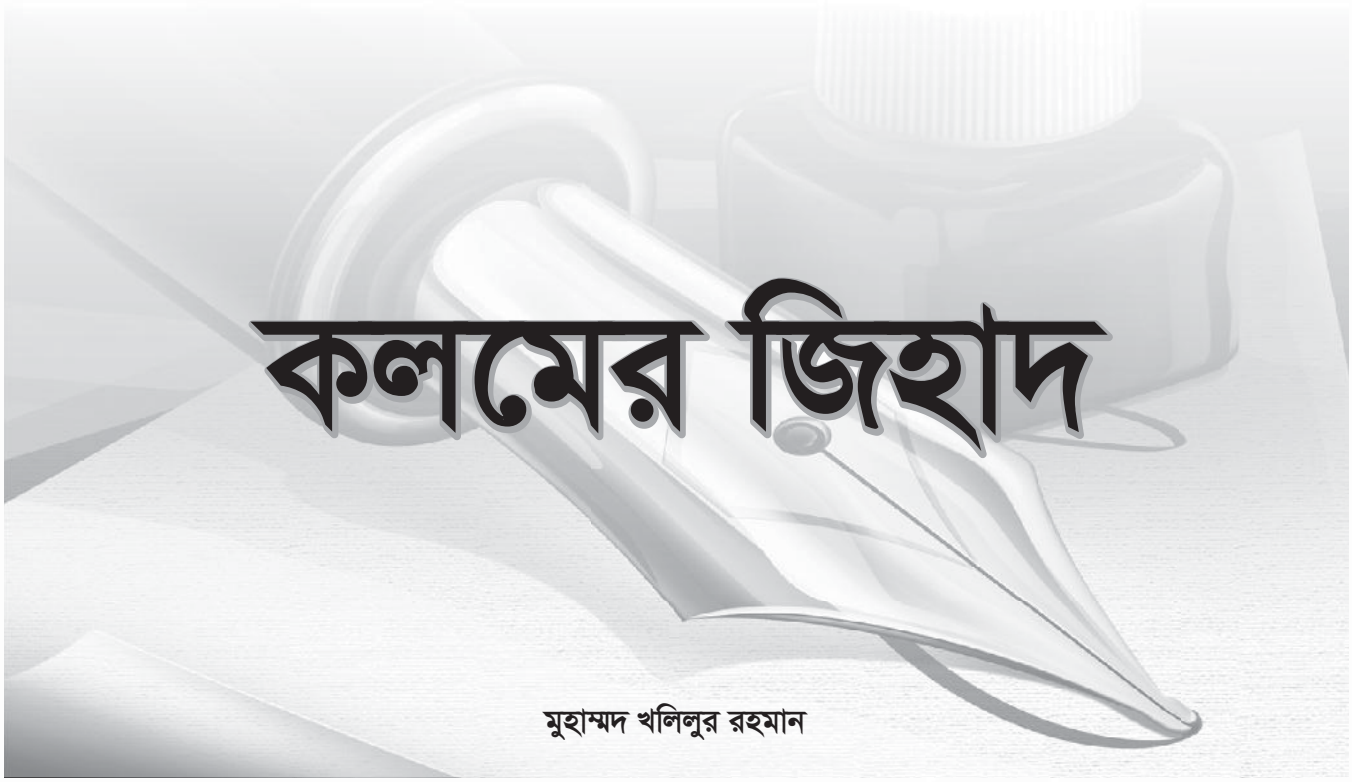

কলমের জিহাদ

মুহাম্মদ খলিলুর রহমান

(পূর্ব প্রকাশিত সংখ্যার পর ১৪)

'কুফরী' ফতোয়ার কারণে সংঘটিত কিছু হৃদয়–বিদারক ঘটনাঃ

ইসলামের ইতিহাসে ধর্মীয় মত–পার্থক্যের কারণে বিগত তেরশত বছরের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে অনেক ইমাম এবং মোজাদ্দিদগণের ওপর বর্ণনাতীত অত্যাচার–উৎপীড়ন এবং অনেককে মৃত্যুদন্ড প্রদানের ঘটনা রয়েছে যেগুলো খুবই দৃঃখজনক। "এখানে বিগত তেরশত বৎসরের মধ্যে বিভিন্ন শতাব্দীর বুজুর্গদের সঙ্গে বিরোধিতার গুটি কতক হৃদয়–বিদারক ঘটনার উল্লেখ করা হচ্ছেঃ

(১) প্রথম জামানায় মোজাদ্দেদ হযরত উমর বিন আবদুল আযীয (রা.)-কে বিরুদ্ধবাদীগণ বিষ প্রয়োগে হত্য করেছিল।

(২) হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর মোজাদ্দেদ হযরত ইমাম শাফী (রাহ.)–কে সমসাময়িক আলেমগণ কাফের–ইবলীস বলে ফতওয়া দিয়েছিলেন। তাছাড়া তাঁকে প্রথমতঃ বাঁধা অবস্থায় বেইজ্জতির সহিত ইয়ামেন হতে বাগদাদ পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয় এবং পথিমধ্যে অপমানিত করা হয় ও যারপরনাই কষ্ট দেওয়া হয়। অতঃপর পুনরায় গর্দানে শিকল পরিধান করিয়ে নগ্নপদে হাঁটিয়ে কুফা হতে মদীনা পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেখানেও যাবার পথে তাঁর ওপর অমানুষিক নিপীড়ন চালান হয়েছিল।

(৩) হযরত ইমাম আহমদ–বিন–হাম্বল (রাহ.)–কে বিরোধী মৌলবীগণের প্ররোচনায় ২৭ বৎসর পর্যন্ত জেলে রাখা হয়েছিল এবং ভারি শিকলে বাঁধা অবস্থায় প্রত্যহ বিকালে তাঁকে কোরা (চাবুক) মারা হত। [তাজকেরাতুল আওলিয়া ঃ ১২০৯ নং রেওয়াত এবং হারবায়ে তকফীর পুস্তক)]

(৪) হিজরী পঞ্চম শতাব্দীর প্রখ্যাত মোজাদ্দেদ হযরত ইমাম গাজ্জালী (রাহ.)-এর বিরুদ্ধে জামানার আলেমগণ সম্মিলিতভাবে কাফের ফতওয়া জারি করেছিল। আলেমদের এরূপ জোরালো ফতওয়ার ফলশ্রুতিতে ইমাম গাজ্জালী (রাহ.) প্রণীত সমস্ত মূল্যবান কেতাবাদিও পুড়িয়ে ফেলা হয়েছিল ।

(৫) হিজরী ৬ষ্ট শতাব্দীর মোজাদ্দেদ হযরত পীরানেপীর অর্থাৎ বড়পীর হযরত আবদুল কাদের জিলানী (রাহ.)-কে ঐ জামানার আলেমগণ কাফের বলে ফতওয়া দিয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত এরূপ এক জোরালো ফতওয়াও জারি করেছিল যে, বড়পীর সাহেব (রাহ.)-কে যারা এ ফতওয়া মোতাবেক কাফের বলে না, তারাও কাফের বলে গণ্য হবে।

(৬) হিজরী ৭ম শতাব্দীর মোজাদ্দেদ হযরত ইমাম ইবনে তাইমিয়াকে ঐ জামানার আলেমগণ কুফরীর ফতওয়া দিয়েছিল এবং হাকেমে ওয়াক্ত থেকে ফরমান জারি করিয়ে তাঁকে মিশরের কোন এক শহরে অন্তরীণ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। এ অন্তরীণ থাকা অবস্থাতেই ইমাম সাহেব (রাহ.)–এর বিরুদ্ধে কার্যীর বিচার চলছিল। শেষ পর্যন্ত কার্যীর ফতওয়া অনুসারে তাঁকে কতল করা হয়। বড়ই আক্ষেপের বিষয় যে, সম্মানজনক দাফনকার্য হতে বাধা প্রদান করে তাঁর লাশ পুড়িয়ে ফেলা হয়েছিল।

(৭) ***হিজরী একাদশ শতাব্দীর মোজাদ্দেদ*** হযরত সৈয়্যদ আহমদ সরহিন্দী (রাহ.) যিনি মোজাদ্দেদে আলফেসানী (রাহ.) নামে আখ্যায়িত

ছিলেন, তাঁর বিরুদ্ধেও সমসাময়িক মোল্লাগণ কুফরীর ফতওয়া জারি করেছিল। আলেমগণের প্ররোচনায় তদানীন্তন দিল্লীর মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের আদেশে হযরত মোজাদ্দেদে আলফেসানী (রাহ.)–কে গোয়ালিয়রের দুর্গে দীর্ঘকাল যাবত বন্দী করে রাখা হয়েছিল।

(৮)সমসাময়িক আলেমগণের ফতওয়ার ফলশ্রুতিতে হযরত ইমাম মালেক (রাহ.)–কে কয়েদী হিসেবে জেলে রাখা হত। কয়েদী অবস্থায় সুদীর্ঘ ২৫ বৎসর তিনি জুমআর নামাযের জন্য বের হতে পারেননি। মসলা–মাসায়েল নিয়ে আলেমদের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ সৃষ্টি হওয়ার কারণে আলেমদের ফতওয়া মোতাবেক তাঁকে ৭০টি করে কোরা মারা হত। –(ইবনে খালকান)

(৯)আলমে ইসলামের প্রখ্যাত ইমাম, হযরত ইমাম বোখারী (রাহ.) সমসাময়িক আলেমগণের কাফেরের ফতওয়া হতে রেহাই পাননি। কাফেরের ফতওয়া দিয়ে তাঁকে দেশ থেকে বিতাড়িত করা হয়েছিল। কথিত আছে যে, আলেমগণের নির্যাতন–নিপীড়নে অতিষ্ট হয়ে হযরত ইমাম বোখারী (রাহ.) শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্‌র নিকট এই বলে দোয়া করেছিলেন ঃ "হে খোদা! আমার জন্য এ পৃথিবী সংকীর্ণ হয়ে গেছে; অতএব, তুমি আমাকে তোমার সান্নিধ্যে নিয়ে যাও।" অতঃপর এরূপ দোয়ার পরে ঐ মাসেই তিনি ইন্তেকাল করেন। (ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন)। – (ইমাম বোখারী [রাহ.]–এর জীবন চরিত)

(১০)'ইমামে আযম' বলে খ্যাত হযরত ইমাম আবু হানিফা (রাহ.)–কে বেদাতি, জিন্দিক এবং কাফের আখ্যায়িত করা হয়েছিল। সমসাময়িক আলেমগণ তাঁর বিরুদ্ধে কতিপয় মিথ্যা অপবাদ সাজিয়ে তাঁকে বন্দী করান এবং এ কয়েদী অবস্থাতেই আলেমদের প্ররোচনায় তাঁকে বিষ প্রয়োগে হত্যা কর হয়। –(হযরত মৌলানা শিবলী নোমানী প্রণীত 'সিরাতে নোমান' কেতাব)

(১১)ইসলামী জগতের প্রখ্যাত ওলী হযরত শেখ মহীউদ্দিন ইবনে আরাবী (রাহ.), যাঁকে এ উম্মতের 'খাতামুল আওলিয়া' হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়েছে, তাঁকেও ঐ জামানার আলেমগণ কাফের হওয়ার ফতওয়া দিয়েছিলেন এবং এ ফতওয়াতে এরূপ কথারও উল্লেখ ছিল যে, তাঁর কুফরী ইহুদী নাসারাদের কুফরী হতেও জঘণ্যতর।

উপরোল্লিখিত প্রখ্যাত বুযুর্গানে–দীন ব্যতিরেকে এ উম্মতে এমন আরও বহু বুযুর্গ গুজরে গেছেন, যেমন, –(১) বায়জীদ বোস্তামী (রাহ.), (২) হযরত জোনায়েদ বোগদাদী (রাহ.), (৩) শেখ ফরিদ উদ্দিন আত্তার (রাহ.) , (৪) মৌলানা জালালুদ্দিন রুমী (রাহ.) ইত্যাদি বুজুর্গানের সবাইকে কুফরী ফতওয়ার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি রোধে অধিক দৃষ্টান্ত পেশ করা হতে বিরত রইলাম।"[১৩]

হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ (আ.)–এর বিরুদ্ধাচরণ প্রসঙ্গে কিছু উদ্ধৃতিঃ

"ইহা সর্বজনবিদিত যে, এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নবীর মধ্যে কোন একজন নবীর দৃষ্টান্তও এমন পাওয়া যায়নি যাঁর বিরোধিতা হয়নি। ইহা একটি শাশ্বত সত্য যে, 'মামুর মিনাল্লাহ' অর্থাৎ আল্লাহ্ কর্তৃক আদিষ্ট মহাপুরুষ মাত্রই বিরোধিতার সম্মুখীন হন। সরওয়ারে কায়েনাত রাহমাতুল্লিল আলামীন (সা.)–কে চরম বিরোধিতা মোকাবিলা করতে হয়েছিল, তা কারো অজানা নেই। আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআন শরীফের সূরা ইয়াসীনের দ্বিতীয় রুকুতে এরশাদ করেছেনঃ"পরিতাপ বান্দাগণের জন্য, তাহাদের নিকট এমন কোন রসূল আসে নাই, যাহার প্রতি তাহারা ঠাট্টা–বিদ্রুপ করে নাই"(৩৬ঃ৩১)।

অতএব হযরত ইমাম মাহদী (আ.) বিরোধিতার দাবানল হতে কি করে রেহাই পেতে পারেন? ইহা অবধারিত সত্য যে, বিরোধিতা তথা মোখালেফাত হওয়াটাই বরং 'মামুর মিনাল্লাহ'–এর সত্যতার একটা প্রধান লক্ষণ। চতুর্দশ শতাব্দীর পূর্বেকার শতাব্দীসমূহের প্রখ্যাত বুযার্গানে দীন, ইমাম ও আলেমগণের স্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে যে, ইমাম মাহদী (আ.) জাহির হওয়ার পর জামানার আলেমগণ বিরোধিতা করবেন। যথাঃ

১.এই উম্মতের বিশিষ্ট ওলী হযরত মহীউদ্দীন ইবনে আরাবী (রাহ.) ,যাঁকে বিখ্যাত 'ফতুহাতে মক্কিয়া 'নামক গ্রন্থের টাইটেল পৃষ্টায় 'খাতামুল আওলিয়া ' আখ্যা দেওয়া হয়েছে, তিনি ইমাম মাহদী (আ.)–এর জাহির হওয়া সম্পর্কে লিখেছেনঃ

"ইমাম মাহদী (আ.) যখন জাহির হবেন তখন ঐ জামানার ওলামা এবং ফকীহগণই তাঁর পরম শত্রু হয়ে যাবেন। শত্রুতার কার্যক্রমগুলো বিশেষতঃ এ কারণেই চালাতে থাকবেন যে, ইমাম মাহদী (আ.)–কে গ্রহণ করলে সমাজে, স্ব–স্ব মহলে তাদের নেতৃত্ব নষ্ট হয়ে যাবে।" -(ফতুহাতে মক্কিয়া, ৩য় জিলদ–মিশরে মুদ্রিতঃ ৩৭৪পৃঃ)

২. এই উম্মতের একজন মশহুর মোজাদ্দেদ, হযরত মোজাদ্দেদ আলফেসানী সৈয়্যদ আহমদ সরহিন্দি (রা.) লিখেছেনঃ "ইহা কোন আশ্চর্যের ব্যাপার নহে যে, সমসাময়িক আলেমগণ ইমাম মাহদী (আ.)–এর সূক্ষ্ম ও তত্ত্বপূর্ণ মূল্যবান ধর্মীয় ব্যাখ্যাসমূহ হৃদয়ঙ্গম করতে না পেরে তাঁর কথাগুলোকে কোরআন ও সুন্নাহর খেলাফ মনে করে তাঁকে অমান্য করে বসবে।" (মকতুবতে ইমাম রাব্বানি–২য় জিলদঃ ১০৭পৃঃ) [লক্ষ্ণৌতে মুদ্রিতঃ ১৯১৩ সন]

৩.এই উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলেম এবং দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা হযরত মৌলানা মোহাম্মদ কাসেম সাহেব নানতুভি (রাহ.) লিখে গেছেন. "মাহদী (আ.) যেহেতু সম্পূর্ণ কালামুল্লাহ্‌র ওপরে প্রতিষ্ঠিত থাকবেন সে কারণে কোটি কোটি লোক মাহদী (আ.)–কে অবজ্ঞার চক্ষে দেখবে এবং অমান্য করবেন।"–(কাসেমুল উলুমঃ ১১৫–১১৬ পৃঃ) [প্রকাশকঃ কোরান লিমিটেড, উর্দূবাজার,লাহোর]

৪.আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের প্রখ্যাত আলেম হযরত মৌলানা নবাব সিদ্দিক হাসান খাঁ সাহেব প্রণীত প্রসিদ্ধ কেতাব 'হুজাজুল কেরামা ফি আসারিল কিয়ামার ৩৬৩ পৃষ্ঠায় লিখেছেনঃ "হযরত ইমাম

মাহদী (আ.) যেহেতু সে জামানাতে (আখেরী জামানাতে) রসূলে করীম (সা.)–এর সুন্নতকে জীবিত করবার জন্য সকল প্রকার বেদাতকে দূরীভূত করবার সংগ্রামে লিপ্ত থাকবেন, তখন ফেকাহসমূহের অনুসরণকারী এবং পিতৃপুরুষগণের প্রচলিত কল্পিত ও ভ্রান্ত আকিদাসমূহের বেড়াজালে আবদ্ধ ঐ জামানার আলেমগণ বলতে থাকবেন, সে ব্যক্তি আমাদের বাপ–দাদার ধর্ম এবং আমাদের জাতীয় মূলভিত্তিকে ধ্বংস করতে উদ্যত হয়েছে। সুতরাং তারা মাহদী (আ.)–এর ঘোর বিরোধিতা করবে এবং স্বীয় মজ্জাগত বা রেওয়াজ মোতাবেক মাহদী (আ.)–এর ওপরে কুফরী এবং গুমরাহির ফতওয়া জারি করবে।"[১৪]

প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী (আ.)–এর আগমণের উদ্দেশ্যঃ

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ (আ.)–এর আবির্ভাবের উদ্দেশ্য সম্পর্কে ভালভাবে না জানা এবং না বুঝার কারণেই বিরোধিতা হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী ছিল এবং বাস্তবে সেটাই হচ্ছে। তাঁর আগমনের মূল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে হযরত মীর্যা সাহেব (আ.) বলেছেনঃ

* "আল্লাহ্ তা'লা ইলহাম যোগে আমাকে জ্ঞাত করেছেনঃ উঠ! ইসলামের হুজ্জতকে (যুক্তি–প্রমাণ দ্বারা ইসলামের সত্যতাকে) পূর্ণ করবার জন্য এবং সারা বিশ্বে ইসলামের সত্যতাকে প্রচার করে ঈমানকে জিন্দা ও মজবুত করার উদ্দেশ্যেই তোমাকে মনোনীত করা হয়েছে।" – (তিরিয়াকুল কুলুব ঃ ৩২৪ পৃঃ)

* "এ জামানাতে আল্লাহ্ তা'লার ইচ্ছা ইহাই যে, সারা বিশ্বের সব ধর্মের ওপর ইসলামকে জয়যুক্ত করা হবে। আল্লাহ্ তা'লা এ উদ্দেশ্যেই আমাকে প্রেরণ করেছেন। যেভাবে পূর্বযুগে আল্লাহ্ মামুর মিনাল্লাহ প্রেরণ করতেন, ঠিক সেই একইভাবে এ জামানাতেও 'মামুর মিনাল্লাহ্' অর্থাৎ আল্লাহ্ খাস উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ কর্তৃক আদিষ্ট ব্যক্তি হিসেবেই আমি প্রেরিত হয়েছি।"–(আল হাকামঃ ৩১ শে জানুয়ারী, ১৯০৪ সন)

* "এই যুগে জিহাদ রূহানী রূপ ধারণ করে নিয়েছে এবং এ যুগের জিহাদ ইহাই যে, আপনারা ইসলামের কলেমাকে সমুন্নত ও গৌরবান্বিত করতে চেষ্টা করতে সচেষ্ট হোন, বিরুদ্ধবাদীদের অভিযোগসমূহের যথাযথ উত্তর দিন, যে পর্যন্ত না খোদাতা'লা অন্য কোন প্রকারে দুনিয়াতে পরিস্থিতির রূপান্তর ঘটান ইহাই জিহাদ।" (আখবার "আল–বদর", কাদিয়ান, ১৪ই আগষ্ট, ১৯০৪ইং পৃঃ ২৩৯, কঃ ৩)

** 'মসীহ মাওউদ দুনিয়ায় এসেছেন যাতে ধর্মের নামে তলোয়ার চালানোর ধারণাটাকে দূরীভূত করেন এবং অকাট্য যুক্তি–প্রমাণ দ্বারা সপ্রমাণ করে দেখান যে, ইসলাম এরূপ এক ধর্ম যা নিজের বিস্তার ও প্রসারের ক্ষেত্রে তলোয়ারের সাহায্যের কখনও মুখাপেক্ষী নয়। বরং এর শিক্ষামালার সহজাত সৌন্দর্যরাজি, এর শাশ্বত-সত্য ও বাস্তব-জ্ঞান, তত্ত্বাবলী, অকাট্য দলিল ও যুক্তি–প্রমাণ এবং খোদা তা'লার জীবন্ত-নিদর্শন ও স্বর্গীয়-সাহায্য এবং এর সাক্ষাৎ ও সহজাত আকর্ষণ–এইসব বিষয়াদি, যা সদাসর্বদা এর উন্নতি ও প্রসার লাভের কারণ হয়ে এসেছে। সেজন্যে ঐ সকল ব্যক্তি, যারা ইসলামকে তলোয়ারের জোরে বিস্তার দেয়া হয়েছে বলে অভিযোগ করেন, তারা অবহিত থাকুন যে, তারা তাদের এই দাবীতে মিথ্যাবাদী। ইসলামের সুপ্রভাবসমূহ নিজের প্রসারের জন্যে কোন জবরদস্তী এবং বল–প্রয়োগের মুখাপেক্ষী নয়।" (মালফুজাত, ৩য় খন্ড, পৃঃ–১৭৬)।*

উল্লেখ্য যে, হযরত মসীহ মাওউদ ও ইমাম মাহদী (আ.) তাঁর আবির্ভাবের উদ্দেশ্যাবলী এবং কিভাবে সেগুলো বাস্তবায়িত হবে–এই প্রসঙ্গে তিনি সুসংগঠিতভাবে পরিচালিত কলমের জিহাদের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এই যুগে আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব তথা খেলাফত ব্যবস্থা পূণঃ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং প্রচন্ড বিরোধিতা সত্ত্বেও সত্যের প্রচার চলছে।

(চলবে)

দৃষ্টি আকর্ষণ

পাঠক কলামে আপনিও অংশ নিন

পাঠকদের অংশগ্রহণে নিয়মিত প্রকাশ হচ্ছে 'পাঠক কলাম'। আগামী পাঠক কলামের বিষয়-

"ইসলামে পবিত্র হজ্বের গুরুত্ব।"

আমাদের হাতে লেখাটি আগামী ১০ সেপ্টেম্বর, ২০১৪-এর মধ্যে পৌঁছতে হবে।

পাঠকের সুবিধার্থে পরবর্তী সংখ্যার পাঠক কলামের বিষয় নিম্নে দেওয়া হল।

১। ইসলামে পবিত্র কুরবানীর গুরুত্ব।

*** আপনার লেখা ৩০০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।**

*** লিখতে হবে পৃষ্ঠার এক পাশে।**

*** লেখার নিচে লেখকের মোবাইল নম্বরসহ পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা দিতে হবে।**

বিঃ দ্রঃ পাঠকরা যদি কোন বিষয় নিয়ে নিজেদের পক্ষ থেকে পাঠক কলামে লিখতে চান তাও পাঠাতে পারেন।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা-

সম্পাদকঃ পাক্ষিক আহমদী
(পাঠক কলাম)
৪, বকশী বাজার রোড ঢাকা-১২১১
e-mail:
pakkhik_ahmadi@yahoo.com,
masumon83@yahoo.com

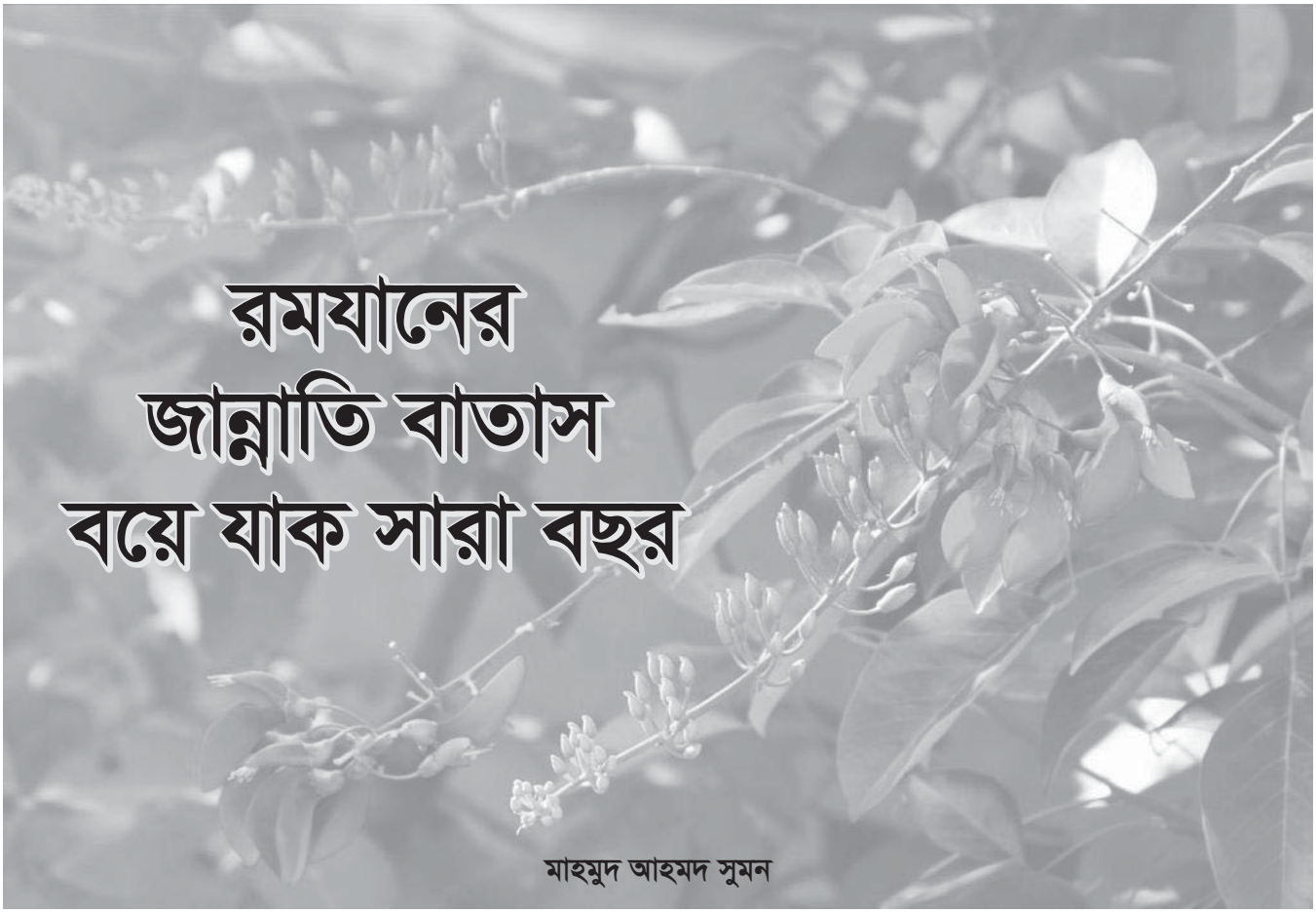

রমযানের জান্নাতি বাতাস বয়ে যাক সারা বছর

মাহমুদ আহমদ সুমন

আমাদের রোযা তখনই আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণীয় হবে যখন আমরা রমযানের পর বাকী এগার মাস রমযান মাসের দিনগুলোর মতই নিজের জীবন অতিবাহিত করব।

মহান আল্লাহ্ পাকের অশেষ রহমতে বিশ্ব মুসলিম উম্মাহ পবিত্র মাহে রমযানের দিনগুলো বিশেষ ইবাদত বন্দেগীর মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করেছে, আলহামদুলিল্লাহ। রমযান শুরুর পূর্বে অনেকে এ চিন্তায় ছিল যে, এতো বড় দিন আর এই গরমে কিভাবে যে রোযাগুলো রাখবো? অথচ যে দিন থেকে রোযা শুরু হলো, আল্লাহ্ পাক প্রকৃতির মাঝে যেন জান্নাতি বাতাস বইয়ে দিলেন, আর প্রতিটি মুসলমান অত্যন্ত স্বাচ্ছন্দে রোযার দিনগুলো ইবাদতের মধ্য দিয়ে কাটিয়েছেন। যাদের সাথে কথা হয়েছে, তাদের সবাই এ কথাই বলেছে যে, রোযা খুব স্বাচ্ছন্দের সাথে রাখতে পারছি, বুঝতেই পারছি না দিন কিভাবে চলে যাচ্ছে। আসলে যারা মু'মিন বান্দা, তাদের জন্য রোযা অগণিত আশিষ নিয়ে আসে।

আমরা কেউ জানি না যে, আগামী রমযান লাভ করার সৌভাগ্য আমাদের কারো হবে কি না। রমযানের এক মাস সিয়াম সাধনার মাধ্যমে আমরা তাক্‌ওয়া, পরহেজগারী, হৃদয়ের পরিচ্ছন্নতা এবং খোদা তা'লার নৈকট্য লাভের চেষ্টা করেছি। চেষ্টা করেছি যাবতীয় গুণাহ থেকে নিজকে বাঁচিয়ে রাখতে আর আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের শিক্ষা মতাবেক জীবন পরিচালিত করতে।

কিন্তু রমযানের রোযার দিনগুলো শেষ হতে না হতেই আমরা দেখতে পাই আমাদের স্বভাব-চরিত্র পূর্বের ন্যায় হয়ে যায়। রোযার দিনগুলোতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায বাজামাত আদায় করার প্রতি যেমন আকর্ষণ ছিল, রমযান শেষ হতে না হতেই নামাযের প্রতি কেমন যেন উদাসীন হয়ে যাচ্ছি। পাঁচ ওয়াক্ত নামায ঠিকভাবে আদায় করার প্রতিও দেখা

দিচ্ছে আলস্য, কথা বলার ক্ষেত্রেও আবার মিথ্যা বলা শুরু করে দিয়েছি, নানান খারাপ কাজে আবার যোগ দিয়েছি।

এক কথায় বলা যায়, রমযান শেষ হলো আর সব ধরণের অপকর্ম আবার শুরু হয়ে গেল। আমরা যদি মনে করি যে, রমযানের রোযাতো রাখলামই এখন আর ধর্ম-কর্ম ঠিকভাবে পালন করে কি করবো, আবার আগামী বছর রোযা রেখে খোদার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিব। এমন চিন্তা-ভাবনা যদি কারো মনে জাগ্রত হয়, তাহলে সে মারাত্মক ভুল করবে। রোযার দিনগুলো হচ্ছে প্রশিক্ষণের দিন, এই প্রশিক্ষণ মোতাবেক বছরের এগার মাস অতিবাহিত করলেই আল্লাহ্ পাকের নৈকট্য লাভ সম্ভব হবে। এক মাস রোযা রাখার পর যদি আবার খারাপ কাজে জড়িয়ে যাই, তাহলে এই রোযা আমাদের জীবনের কোন পরিবর্তন বয়ে আনবে না।

আমাদের রোযা তখনই আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণীয় হবে যখন আমরা রমযানের পর বাকী এগার মাস রমযান মাসের দিনগুলোর মতই নিজের জীবন অতিবাহিত করব। রমযানে যে বিষয়গুলোর প্রশিক্ষণ নিয়েছি, বাকী দিনগুলোতে তা কাজে লাগাতে হবে। তাহলেই আমাদের রোযা খোদার দরাবারে গ্রহণীয়তার মর্যাদা পাবে।

রমযান মাসের রোযার পর শাওয়াল মাসে ছয়টি রোযা রাখার গুরুত্ব ইসলামে অপরিসীম। শাওয়াল মাসের রোযা সম্পর্কে হাদীসে বিশেষভাবে উল্লেখ রয়েছে। যেমন-হযরত আবু আয়্যুব আনসারী (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি রমযানের রোযা রাখে এবং পরবর্তীতে (ঈদের দিন বাদ দিয়ে) শাওয়াল মাসের ছয়টি রোযা রাখে, সেক্ষেত্রে সে যেন গোটা বছরই রোযা রাখলো (মুসলিম)। এই হাদীস থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে, শাওয়াল মাসের রোযার গুরুত্ব কত ব্যাপক। এখন শাওয়াল মাস চলছে, যদি কেউ এ মাসের ছয়টি রোযা ইতোমধ্যে না করে থাকেন, তার উচিৎ হবে রোযাগুলো রেখে ফেলা।

নামায আর রোযার সমন্বয়ে মানুষের মাঝে খোদার নৈকট্য লাভের এক আলোড়ন সৃষ্টি হয়। তা এভাবে যে, নামায আত্মাকে পবিত্র করে এবং রোযা হৃদয়কে আলোকিত করে। ফলশ্রুতিতে নিষ্ঠাবান ব্যক্তি রোযা দ্বারা আধ্যাত্মিকতার এক নতুন রাস্তায় পরিচালিত হয়ে খোদার সন্তুষ্টির ছায়াতলে চলে আসে। পবিত্র কুরআন বলে, রোযা তোমাদের মাঝে তাক্ওয়া অর্থাৎ খোদা-ভীতি সৃষ্টি করবে। এই তাক্ওয়া কিভাবে সৃষ্টি হবে? বস্তুতঃ রোযা এমন ইবাদত, যা মানুষের প্রতিটি ইন্দ্রিয়কে নিয়ন্ত্রণ করে। যদি ইন্দ্রিয়কে নিয়ন্ত্রণ না রেখে কেউ রোযা রাখে, তবে তা রোযা নয় বরং অন্য কিছু। খোদা-ভীতির সৃষ্টি এভাবেই হয় যে, মানুষ খোদার সন্তুষ্টির জন্য নিজের মন-মেজাজ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে খোদার ইচ্ছার ওপর ছেড়ে দেয়। ফলে ধীরে ধীরে তার অবাধ্য আত্মা নিয়ন্ত্রণাধীন হয়ে পড়ে। ঐ সকল কর্ম হতে সে দূরে সরে, পরে যা খোদার অসন্তুষ্টির কারণ হয়।

হযরত রাসূল করীম (সা.) শাওয়াল মাসের ছয়টি রোযার কথা উল্লেখ করে এর গুরুত্ব বর্ণনা করেছেন। রমযানের ৩০ টি ও শাওয়ালের ৬টি মোট ৩৬ টি রোযা যে রাখবে, সে যেন সারাটা বছর রোযা রাখার সওয়াব পেল। আরেক হাদীসে উল্লেখ আছে, এক রোযার দশটি সওয়াব। এভাবে ৩৬১ ১০, মোট ৩৬০ হয় অর্থাৎ ৩৬০ দিন রোযা রাখা হয়ে যায়।

আমাদের সবার উচিত, রমযানের দিনগুলো যেভাবে ইবাদত বন্দেগীর মাধ্যমে কাটিয়েছি বছরের বাকী দিনগুলোও যেন সেভাবেই কাটাই। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে শাওয়াল মাসের এ ৬টি রোযা রাখার তৌফিক দান করুন। সেই সাথে বছরের অন্যান্য মাসেও যেন হযরত রাসূল করীম (সা.)-এর সুন্নত অনুযায়ী দু'চারটি করে নফল রোযা রাখার অভ্যাস গড়ে তুলি। বিশেষ করে প্রত্যেক আহমদী যুগ খলীফার তাহরীক অনুযায়ী সপ্তাহে একটি করে নফল রোযা রাখেন। আমরা যত বেশি নফল ইবাদত করবো, ততই আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের সাথে আমাদের সম্পর্ক হবে সুদৃঢ়। প্রবিত্র রমযানে আল্লাহ্ তা'লা যেভাবে জান্নাতি বাতাস বইয়ে দিয়েছেন, সেই বাতাসে প্রতিটি মু'মিনের আত্মা হোক উজ্জীবিত আর প্রশান্তি লাভ করুক মানবাত্মা। সেই সাথে এই বাতাস বইয়ে যাক সারা বছর।

masumon83@yahoo.com

হুয়াশ্ শাফী
HOWASHAFI
পুরাতন ও জটিল রোগের হোমিও চিকিৎসা করাতে চাইলে

আপনারা ডাক, টেলিফোন অথবা ই-মেইলের মাধ্যমে রোগের বিবরণ জানিয়ে ব্যবস্থাপত্র নিতে পারেন। ই-মেইল করার সময় অবশ্যই ইংরেজী অথবা উর্দূতে লিখতে হবে।

যোগাযোগের ঠিকানা :

Dr. Rana Saeed A Khan
4, Kings Wood Avenue, Thornton Heath
Surrey, CR7 7HR

Tel: 00447878760588 (Mobile) Res:00442080904449
Email: howashafi313@gmail.com
Website:www.alislam.org/howashafi

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বিরুদ্ধবাদী মৌলবি সানাউল্লাহ্ অমৃতসরীর পরিণতি

–মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল

ধর্ম-জগতের ইতিহাসে নিপীড়নেই জাগরণ এবং বিরোধিতায় সফলতা আসে। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা যখনই নবী-রসূল প্রেরণ করেছেন, তখনই বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীরা তাঁর বিরোধিতা করেছে। কিন্তু সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা'লা এ বিরোধিতার মাঝেই ঐশী নিদর্শন প্রদর্শন করে তাঁকে জয়যুক্ত করেছেন। ফলে সমাজে অধর্মের প্রভাব দূরীভূত হয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ধর্মীয় শিক্ষার সোপান। তাই পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা আফসোস করে বলেন–পরিতাপ বান্দাগণের জন্য। তাদের নিকট এমন কোন রসূল আসে নাই, যার প্রতি তারা ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে নাই (সূরা ইয়াসিন ৩৬: ৩১)।

হাইউল কাইউম আল্লাহ্ তা'লার এ চিরন্তন বিধানের আলোকে বিভিন্ন ধর্মের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আখেরী জামানায় ভারতের পাঞ্জাবের কাদিয়ানে ইমামুজ্জামান হযরত হযরত মসীহ্ মাওউদ ও ইমাম মাহ্দী (আ.) আবির্ভূত হয়েছেন। তাঁরও বিরোধিতা শুরু হয়। পাঞ্জাবসহ ভারতের বিভিন্ন স্থানের মুসলমান আলেম, হিন্দু পন্ডিত, খ্রীষ্ট ধর্মের পাদ্রী এবং শিখদের নেতারা তাঁকে ধুলিসাৎ করে দিতে মরিয়া হয়ে উঠে। এমনকি ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন ধর্মযাজকরাও তাঁর বিরোধিতা করে। কিন্তু সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তাঁকে অভয়বাণী শোনান। জয়যুক্ত করার ঐশী নিদর্শন ও মোজেযা প্রদর্শন করেন। ফলে তাঁর সফলতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়।

পাঞ্জাবে যারা তখন তাঁর প্রত্যক্ষ বিরোধিতা করেছিলেন তাদের মধ্যে একজন মৌলবি সানাউল্লাহ্ অমৃতসরী। তিনি পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্বর্ণপদক প্রাপ্ত মৌলবি ফাজেল পাশ ছিলেন। তাই তার বিভিন্ন বক্তৃতায় নিজের প্রতিভার কথা উল্লেখ করে অহংকার প্রদর্শন করতেন। তিনি হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)কে কটুক্তি করে বলতেন– 'মির্যা সাহেব আরবী-ফার্সী সম্পর্কে কিছুই জ্ঞান রাখেন না। এমনকি তিনি সাধারণ মাদ্রাসা পাশও নন। তাই আমার তুলনায় মির্যা সাহেব মূর্খ।' (নাউযুবিল্লাহ)।

সেকালে মৌলবি সানাউল্লাহ্ ছিলেন আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের বড় আমীর। ভারত-বর্ষের বিভিন্ন স্থানে তার হাজার হাজার মুরীদান ছিল। তিনি বড় বড় শহরের বিভিন্ন স্থানে ওয়াজ মাহফিলে বক্তৃতা দিতেন। শত মুরীদান তাকে পরিবেষ্টনে তার খেদমত করতেন। তখন তার প্রভাব-প্রতিপত্তি ও সম্মান ছিল অনেক। তিনি অমৃতসর থেকে 'আহলে হাদীস' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করতেন। এ পত্রিকায় তিনি হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)-এর বিরুদ্ধে লিখতেন। এ ছাড়া তিনি অমৃতসর থেকে প্রকাশিত 'উকিল' পত্রিকায় হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)-এর বিরুদ্ধে অনেক মিথ্যাচার ও কুফরী ফতোয়া লিখেছেন। তিনি একবার উকিল পত্রিকার মাধ্যমে ঘোষণা করেন–

"আমাকে যদি কেউ প্রশ্ন করে তবে মুসলমানদেরকে আমি এ কথাই বলবো যে, মির্যা সাহেব প্রণীত তার সমুদয় গ্রন্থাবলী সমুদ্রে নিক্ষেপ কর, অথবা জ্বলন্ত তন্দুরে নিক্ষেপ করে ছাই করে ফেল। এটাই যথেষ্ট নয় বরং ভবিষ্যতে কোন মুসলিম বা অমুসলিম ঐতিহাসিকদের মধ্যে কেউ যেন ভারতের অথবা ইসলামের ইতিহাসে তার নামের কোন উল্লেখও না করে" (উকিল পত্রিকা ১৯০৮ সালের ১৩ সংখ্যা)।

কিন্তু পবিত্র কুরআনের ভাষায়– আল্লাহ্ তা'লা ফয়সা*লা* করে নিয়েছেন : নিশ্চয় আমি এবং আমার রসূলরাই বিজয়ী হব। নিশ্চয় আল্লাহ্ মহাশক্তিধর, মহা পরাক্রমশালী (আল্ মুজাদেলা ৫৮: ২২)। তাই তাঁর প্রত্যাদিষ্ট মা'মুর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর বিশ্ববিজয়ের বাণীকে সারা বিশ্বে জয়যুক্ত করার উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ অসংখ্য ঐশী নিদর্শন প্রদর্শন করেন। আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে সম্বোধন করে বলেন-

"আমি আমার মহা লীলা দেখাবো। আমি আমার শক্তি প্রদর্শনের মাধ্যমে তোমাকে উঠাবো। দুনিয়ার শেষ দিন পর্যন্ত তোমার নামকে অতি সম্মানের সাথে কায়েম রাখবো। তোমার প্রচার পৃথিবীর কোণে কোণে পৌঁছে দিবো। তোমার অনুসারী জামা'তকে কেয়ামত পর্যন্ত অন্যদের ওপর প্রধান্য দান করবো। যারা তোমাকে অপমান-অপদস্থ করতে চাইবে, তারা ব্যর্থ হবে এবং এই ব্যর্থতা নিয়েই মরবে। তোমার প্রতি যে তীর চালানো হবে, সে তীর দিয়েই তার ভবলীলা সাঙ্গ করা হবে। লোকে যদি তোমাকে রক্ষা না-ও করে, তবে আল্লাহই তোমাকে রক্ষা করবেন এবং কোন ব্যক্তিই তোমাকে হত্যা করতে সমর্থ হবে না" (ইলহাম)।

তাই সত্যকে প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ঐশী নির্দেশে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বিরুদ্ধবাদীদের সাথে বার বার মোবাহেলার চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন। ১৮৯৭ সালে তাঁর রচিত 'আঞ্জামে

'জামা মসজিদ জান মুহাম্মদ' টাউন হল, অমৃতসর, পাঞ্জাব।
এ মসজিদের ইমাম ছিলেন মৌলবি সানাউল্লাহ্ অমৃতসরী।
মসজিদের সামনে লেখক ও সফরসঙ্গী নাসির উদ্দিন মিল্লাতকে দেখা যাচ্ছে

আথম' গ্রন্থে ক'জন বিশিষ্ট বিরুদ্ধবাদীর নাম উল্লেখ করে তিনি চ্যালেঞ্জ দেন। সেই তালিকার ১১ নম্বরে মৌলবি সানাউল্লাহ্ অমৃতসরীর নাম অন্তর্ভুক্ত আছে। তাদের মধ্যে যারা মোবাহেলায় অংশগ্রহণ করেন, তারা সকলেই এক বছরের মধ্যে মৃত্যুবরণ করেন। কিন্তু মৌলবি সানাউল্লাহ্ দীর্ঘ দশ বছর পর্যন্ত চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেন নাই। অতঃপর বিভিন্ন মহলের বিশেষ চাপে তার পত্রিকায় লিখেন– হে মির্যাইগণ! তোমরা যদি সত্যবাদী হয়ে থাক, তবে তোমাদের গুরুজীকে আমার সামনে নিয়ে আস, যিনি আজ্ঞামে আথম পুস্তকে আমাকে মোবাহেলা করার চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন। (আহলে হাদীস পত্রিকা, ২৯ মার্চ, ১৯০৭)।

মৌলবি সানাউল্লাহ্‌র উক্ত বক্তব্যের প্রেক্ষিতে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) ১৫ এপ্রিল ১৯০৭ তারিখ একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেন, যার শিরোনাম ছিল–"মৌলবি সানাউল্লাহ্ সাহেব অমৃতসরীকে সাথ আখেরী ফয়সালা"। অর্থাৎ মৌলবি সানাউল্লাহ্‌র সাথে শেষ মীমাংসা। এতে হুযূর (আ.) মৌলবি সানাউল্লাহ্‌কে পুনরায় মোবাহেলার আমন্ত্রণ জানান এবং বলেন–

(ক) এই চ্যালেঞ্জ যেন মৌলবি সানাউল্লাহ্ সাহেব নিজের পত্রিকায় প্রকাশ করেন এবং (খ) মোবাহেলার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার নিজ সম্মতিও তিনি যেন তার পত্রিকায় প্রকাশ করে দেন। চূড়ান্ত ফয়সালা আল্লাহ্‌র হাতে।

এর উত্তরে মৌলবি সানাউল্লাহ্ পুনরায় ঘোষণা দেন– (ক) আপনার এই চ্যালেঞ্জ আমার জন্য গ্রহণযোগ্য নয় এবং কোন বিচক্ষণ ব্যক্তি তা গ্রহণ করতে পারে না (আহলে হাদীস পত্রিকা, ২৬ এপ্রিল, ১৯০৭)।

(খ) আমি স্বয়ং আপনার মত নবী, রসূল বা ইবনুল্লাহ্ (আল্লাহ্‌র পুত্র) হওয়ার দাবী রাখি না এবং কোন ইলহাম পাওয়ারও দাবীদার নই। সুতরাং আমি আপনার আহ্বানকৃত মোবাহেলায় (দোয়া প্রার্থনা প্রতিযোগিতায়) নামতে সাহস করি না। সেজন্য আমি দুঃখিত (ইলহামাতে মির্যা পৃ: ৭৫, দ্বিতীয় সংস্করণ)।

প্রকৃতপক্ষে মৌলবি সানাউল্লাহ্ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)-এর মোবাহেলার চ্যালেঞ্জে ভয় পেয়েছিলেন। সেজন্য সরাসরি চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেন নি। তাই তিনি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মৃত্যুর পরও বেঁচে ছিলেন, যেমন মুসায়লামা কায্যাব হযরত রসূল করীম (সা.)-এর ওফাতের পরেও জীবিত ছিলেন।

তবে মৌলবি সানাউল্লাহ্ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর বিরুদ্ধে অনেক বক্তব্য দিয়েছে এবং লেখালেখি করেছে। ফলে আল্লাহ্ তা'লার ক্রোধ থেকে রক্ষা পায় নাই। তার জীবন খুবই কষ্টদায়ক ও দুর্বিসহ হয়ে উঠে। তার প্রভাব-প্রতিপত্তি ও সম্মান ক্রমাগত হ্রাস পায়। পূর্বে তিনি ওয়াজ মাহফিলে বক্তৃতা করার আমন্ত্রণে যখনই দিল্লী, সিমলা, লাহোর, ইত্যাদি স্থানে সফর করতেন, তখন অভ্যর্থনা জানানোর জন্য তার হাজার হাজার ভক্ত রেলষ্টেশনে ভীড় জমাত। কোন কোন সময় এমনও ঘটেছে যে, ষ্টেশন থেকে টমটম গাড়িতে করে যখন গন্তব্যে যাত্রা করতেন, তখন গাড়ীতে ঘোড়ার পরিবর্তে ভক্তরা গাড়ী টেনে নিয়ে যেত। পরবর্তীতে নানা কারণে জনসাধারণের অসন্তুষ্টির ফলে তার জনপ্রিয়তা হ্রাস পায়। কোথাও সফরে গেলে তিনি মোটেই কোন সাড়া পেতেন না। বড় বড় শহরে গেলে মাত্র ক'জন ভক্ত ব্যতিরেকে তার অভ্যর্থনার জন্য লোক সমবেত হতো না। এমনকি পাঞ্জাবের আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের আমীর পদ থেকেও তাকে অপসারিত করা হয়।

আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের তদানিন্তন কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ কর্তৃক আহলে হাদীস সংস্থার জন্য সংগৃহীত অর্থের তহবিল তসরুফের মত মারাত্মক অভিযোগও তার বিরুদ্ধে আনা হয়। এমনকি অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে মক্কা ও মদীনা শরীফের প্রখ্যাত আলেমগণ দ্বারা তার বিরুদ্ধে ফতোয়া দেয়া হয়।

১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তিতে পাকিস্তান ও ভারত পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ার পর মৌলবি সানাউল্লাহ্‌র জীবনে আরও খর্গ নেমে আসে। তার জীবনের পরিণতি আরও করুন ও হৃদয়বিদারক হয়। তখন শিখ ও হিন্দু সম্প্রদায় কর্তৃক সমগ্র পূর্ব পাঞ্জাবে মুসলমানদের ওপর অত্যাচার ও নিপীড়ন শুরু হয়। হত্যাযজ্ঞ, অগ্নিসংযোগ, বাড়িঘর লুণ্ঠন ও দখল, ইত্যাদি চলতে থাকে। এমতাবস্থায় মৌলবি সানাউল্লাহ্‌র একমাত্র পুত্র আতাউল্লাহকে হত্যা করা হয়। কিন্তু ভয়াবহ অবস্থার মাঝে তার লাশ কাফন-দাফনের সুযোগ হয়নি। তার সারা জীবনের কষ্টার্জিত অনেক বড় লাইব্রেরীকে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। এমনকি তার বসতবাড়িও ভস্মিভূত করে দেয়া হয়। অসহায় অবস্থায় তিনি এসব হৃদয় বিদারক ঘটনাবলী অবলোকন করেন এবং প্রাণভয়ে অমৃতসর ছেড়ে লাহোর চলে যান।

এ প্রসঙ্গে মৌলবি সানাউল্লাহ্‌র এক ভক্ত তার গুরুর জীবনী লিখেন, নিম্নে এর কিছু অংশ উদ্ধৃত করা হল :

"১৯৪৭ সালে পাক-ভারত বিভক্ত হওয়ার সময় সংখ্যালঘু মুসলমানরা হিজরত করে পূর্ব

পাঞ্জাব হতে পাকিস্তানে যাচ্ছিল, তখনই বদমায়েশ ও লুটেরা মুসলমানদের বাড়ী-ঘর লুট-তরাজ, অগ্নিসংযোগ এবং নারী-শিশু-বৃদ্ধ নির্বিশেষে সকলের ওপর অত্যাচার উৎপীড়ন শুরু করল। পরিসংখ্যানে দেখা গেছে ১৯৪৭ সালের আগষ্ট মাস হতে শুরু করে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত ৩০ লক্ষ মুসলমান এসব দূর্বৃত্তদের হাতে নিহত হয়েছিল। দেশ বিভাগের সময় কোন এক কাল রাতে অমৃতসর শহরের মুসলিম মহল্লাগুলোর ওপর যখন অমানুষিক অত্যাচার চলছিল, তখন মাওলানা সানাউল্লাহ্ সাহেবকেও যাবতীয় সম্পদ ফেলে রেখে রিক্ত হস্তে নিজ বাড়ি পরিত্যাগ করতে হলো। লুটেরা নিমিষে মাওলানা সাহেবের বাড়ির টাকা-পয়সা, পারিবারিক দ্রব্য-সামগ্রী, ধন-সম্পদ ও স্বর্ণালঙ্কারসহ সর্বস্ব লুণ্ঠন করে নিয়ে গেল। এখানেই শেষ নয়, তাঁর বাড়িটি অগ্নিদগ্ধ করে ভস্মীভূত করা হল এবং মাওলানা সাহেবের সারাজীবনের পরিশ্রমলব্ধ অতীব প্রিয় লাইব্রেরীটিও পুড়িয়ে ছাই করে দিল, যাতে শত-সহস্র দূর্লভ ও দামী পুস্তকাদি সংরক্ষিত ছিল। সেই গোলযোগের সময় মাওলানা সাহেবের একমাত্র পুত্র জনাব আতাউল্লাহ্ সাহেব নিহত হন। তার লাশটি কাফন-দাফন করার সুযোগও ঘটেনি। তাঁর বড় সাধের লাইব্রেরীটি বিধ্বংস হওয়ার ব্যথা মাওলানা সাহেবের হৃদয়ে তাঁর একমাত্র সুশিক্ষিত পুত্রের শাহাদত বরণ থেকেও কম ছিল না। লাইব্রেরীটির মধ্যে সংরক্ষিত দূর্লভ পুস্তকাবলী মাওলানা সানাউল্লাহ্ সাহেবের সারা জীবনের একমাত্র সঞ্চয় ছিল। ঐসব পুস্তকের মধ্যে কিছু পুস্তক এতই দুস্প্রাপ্য ছিল যে, বহু টাকা ব্যয় করলেও ঐগুলো সংগ্রহ করা সম্ভবপর হবে না। এই নিদারুন দুর্বিসহ মনোব্যথা মৃত্যু পর্যন্ত তার সঙ্গী ছিল।

প্রকৃতপক্ষে মাওলানা সাহেবের আকস্মিক মৃত্যুরও কারণই ছিল এই দুইটি। প্রথমতঃ তাঁর একমাত্র পুত্রের শাহাদত বরণ, অপরটি অতি কষ্টে সংগৃহীত তাঁর মূল্যবান ও সাধের পুস্তকাবলী ভস্মীভূত হওয়া। সুতরাং এই দুইটি হৃদয় বিদারক ঘটনাই অবশেষে তাঁর জীবন প্রদীপকে নির্বাপিত করে দিল।"–['সীরাতে সানায়ী' লেখক মাওলানা আবদুল হামীদ সহদ্রী – পৃষ্ঠা-৩৮- ৩৯০)] তথ্যসূত্র : সীরাতে সুলতানুল কলম পৃ: ৯৯-১০০।

১৯৪৮ সাল থেকে লাহোরে তার শেষ জীবনের পরিণতি ছিল আরও ভয়াবহ। তখন তার সেবা-শুশ্রূষার জন্য তেমন বিশেষ কোন লোক ছিল না। বার্ধক্যের মাঝে শারীরিক অসুস্থতায় উপযুক্ত চিকিৎসা পায়নি। অনেক সময় পরিমিত খাবারও জোটে নি। পরিধানের জন্য ভাল কাপড় ও থাকার জন্য ভাল বাসস্থান তার ভাগ্যে ছিল না। তিনি গভীর শোকে ও দুঃখে মানবেতর জীবন যাপন করেন। তখন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) একদিন নিজ জামাতকে বললেন– 'মৌলবি সানাউল্লাহ অমৃতসরী লাহোরে কোথায় এবং কেমন আছেন খোঁজ করুন'। ফলে খোঁজ করে তার মানবেতর জীবনের কথা হুযূর সানী (রা.) নিকট পেশ করা হয়। তখন হুযূর সানী (রা.) তার এই পরিণতির কথা শুনে অনেক দুঃখ করেন। তার জন্য কিছু খাবার ও কাপড় পাঠিয়ে দেন।

হুযূরের পক্ষ থেকে তার নিকট খাবার ও কাপড় প্রদানের সময় যখন বলা হয়–হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-এর পুত্র আহমদীয়া জামাতের বর্তমান খলীফা আপনার জন্য প্রেরণ করেছেন, তখন মৌলবি সানাউল্লাহ্ বিস্মৃত হয়। নিজেকে নিজে ধিক্কার দিয়ে বলেন–'হায়রে! আমি মির্যা সাহেবকে মিথ্যাবাদী প্রমাণের জন্য কতই না চেষ্টা করেছি! আর আজ আমার অসহায় করুণ অবস্থায় মির্যা সাহেবের পুত্র মাহমুদ আহমদ সাহেব আমার জন্য খাদ্য ও কাপড় পাঠিয়েছেন'। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) শিক্ষা– 'গালি শুনে তার জন্য দোয়া কর এবং কষ্ট পেয়ে তাকে আরাম দাও' এভাবে বাস্তবায়িত হয়।

উল্লেখ্য, অমৃতসরী একদিন ঘোষণা দিয়েছিলেন–হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-এর লিখিত সকল পুস্তক সমুদ্রে নিক্ষেপ কর অথবা আগুনের জ্বালিয়ে ছাই করে ফেল, যেন ইতিহাসে তার নাম নিশানা না থাকে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা কর্তৃক প্রদত্ত হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে জয়যুক্ত করার অঙ্গীকার নামায় সানাউল্লাহ্‌র ওপর লা'নত আসে। তার লাইব্রেরী ও বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেয়া হয় এবং তার একমাত্র পুত্র নৃশংস ভাবে নিহত হয়। তিনি অনেক দুঃখ কষ্ট ভোগ করে ইন্তেকাল করেন। তার এ পরিণতি আহমদীয়াতের সত্যতার এক উজ্জ্বল নিদর্শন। পবিত্র কুরআনের ভাষায়–তুমি বল, পৃথিবী ভ্রমণ কর এবং দেখ (নবীদের) অস্বীকারকারীদের পরিণাম কি হয়েছিল (আল্ আনআম ৬:১২)। তারা কি দেখে না, আমরা পৃথিবীকে এর চতুর্দিক থেকে সংকুচিত করে অগ্রসর হচ্ছি? (আল্ আম্বিয়া ২১:৪৫)। সুতরাং হে বিরুদ্ধবাদীরা! সাবধান হোন, অন্যথায় খোদার ক্রোধে পড়ে যাবেন। দুনিয়ার কোন শক্তি আপনাদেরকে রক্ষা করতে পারবে না। আহমদীয়াতের বিজয় হবেই, ইনশাআল্লাহ্।

IT ACADEMY

৩য় তলা, ৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১

আমরা অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ-এর দারুত-তবলীগ কমপ্লেক্সে জামা'তের শিক্ষিত সদস্য/ সদস্যাদের কম্পিউটার শিক্ষায় শিক্ষিত করার লক্ষ্যে একটি কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টার (আই.টি একাডেমি) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। গত ৯ই ডিসেম্বর, ২০১১ তারিখে এটি উদ্বোধন করা হয়।

আমাদের বিশেষত্বঃ

১. দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষক মন্ডলী দ্বারা পরিচালিত
২. প্রত্যেকে শিক্ষার্থীর জন্য আলাদা কম্পিউটার
৩. ন্যুনতম কোর্স ফি
৪. মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরের ব্যবহার
৫. সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ ব্যবস্থা
৬. প্রত্যেক ক্লাশের পূর্বে লেকচার শিট প্রদান
৭. ইন্টারনেট ব্যবহারের সুবিধা
৮. কোর্স শেষে সার্টিফিকেট প্রদান

আই টি একাডেমীর নতুন কোর্স
ওয়েবপেজ ডিজাইন
(HTML, CSS, Wordpress)

আমাদের কোর্স সমূহঃ

1. MS Office with internet
2. Hardware Maintenance and Troubleshooting
3. Web page Design
4. Graphich Design

ভর্তির যোগ্যতা ও ফিসঃ

১. ন্যুনতম এস.এস.সি পাশ,
২. ভর্তি ফি -৭০০.০০ টাকা।

বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুনঃ

সৈয়দ খালেদ হাসান
প্রশিক্ষক, আইটি একাডেমি
মোবাইল ঃ ০১৭১২৫১২৪৬২
ই-মেইল ঃ itaamjb@gmail.com, khaleditacademy@gmail.com

মোহাম্মদ ইউনুস আলী
কায়েদ, মখোআ ঢাকা
ইনচার্জ, আইটি একাডেমি
মোবাইল ঃ ০১৭২৭৭৭৬৮৮৩
ই-মেইল ঃ mdyounus.ali@gmail.com

শান্তিধাম কাদিয়ানের স্মৃতিময় পঁয়তাল্লিশ দিন

মুহাম্মদ আমীর হোসেন

(দ্বিতীয় ও শেষ কিস্তি)

ক্লাসে যা পড়ানো হয়েছে তা নিম্নে তুলে ধরছি। ১। তরজমাতুল কুরআন ২। তফসীরুল কুরআন। ৩। উর্দু তফসির ৪। উর্দু ইমলা ও রুয়ানী ৫। প্রশ্নোত্তর। শিক্ষক মন্ডলী হিসেবে ছিলেন, মাওলানা নিয়াজ আহমদ নায়েক, মাওলানা ফরহাদ আহমদ, মাওলানা বাসেত রসূল ডার, মাওলানা মুজ্জাফর আহমদ জাফর এবং মাওলানা সৈয়দ আফতাব আহমদ। এছাড়া প্রত্যহ বাদ মাগরিব হতে এশা আবার কখনো বাদ আসর ওলামা ও বুযুর্গানে দ্বীনের সহিত বিশেষ সাক্ষাৎকার হতো, যাতে কাদিয়ানের অন্যান্য বিষয়ে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা উঠে আসতো, যা এখানে তুলে ধরা সম্ভব নয় বলে দুঃখিত। এখানে উল্লেখ্য যে, পাকিস্তান হতে আগত ২ জন বুযুর্গের সাথে আমাদের সংক্ষিপ্ত আলোচনা হয়। পাকিস্তানের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে আমরা জানতে চেয়েছিলাম। খুবই হৃদয়-বিদারক ঘটনাবলী রয়েছে, আমরা দুর্বল ঈমানের অধিকারীরা তা সহ্য করতে পারব না। পাকিস্তান থেকে আগতরা হলেন সর্বজনাব মিয়া খুরশিদ আহমদ সাহেব ও মিয়া গোলাম আহমদ সাহেব। ওনারা খুব কম কথা বলেন, সর্বদা দোয়াতেই রত থাকতে দেখেছি এবং মসজিদের কর্ণারে ইবাদতে মশগুল থাকতেন আর কাঁদতেন। এসব বুযুর্গের সহ্বত পাওয়া খুব ভাগ্যের ব্যাপার। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে দীর্ঘজীবি করুন, আমীন।

কাদিয়ান অবস্থান কালে বিভিন্ন সে সব বিষয় সম্পর্কে জানার ও দেখার চেষ্টা করেছি, তার সব কিছু তুলে ধরা সম্ভব হবে না। কাদিয়ানে বর্তমানে চল্লিশ হাজার লোকের বসবাস। আহমদীর সংখ্যা প্রায় পাঁচ হাজার। দেশ বিভাগের কারণে অনেক আহমদী বিভিন্ন জায়গাতে স্থায়ীভাবে বাস করার জন্য চলে গিয়েছেন। দশ মাইলের ভিতরে আহমদী মুসলমান ছাড়া আর কোন মুসলমান নেই। শুধু শিখ, হিন্দু ও স্বল্পসংখ্যক খৃষ্টানের বসবাস। কাদিয়ানে বিভিন্ন হালকাতে মসজিদ রয়েছে, প্রায় সবগুলোতে আমরা যাওয়ার চেষ্টা করেছি। মসজিদগুলো হলো, মসজিদ মোবারক, মসজিদ আকসা, মসজিদ ফযল, দারুল ফুতুহ্, মসজিদ মাহমুদ, মসজিদ তাহের, মসজিদ বাশারত, মসজিদ আনোয়ার, মসজিদ নূর, মসজিদ নাসেরাবাদ ও মসজিদ বরকত। এছাড়াও দারুস সালামে একটি নতুন বড় মসজিদ নির্মাণ করা হচ্ছে, যার নাম এখনো দেয়া হয়নি এবং দুইটি পরিত্যাক্ত মসজিদ রয়েছে, সেখানে নামায হয় না। এখানে উল্লেখ্য যে, দারুস সালামে অবস্থিত মসজিদ নূর ১৯১০ সালে নির্মিত হয়। ১ম খলীফা হযরত মাওলানা হাজী হেকীম নূরুদ্দীন (রা.)-এর যুগে। এই মসজিদেই দ্বিতীয় খলীফার নির্বাচন হয়। মসজিদের পাশে বড় মাঠ রয়েছে, যেখানে পূর্বে জলসা হতো: তার পাশেই শিখ ন্যাশনাল কলেজ যা আহমদীদের ছিল। ওখানে শিখদের আয়ত্বে রয়েছে মাঠটি। এছাড়া রাস্তার পূর্বপার্শ্বে আম বাগান ও পুরাতন বিল্ডিং রয়েছে, যেটা বর্তমানে কলেজের প্রিন্সিপ্যাল এর বাসভবন হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এমন আরো অনেক জায়গা ও বিল্ডিং রয়েছে, যেগুলো শিখদের আয়ত্বে। আল্লাহ্ করুন, অচিরেই যেন জামা'ত সেগুলো ফিরে পায়।

মসজিদ আনোয়ারের পাশে রয়েছে সরায়ে তাহের, যেখানে বর্তমানে জামেয়া আহমদীয়া কাদিয়ান, ভারত, হিসাবে কার্যক্রম চলছে। ১৯০৬ইং সালে হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর যুগেই কাদিয়ানে জামেয়ার সূত্রপাত হয়। বর্তমানে জামেয়াতে আড়াইশত ছাত্র রয়েছে। পাশাপাশি হিফজুল কুরআন ট্রেনিং এর ব্যবস্থা আছে। জামেয়ার ছাত্রদের পক্ষ থেকে দু'দিন আমাদেরকে দাওয়াত খাওয়ানো হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। ২৩ এপ্রিল শেষ ক্লাস করে জামেয়ার প্রিন্সিপ্যাল ও অন্যান্য শিক্ষকদের নিকট দোয়া চেয়ে বিদায় নেই এবং ছবিও তোলা হয়। আমাদের আচরণে শিক্ষকগণ খুব খুশি হোন। আল্লাহ্‌র ফযলে আমরা সবাই যথাযথ ভাবে কোর্সে অংশগ্রহণ ও পড়ার প্রতি মনোযোগী ছিলাম। এই কোর্সের প্রেক্ষিতে জামেয়া আহমদীয়া কাদিয়ানের প্রিন্সিপ্যাল সাহেবের পক্ষ থেকে ন্যাশনাল আমীর বাংলাদেশকে বিস্তারিত তথ্য সম্বলিত একটি পত্র প্রদান করা হয়।

২৪-৪-১৪ রোজ বৃহস্পতিবার ফজর নামাযের পর ইজতেমায়ী দোয়া ও সদকা প্রদানের মাধ্যমে জামা'তের গাড়ীতে চারদিনের সফরে কাশ্মির রওয়ানা দেই।

রাস্তার দু' ধারে পাথরের পাহাড়। আমাদের গাড়ী ধীরে ধীরে ওপরের দিকে উঠছে। বেলা ১০ টার দিকে ডালহৌজি পৌঁছি। এখানে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর একটি কুটির রয়েছে। গরমের সময় তিনি (রা.) দুই তিন মাসের জন্য এ কুটিরে আসতেন। পাহাড়ে একটি টিলার ওপর কুটিরটি, যা বর্তমান ডালহোজি পাবলিক স্কুল হিসেবে পরিচালিত হচ্ছে। উক্ত স্কুলে ২৫০ জনের মত ছাত্র-ছাত্রী রয়েছে। আমরা ঘুরে ঘুরে চারপাশ দেখি। ভিতরে বাচ্চাদের থাকা খাওয়ার সুব্যবস্থা আছে। রুটি বানানোর মেশিন দেখলাম, যাতে ঘান্টায় ৩ হাজার রুটি বানানো যায়। সবশেষে স্কুলের প্রিন্সিপালের সাথে সাক্ষাৎ করে উক্ত জায়গার কথা জিজ্ঞাস করি। তিনি স্বীকার করেন যে এটি মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এর কুটির। আমরা এখানে ইজতেমায়ী দোয়া করি এবং বলি, এই স্থানটি যেন আল্লাহ্ তা'লা জামা'তের হাতে এনে দেন, আমীন।

পুনরায় আমাদের যাত্রা শুরু হয়। পথে হালকা চা-বিস্কুট খাওয়া হয়। রাত প্রায় ১২ টায় আমরা কাশ্মীর আহমদীয়া মসজিদে পৌঁছি। এখানে আমাদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কাশ্মীর এলাকাটি সমুদ্রের তলদেশ হতে প্রায় ৩ হাজার ফুট উঁচু। সবাই ক্লান্ত। প্রায় একটানা বিশ ঘন্টার জার্নি। তাড়াতাড়ি সবাই শুয়ে পড়ি। তাপমাত্রা খুব কম ছিল, আমাদের সাথে শীতের কাপড় মৌজুদ ছিল, তাই তেমন সমস্যা হয়নি। পরদিন সকালে ফজর নামাযের পর তাড়তাড়ি গোসল সেরে গোলমার্গ বরফের পাহাড় দেখার জন্য রওয়ানা দেই। চারদিকে বড় বড় গাছ, তার ফাঁকে ফাঁকে সাদা বরফের দৃশ্য চোখে পড়ে। কোথাও কোথাও সম্পূর্ণ বরফে ঢাকা পড়েছে গাছগুলো। সে এক অভাবনীয় দৃশ্য। সুন্দর মনোরম দৃষ্টি নন্দন পরিবেশ। যেদিকে তাকাই, পাহাড় আর বরফ। মনে হলো বরফের দেশ। আমরা পাহাড়ের পার্শ্বে গাড়ি পার্কিং করে ঠান্ডা হতে বাঁচার জন্য শীতের পোষাক মোজা-জুতা পরে বরফের পাহাড়ে নেমে পড়ি। এখানে কাপড়, জুতা, টুপি এবং বিভিন্ন গাড়ী ও ঘোড়া পাওয়া যায়। পাহাড় ঘুড়ার জন্য আমাদের তা প্রয়োজন হয়নি। অনেক দালালের আস্তানা এটি। আমরা যখন বরফের পাহাড়ে নামি, তখন প্রায় দশ ফুট উঁচু বরফ ছিল। সবাই খুব মজা করলাম, বরফ ছোড়াছুড়ি করলাম। মনে হলো অন্য এক জগতে আমরা চলে গেছি।

গোলমার্গ হতে ফেরার পথে যোহর আছর নামায গাড়ীতে জমা পড়ে নিলাম। দুপুরে পাঞ্জাবী থাবাতে খাবার খেলাম। এখানে হোটেলগুলোকে থাবা বলে। তারপর একটি লেকে গেলাম। অনেক বড় লেক, শত শত নৌকার ঘর তৈরী করা আছে। এই ঘরগুলোতে ভাড়া থাকা যায়, ভাড়া তেমন বেশী নয়। অনেক সুন্দর পরিবেশ মনে হলো! ওখানে গাড়ী পার্কিং করে সালিমার পার্কে যাই। পাহাড়ের গা ঘেষে পার্কটি তৈরী করা হয়েছে। জন প্রতি ১০ টাকা টিকেট। ওখান থেকে টিউলিপ গার্ডেন এ যাই। এটিও খুব সুন্দর একটি বাগান, শুধু দেখতে মন চায়। সারাদিন ব্যস্ততম অবস্থায় কাটিয়ে রাতে আঞ্জুমানে আসি। মাগরিব ও এশার নামায আদায় করি এবং খাবার খেয়ে বিশ্রাম নেই। ২৬ এপ্রিল ফজর নামাযের পর গাড়ীতে শ্রীনগর যাই। মসজিদ হতে প্রায় ৩ কিলোমিটার হবে, যেখান হযরত ঈসা (আ.) এর মাজার রয়েছে, যেটা দেখার উদ্দেশ্যে আমরা কশ্মীর আসলাম। দূরে গাড়ী রেখে দু'জন করে গলির ভিতর ঢুকে নীরবে তা পরিদর্শন করি। দোয়া করি এবং ছবি তুলি।

বর্তমানে কাশ্মীরের অবস্থা বেশী ভালো না খুব সতর্কতার সাথে সেখানে যেতে হয়। যাহোক, আল্লাহ্‌র ফজলে আমরা খুব সুন্দর ভাবে আমাদের প্রত্যাশিত সেই শ্রীনগর খান ইয়ার মহল্লা, যেখানে ঈসা (আ.) এর মাজার, তা পরিদর্শন করে ফেরত আসি। ঐদিন সকাল ৯টা দিকে নাস্তার পর উপস্থিত সবার নিকট বিদায় নিয়ে আমরা হাড়িভাড়ি জামা'তে যাই। ওখানে মোহতরম গোলাম নবী নিয়াজ সাহেবের বাসায় উঠি। এখানে চরম মোখালেফাত চলছে। এ গ্রামে সাত হাজার লোকের বাস। তার মধ্যে আহমদীর সংখ্যা চার শত। এটি সাহাবীর জামা'ত, যা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর যুগে প্রতিষ্ঠিত। এখানকার আহমদীদের অনেক কুরবানী ও অবদান আছে। অত্র জামা'তের অধীনে আহমদীয়া পাবলিক স্কুল হাড়িভাড়ি পরিচালিত হচ্ছে। স্কুলের পাশেই মসজিদ। আমরা মসজিদ ও স্কুল পরিদর্শন করি। তখন এসেম্বলী চলছিল। বাচ্চারা তেলাওয়াত ও নযম পরিবেশন করে তারপর মওলানা বশীরুর রহমান সাহেব উপস্থিত ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে শুভেচ্ছা-বক্তব্য দেন এবং দোয়া করে আমরা বিদায় নেই।

তারপর আমাদের গাড়ী পেহেলগামের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। পেহেলগাম যাওয়ার পথে আপেলের বাগান পড়ে রাস্তার দু'ধারে। তখন সবে মাত্র ফুল আসছিল গাছে। এটিও একটি বরফের পাহাড়। এখানে বেশ কিছু সময় কাটাই। পেহেলগাম থেকে ফেরার পথে গাড়ীতে যোহর আসর নামায পড়ি। বিকাল ৩ টার পর আমরা নাসেরাবাদ জামা'তে জনাব জাফর উল্লাহ্ সাহেবের বাসায় পৌঁছি। দুপুরে এখানে খাবারের ব্যবস্থা ছিল। খুব তৃপ্তি সহকারে খাবার খাই। তারপর জাফরানের চা দেওয়া হলো। এই প্রথম জাফরানের চা খেলাম। খুব সুস্বাদু শীতের সময় এটি খুব ভালো কাজ করে। এখানে মাহমুদাবাদ, মাসরূরাবাদ নামে জামা'ত আছে। নাসেরাবাদে প্রায় তেরশত আহমদী আছে। ৩ জন মোয়াল্লেম ১ জন মুরব্বী আছেন। মুরব্বী হিসাবে কর্মরত মাওলানা হামীদুল্লাহ হাসান হায়দারাবাদী সাহেবের সাথে দেখা হয়। অত্র এলাকাতে ঋষিনগর, আহারবাল, কুড়েল ও আসনুর নামে আরো জামাত আছে। সবশেষে আমরা আসুনর জামা'তে জনাব বাশারত আহমদ ডার সাহেবের বাসায় যাই। তিনি ওই জামা'তের আমীর। মসজিদের পাশেই তার বাসা।

এখানেও হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এর একটি দু'তলা কুটির আছে । গরমের সময় তিনি (রা.) এখানে ২/৩ মাস অবস্থান করতেন। এখানে প্রায় ১২ জন সাহাবী ছিলেন। জনাব বাশারত আহমদ ডার সাহেবের দাদা, হাজী ওমর ডার এবং পিতা আব্দুর রহমান ডার উভয়ে সাহাবী ছিলেন। এই জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা রাজ ফজলুর রহমান, তিনিও সাহাবী ছিলেন। বাশারত সাহেবের দুই ছেলে, তাহের বাশারত ডার ও ইয়াসির বাশারত ডার, উভয়ের সাথে আমাদের সাক্ষাৎ হয়। আসনুরের মসজিদের নাম মসজিদ বাইতুল মামুর। আমরা এখানে মাগরিব ও এশার নামায জমা আদায় করি। মাওলানা বশীরুর রহমান সাহেব নামায পড়ান। এখানে শীতের কারণে এক জাতীয় পোশাক পড়া হয়, যার ভিতরে আগুনের কুন্ডুলি রাখা হয়। মজার বিষয় হলো, ঐ দিন বড় ছোট যারাই মসজিদে এসেছেন, সবার পড়নে এই পোশাক ছিল। এটি শরীরকে অনেক গরম রাখে । নামাযের পর আমরা সবার সাথে কোলাকোলি করি। তারা আমাদেরকে সাত দিন থাকার অনুরোধ করেন। কিন্তু আমরা তাদের অনুরোধ রাখতে পারিনি।

যাহোক, রাতে জনাব বাশারত আহমদ ডার

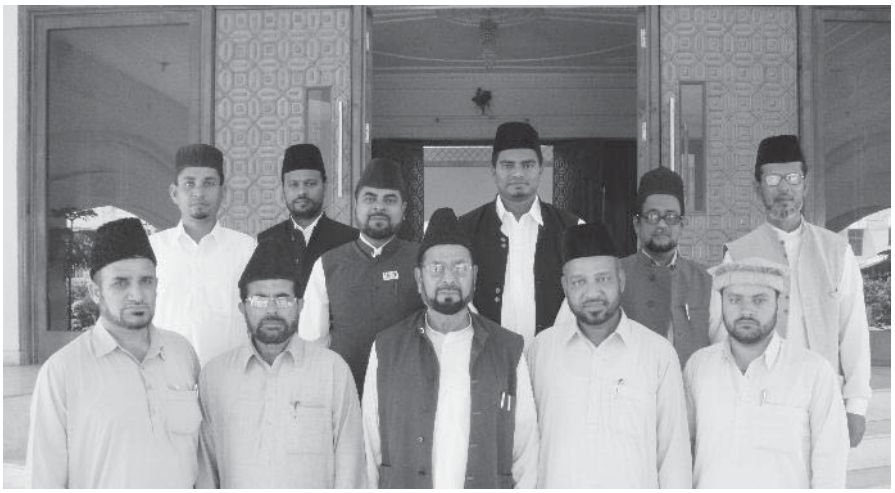

জামেয়া আহমদীয়া কাদিয়ানের প্রিন্সিপাল ও অন্যান্য শিক্ষকদের সাথে লেখক ও সফরসঙ্গীগণ

সাহেবের বাসায় খাবার খেয়ে ইজতেমায়ী দোয়া করে ১০ টার দিকে কাদিয়ানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করি। যদিও সে রাতে এখানে থাকার কথা ছিল, কিন্তু বিশেষ কারণে থাকা হয়নি। কারণটি হলো কাশ্মীরে দুটি রাজধানী শহর, কাশ্মীর ও জম্মু। জম্মু হতে রাজধানী কশ্মীরে সিফ্‌ট করবে এবং তা অজ রাত হতে গাড়ীসহ মালামাল আসতে শুরু করবে। হাজার হাজার গাড়ী, রাস্তায় জ্যাম হতে পারে, এ কারণে আমরা রাতেই রওয়ানা দিতে বাধ্য হই। ফেরার পথে আমরা জম্মুতে যাই। তখন সকাল হয়ে যায়। জম্মু ছোট্ট একটি শহর। এই শহরে বাগে বাহু নামে একটি বাগানে যাই ১০ টাকা করে টিকেট কিনে। এখানে বেশ কিছুক্ষণ অবস্থানের পর সোজা কাদিয়ানের পথে রওয়ানা দেই এবং বেলা ২ টার পর আমরা কাদিয়ান সরায়ে ওয়াসিম পৌঁছি। আমাদের গাড়ীর ড্রাইভার ছিলেন রহমত আলী, তিনি একজন ওয়াক্‌ফে জিন্দেগী, খুব মজার মানুষ।

সুধী পাঠক: পূর্বে উল্লেখ করেছিলাম যে, বেহেস্তী মাকবেরা সম্পর্কে আরো কিছু আলোকপাত করবো। ১২-৪-২০১৪ তারিখ জামেয়া বন্ধ থাকাতে আমরা ক্লাসে যাইনি। তবে সময়টাকে অন্য কাজে লাগানোর জন্য পূর্বেই প্রোগ্রাম তৈরী করা ছিল। ঐদিন অনুমতি সাপেক্ষে আমরা সকাল ৯ টায় বেহেস্তী মাকবেরার মূল অংশে প্রবেশ করি। হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর মাজার এবং হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর মাজার সহ অন্যান্য মাজার পরিদর্শন করি, ছবি তুলি এবং ইজতেমায়ী দোয়া করি। অল্প সময়ের জন্য আমাদের অনুমতি দেয়া হয়েছিল। নিরাপত্তা জনিত কারণে এখন এই নিয়ম করা হয়েছে। তবে বাইরে থেকে প্রতিনিয়ত দোয়া করার সুযোগ আছে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)কে একটি জায়গা দেখানো হয়েছে এবং জানানো হয়েছে যে, ইহা তোমার কবরের স্থান হইবে। এই কবরস্থান এর জন্য তিনি (আ.) যে দোয়া করেছিলেন এবং যা আল ওসীয়্যত পুস্তকে উল্লেখ রয়েছে, পাঠকদের স্মরণ করানোর জন্য এখন আমি তা নিম্নে পেশ করছি:–

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, আমি দোয়া করিতেছি, খোদা যেন ইহাতে বরকত দান করেন এবং ইহাকেই বেহেশতী মাকবেরায় পরিণত করেন। জামাতের সেই সকল পবিত্র আধ্যাত্মিক ব্যক্তিগণের যেন ইহা নিদ্রাস্থান হয়, যাঁহারা প্রকৃতই ধর্মকে পৃথিবীর যাবতীয় বিষয়ের ওপর প্রাধান্য দান করিয়াছেন ও সংসার-প্রেম পরিহার করিয়াছেন ও খোদার হইয়া গিয়াছেন এবং নিজেদের মধ্যে এক নেক-পরিবর্তন সাধন করিয়াছেন এবং রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণের ন্যায় বিশ্বস্ততা ও সত্য-নিষ্ঠার আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন। আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন।

আবার আমি দোয়া করিতেছি, হে আমার সর্বশক্তিমান খোদা! এই ভূমিখন্ডকে আমার জামাতের সেইসব পবিত্র-চিত্ত ব্যক্তিগণের সমাধিক্ষেত্রে পরিণত কর, যাঁরা প্রকৃতই তোমার হয়ে গিয়েছেন এবং যাঁহাদের কার্যকলাপে পার্থিব স্বার্থের সংমিশ্রণ নাই। আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন।

পুনরায়, আমি তৃতীয়বার দোয়া করিতেছি, হে আমার সর্বশক্তিমান ও দয়ালু, হে ক্ষমাশীল পরম দয়াময় খোদা! তুমি শুধু সেই লোকদিগকে এখানে কবরের জায়গা দান কর, যাঁহারা তোমার এই প্রেরিতের প্রতি প্রকৃত ঈমান রাখেন এবং কোন প্রকার কপটতা, স্বার্থপরতা ও অন্যায়-সন্দেহ নিজেদের অন্তরে পোষণ না করেন, এবং ঈমান ও অনুবর্তিতার দাবীসমূহ পূরণ করিয়া থাকেন, এবং তোমারই জন্য ও তোমারই পথে আন্তরিকতার সহিত জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, যাঁহাদের প্রতি তুমি সন্তুষ্ট এবং যাঁহাদের সম্বন্ধে তুমি জান যে, তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে তোমার প্রেমে বিলীন হইয়া গিয়াছেন এবং তোমার প্রেরিতজনের সহিত বিশ্বস্ততা, শিষ্টাচার ও অকপট বিশ্বাস সহকারে প্রেম ও মরণ-পণ সম্পর্ক রাখেন, আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন।

ঐদিন সকাল ১০ টায় মসজিদ আকসা সংলগ্ন "মিনারাতুল মসীহ্" দেখার জন্য যাই। একজন ভাই মিনারাতুল মসীহ্‌র দরজা খুলে দেন। আমরা সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠি। প্রায় ছয়তলা হবে এর উচ্চতা। বিরানব্বইটি ধাপ রয়েছে। ওপরে উঠে আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে দোয়া করি। ওপর থেকে চারদিকে খুব সুন্দর দৃশ্য দেখা যায়। এর পাশেই হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর শ্রদ্ধেয় পিতা মির্যা গোলাম মুর্তজা সাহেবের মাজার রয়েছে। মসজিদ আকসার যে অংশে ইমাম মাহদী (আ.) নামায ও দোয়া করতেন, সে অংশে আমরা নফল নামায আদায় করি ও কিছুক্ষণ বসে নীরবে দোয়া পড়ি। তার পাশেই খুতবা ইলহামীয়ার ফলক লাগানো আছে। যে স্থানে দাঁড়িয়ে হযরত সাহেব ১৯০০ সনের ১১ই এপ্রিল ঈদুল আযহার দিনে মহান আল্লাহ্ তা'লা কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে আরবী ভাষায় খুতবা প্রদান করেন, তা-ই 'খুতবায়ে ইলহামীয়া' নামে খ্যাত হয়ে আছে। সম্পূর্ণ খুতবাটি ইলহাম আকারে তাৎক্ষণিক ভাবে হযরত মসীহ্ মাওউদ (রা.)-এর ওপর নাযিল হয়।

তারপর ওখান থেকে আমরা পায়ে হেঁটে প্রায় দুই কিলোমিটার পূর্বদিকে যাই, যেখানে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর শ্রদ্ধেয় আম্মাজানের মাজার রয়েছে। এটি একটি পারিবারিক কবরস্থান। এর আশে-পাশে অনেক জায়গা বিরোধীরা দখল করে নিয়েছে। এমন কি কবরস্থানটিও বেদখল ছিল। তবে বর্তমানে শুধু কবরস্থানটি জামাতের হাতে এসেছে, তেমন একটা সংস্কার করা হয়নি। ওখানে আমরা সবাই নিরবতা পালনের মাধ্যমে ইজতেমায়ী দোয়া

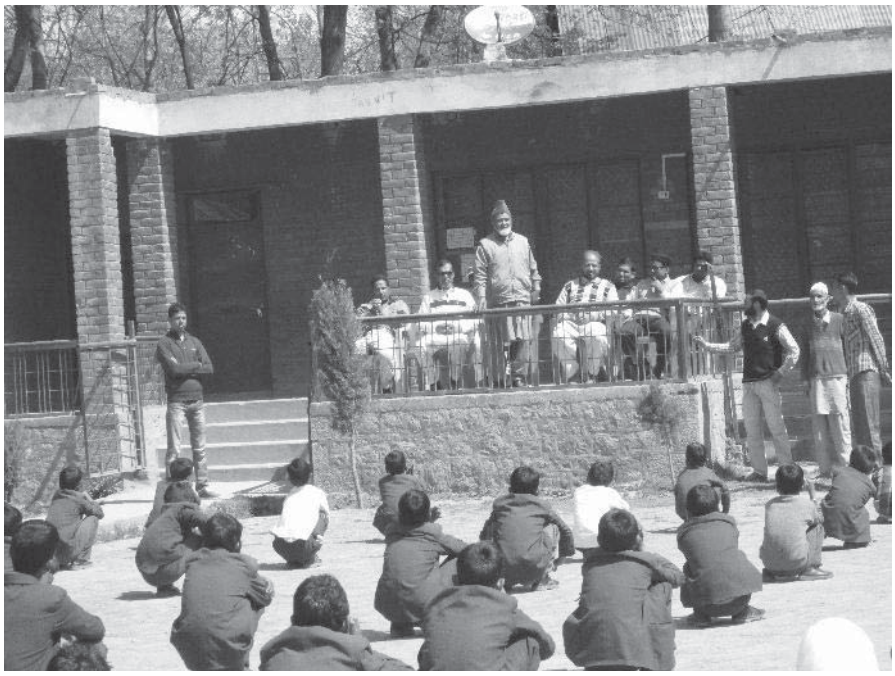

হারি ভারী আহমদী স্কুল

করি। অত্র এলাকাটি দেখানোর জন্য মাওলানা আব্দুল কাইয়ুম মুরব্বী সিলসিলাহ্ আমাদের সাথে ছিলেন। তারপর অন্য একদিন জামেয়া হতে ফেরার পথে "ফজলে উমর প্রেস" কাদিয়ান পরিদর্শন করি। মোহতরম মনির আহমদ হাফেজাবাদী সাহেব আমাদের ঘুড়িয়ে ঘুড়িয়ে প্রেসের বিভিন্ন জিনিষ দেখান এবং আমাদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। জামাতের যাবতীয় প্রকাশনার কাজ খুব সুন্দর ভাবে এখানে করা হয়ে থাকে।

অত:পর ২৯-০৪-২০১৪ সকালের নাস্তা করে আমরা দোয়া ও সদকা প্রদানের মাধ্যমে জামা'তের একটি গাড়ীতে হুশিয়ারপুর রওয়ানা দেই। কাদিয়ান থেকে দু ঘন্টার রাস্তা। আমরা ব্যাংক বাজার কর্ণাক মন্ডি হুশিয়ার পুর আহমদীয়া কমপ্লেক্স পৌঁছি। এটি সেই পবিত্র স্থান, যেখানে হযরত ইমাম মাহ্দী ও মসীহ মাওউদ (আ.) জামাত প্রতিষ্ঠার পূর্বে ৪০ দিনের জন্য চিল্লাকাশি (নিরবে ইবাদত) করতে এসেছিলেন। তিনি (আ.) ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে জানুযারী মাসে এক সফরে এখানে এসেছিলেন। এ সময় তিনি 'মুসলেহ্ মাওউদ' সংক্রান্ত মহান সুসংবাদ প্রাপ্ত হন। সে যুগে ঐ স্থানটি একটি বাগান-বাড়ি ছিল, যার চিহ্ন আজ নেই। পুরোটাই শহরে রূপান্তরিত হয়েছে। যে স্থানে তিনি (আ.) ইবাদতে মগ্ন ছিলেন, ওখানে আমরা দু'রাকাত নফল নামায আদায় করি, বেশ কিছুক্ষণ দোয়া করি। স্থানীয় মিশনারী সাহেব জানান, বর্তমানে হুশিয়ারপুর জামাতে ৪০ জন সদস্য আছেন অনেকেই দূরে অবস্থান করেন। এখানে নিয়মিত নামাযের ব্যবস্থা আছে। এখান থেকে বিদায় নিয়ে আমরা লুধিয়ানার উদ্দেশ্যে যাত্রা করি। লুধিয়ানায় প্রচন্ড মোখালেফাত চলছে।

১৯৯৯ সালে আহরারীদের সাথে একটি বাহাস হয়েছিল। তারপর ১০/০৪/২০০০ সালে আব্দুর রহিম নামে আমাদের এক ভাইকে তারা অত্যন্ত নির্মম ভাবে শহীদ করেন। এ স্থানেই আহমদীয়া জামাতের গোড়াপত্তন হয় বয়আতের মাধ্যমে। ২০ শে রজব, ১৩১০ হিজরী মোতাবেক ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের ২৩ মার্চ তারিখে লুধিয়ানা নিবাসী হযরত সূফী আহমদ জান সাহেবের মহল্লা জাদীদস্থ গৃহে প্রথম বয়আত নেয়া শুরু হয়। সেদিন ৪০ জন পবিত্র আত্মা হুযূর (আ.)-এর পবিত্র হাতে বয়আত গ্রহণ করেন, আলহামদুলিল্লাহ্। তবে উল্লেখ্য যে, সবাই একত্রে বয়আত নেন নি। সবাই পাশের রুমে বসা ছিলেন আর একজন করে এসে ইমাম মাহ্দী (আ.) এর হাতে বয়আত নেন। তাদের মাঝে উল্লেখযোগ্য হলেন, হযরত হেকীম মাওলানা নূরুদ্দীন (রা.) সাহেব, হাফেয হামিদ আলী সাহেব (রা.), মুন্সি আব্দুল্লাহ্ সানৌরী সাহেব (রা.), মুন্সী আড়োরা খান সাহেব (রা.), মুন্সী জাফর আহমদ সাহেব (রা.), পীর সিরাজুল হক সাহেব নোমানী সাহেব (রা.) ও মৌলবী আব্দুল করীম সিয়ালকোটি সাহেব (রা.)। প্রথমে আমরা বয়আতের স্থানে বসি। ছোট্ট একটি রুম। তারপর পাশের মসজিদে যোহর ও আসর নামায জমা আদায় করি। মাওলানা বশিরুর রহমান সাহেব নামায পড়ান।

ওখানে মওলানা নাসিম আহমদ সাহেব ও মাওলানা আব্দুল হক সাহেব (দু'জন মুরব্বী সিলসিলাহ্) আমাদের সময় দেন। লুধিয়ানাতে বর্তমানে ৭০ জন আহমদী সদস্য আছেন। অত্র এলাকাতে ৫ লাখ মুসলিম ও ৬৩ জন আহমদী আছে। দুপুরে একত্রে আমরা খাবার খাই। কাদিয়ান লঙ্গর খানা থেকে নিয়ে যাওয়া খাবার ও স্থানীয় ভাবে তৈরী করা খাবার ঐ বয়আতের স্থানে সবাই মিলে খাওয়া হয়। তারপর নিরবে বেশ কিছুক্ষণ দোয়া পড়া হয় এবং ছবি তোলার পর ইজতেমায়ী দোয়ার মাধ্যমে বিদায় নিয়ে কাদিয়ানের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেই। কাদিয়ানে থাকা অবস্থায় আমরা তালিমুল ইসলাম হাই স্কুল, নূর হাসপাতাল, রুটি প্লান্ট, লঙ্গর খানা,ও জলসাগাহ্সহ আরো অন্যান্য দর্শনীয় স্থান দেখার সৌভাগ্য লাভ করি।

দেখতে দেখতে আমাদের নির্ধারিত দিন শেষ হতে চলে আর আমাদের মনটাও খারাপ হতে লাগলো এই ভেবে যে, এই পবিত্র ভূমি কিভাবে ছেড়ে চলে যাই। ভালোই তো ছিলাম কয়টা দিন। কিন্তু কি আর করা, নিজের মাতৃভূমিকে তো আর ভুলা যায় না। পূর্বেই উল্লেখ করেছি কাদিয়ানে বেশ কয়েকটি মসজিদ রয়েছে, তার মধ্যে আমরা ৬ টি মসজিদে নামায পড়ার সুযোগ পেয়েছি। কাদিয়ানে জুমুআর নামায শুধুমাত্র মসজিদে আকসাতে হয়। জুমুআর দিন সবাই এই মসজিদে নামায পড়তে চলে আসেন আর লাজনাদের জন্য মসজিদ মোবারক ছেড়ে দেয়া হয়। এবার আসি মেহমান নেওয়াজীর ব্যাপারে। আল্লাহ্র ফযলে আমরা যে গেষ্ট হাউজে ছিলাম, তা অনেক উন্নত। ওখানে দায়িত্বে আছেন জনাব তাহের আহমদ সাহেব, তার সাথে আরও ২/১ জন সহযোগী ছিলেন। মূল লঙ্গর খানা হতে খাবার এনে ডাইনিংএ আমাদেরকে পরিবেশন করা হতো। যখন যা খেতে চেয়েছি উনারা চেষ্টা করেছেন দেয়ার জন্য। লঙ্গর খানার মূল দায়িত্বে আছেন জনাব মাহফুজ আহমদ ভাই। তিনি অত্যন্ত মজার মানুষ, সর্বদা আমাদের

খবরাখবর নিয়েছেন। তাছাড়া নয়টি বাঙালী-অবাঙালী আহমদী বাড়ীতে দাওয়াত খাওয়ানোর আয়োজন ছিল। তাদের অনেকে দরবেশ পরিবারের সদস্য।

মজলিস আনসারুল্লাহ্‌র সদর সাহেব মওলানা কারী নবাব শাহ ওনার দপ্তরে দু'দিন আমাদের আমন্ত্রণ জানান। জামাতী বিষয়ে অনেক কিছু আলোচনা হয়। তিনি একজন বয়আতকৃত আহমদী এবং ওয়াক্‌ফে জিন্দেগী। সদর সাহেবের পক্ষ থেকে আমাদেরকে একটি করে ডাইরী, ফাইল, ও খুতবার বই তোহফা দেন। এছাড়া খোদ্দামুল আহমদীয়ার সদর মাওলানা রফিক আহমদ বেগ সাহেবের দপ্তরেও একদিন বৈঠক হয়েছে। ওনার দপ্তরের কার্যাবলী সম্পর্কে তিনি আমাদেরকে ধারণা দেন। তিনি মুরব্বী সিলসিলাহ ও সদর মজলিসের দায়িত্বে আছেন, তিনি কথা খুব গুছিয়ে বলেন। এছাড়া যে সকল বুযুর্গানে দ্বীনের সাথে মোলাকাত হয়েছে, তাদের নাম বর্ণনা করছি। ১। মোহতরম মিয়া খুরশিদ আহমদ সাহেব, ২। মোহতরম মিয়া গোলাম আহমদ সাহেব। ইনারা দু'জন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বংশের সদস্য। ৩। দরবেশ তৈয়ব আলী সাহেব। ৪। মাওলানা মুহাম্মদ হামিদ কাওছার সাহেব। ৫। মোহতরম মাওলনা এনায়েতউল্লাহ্ সিকদার সাহেব। ৬। মাওলানা সুলতান আহমদ জাফর সাহেব। ৭। মাওলানা জহির আহমদ খাদেম সাহেব। ৮। মাওলনা আবদেল ওয়াকিল নায়েক ইমাম মসজিদ মোবারক সাহেব। ৯। মাওলানা সৈয়দ কলিম উদ্দিন আহমদ সাহেব, ১০। মোহতরম সিরাজ আহমদ সাহেব নায়েব নাযের আলা। ১১। মাওলানা মনির আহমদ হাফেজাবাদী সাহেব। ১২। মাওলানা জয়েন উদ্দিন হামিদ সাহেব। ১৩। মাওলনা সৈয়দ আফতাব আহমদ সাহেব। ১৪। মাওলনা আনোয়ার মাহমুদ ইউসুফ সাহেব এবং ১৫। মোহতরম মাওলানা এনাম ঘোরী নাযের আলা, কাদিয়ান সাহেব প্রমুখ। এই বুযুর্গদের অনেকেই দরবেশের সন্তান।

কাদিয়ানে বর্তমানে ৩১৩ জন দরবেশের মধ্যে মাত্র ১৩ জন জীবিত আছেন। তার মধ্যে শুধুমাত্র দরবেশ তৈয়্যব আলী সাহেব নামাযে আসতে পারেন, বাকীরা শয্যাশায়ী অবস্থায় দিন অতিবাহিত করছেন। দরবেশদের অনেক অবদান রয়েছে, যা উল্লেখ করলে অনেক বড় ইতিহাস হবে। তাছাড়া তাদের কুরবানির কথা বলে তাদেরকে খাটো করতে চাই না। এক কথায় কাদিয়ানে আজ যা আছে, তা এই মহান দরবেশদেরই কুরবানীর ফল। দোয়া করি, মহান আল্লাহ্ তা'লা জীবিত দরবেশদেরকে দীর্ঘজীবন দান করুন এবং যেসকল দরবেশ আমাদেরকে ছেড়ে চলে গেছেন, তাদেরকে মহান আল্লাহ্ তা'লা জান্নাতের উচ্চ মোকাম দান করুন, আমীন।

৩০/০৪/২০১৪ রোজ বুধবার আমাদের ফেরার পালা। পূর্বেই সবার নিকট দোয়া চেয়ে বিদায় নেওয়া হয়েছে। আজ রাতই ছিল আমাদের জন্য ইবাদতের শেষ সুযোগ, যা যথাসাধ্য কাজে লাগাতে চেষ্টা করেছি। আর কবে আসা হবে এই পবিত্র-ভূমিতে, আল্লাহ্ তা'লাই ভাল জানেন। সকাল থেকেই নিজেদের ব্যাগ, লাগেজ ও অন্যান্য মালপত্র গুছানো হলো। দুপুর ১২ টায় দুটো গাড়ীতে আমরা প্রথমে অমৃতসর রেল ষ্টেশনে আসি। ওখান থেকে ট্রেনে ৪-১৫ মিনিটে নিযাম উদ্দিনের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু হয়। রাত ৪-১৫ মিনিটে হযরত নিযামউদ্দিন ষ্টেশনে নেমে মালামাল নিয়ে বাহিরে আসি। দিল্লী আঞ্জুমান হতে এক ভাই, একটি গাড়ী ভাড়া করে নিয়ে আসেন, তাতে মালামাল তুলে দেয়া হলো দিল্লী আঞ্জুমানে রাখার জন্য।

তারপর আমরা এক জায়গাতে ফজর নামায পড়ে নেই। সকালে নাস্তা করে হযরত নিযামউদ্দিন হতে সকাল ৭ টার ট্রেনে আগ্রা যাই। প্রায় ৩ ঘন্টা সময় লাগে। আগ্রাতে মিশন হাউজ হতে দু'টি গাড়ী পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ঐ গাড়ীতে করে আমরা আগ্রার তাজমহল দেখতে যাই। গাড়ী দু'টি ছেড়ে দিয়ে উটের গাড়ীতে করে ৭ম আশ্চর্যের অন্যতম আশ্চর্য 'তাজমহল' দেখতে যাই। মার্বেল পাথরে তৈরী এই সেই তাজমহল, যা দেখার জন্য হাজার হাজার মানুষ প্রতিদিন ভীড় জমায়। পাশে দু'টি মসজিদ, একটি নদী এবং একটি পার্ক রয়েছে। নদীতে পানি নেই, তাই বাগানের অবস্থা বেশী ভালো না। আগ্রাতে সে সময় প্রচন্ড গরম পড়েছিল। তাজ মহলের বিভিন্ন অংশ দেখার পর লালদুর্গে যাই। এখানে কিভাবে যুদ্ধ হয়েছিল, তার চিহ্নাবলী রয়েছে। তারপর বাদশাহ আকবরের মাজারে যাই। অনেক জায়গা নিয়ে নির্মিত মাজার। এখানে অন্যান্য আরো কবর রয়েছে। তারপর আগ্রা মিশন হাউজে যাই এবং যোহর আসর নামায জমা আদায় করি। মিশন হাউজে হালকা চা নাস্তা সেড়ে দোয়া করে বিদায় নেই। একটি গাড়ী আমাদেরকে আগ্রা ষ্টেশনে পৌঁছে দেয়।

ঐ দিন ০১-০৫-২০১৪ সন্ধ্যা ৬-১৫ মিনিটে ট্রেনে আগ্রা হতে হযরত নিযামউদ্দিনের মাজারের পথে যাত্রা করি। রাত ১০ টায় ষ্টেশনে পৌঁছি এবং পরে মাইক্রোবাস ভাড়া করে দিল্লী মিশন হাউজ পৌঁছি। রাতে সবাই হালকা খাবার খেয়ে মাগরীব ও এশা নামায পড়ে বিশ্রাম নেই। ০২-০৫-২০১৪ সকালে হযরত নিযামউদ্দিন মাজার, কুতুব মিনার, ইন্ডিয়া গেইট ঘুরে এসে জুমুআর আগেই খাবার খেয়ে গাড়ীতে মালামাল তুলে রাখি। জুমুআর নামায দিল্লী আঞ্জুমানে পড়ে সবার নিকট বিদায় নিয়ে সোজা নয়াদিল্লীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করি। নয়াদিল্লীতে ১৩নং প্লাট ফরমে মালামাল সব নিজেরাই বহন করে নিয়ে যাই। অনেক বড় ষ্টেশন এটি। ঐ দিন বিকাল ৪-৩০ মিনিটে রাজধানী এক্সপ্রেসে (এসি) সোজা সিয়ালদাহ ষ্টেশনে পর দিন সকাল ১০টায় পৌঁছি। ট্রেনের মধ্যেই তিন বেলা খাবারের ব্যবস্থা ছিল এবং উন্নত খাবার পরিবেশন করা হয়েছে। ষ্টেশনে নেমে আমরা কলকাতা আঞ্জুমানে যাই। ঐ রাতেই ০৪-০৫-১৪ইং পুনরায় সিয়ালদাহ ষ্টেশনে আসি। সিয়ালদাহ হতে ভোর ৪:১৫ মিনিটে ট্রেন ছেড়ে আসে বনগাঁও এর উদ্দেশ্যে। দুই ঘন্টার মধ্যেই বণগাঁও পৌঁছে যাই। বনগাঁও হতে বেবীতে ইন্ডিয়া বর্ডারে আসি। এখানকার কাষ্টম্‌স এবং বাংলাদেশ বর্ডারের কাষ্টম্‌স, ইত্যাদি পার হতে বেলা ৯টা বেজে যায়। পরিশেষে বর্ডার পার হলাম।

২১-০৩-২০১৪ হতে ০৪-০৫-২০১৪ পর্যন্ত দীর্ঘ ৪৫ দিনের এ সফর ছিল আমাদের। এ সফর অত্যন্ত ফলপ্রসূ ও বরকতমন্ডিত হয়েছে। এ লেখাতে শুধুমাত্র এক ঝলক তুলে ধরলাম। সুধী পাঠক, আমরা যদি সত্যিকার অর্থে নিজেদের আধ্যাত্মিকতা বাড়াতে চাই, তাহলে অবশ্যই একবারের জন্য হলেও কাদিয়ানের পবিত্র ভূমি ঘুরে আসা উচিত। কাদিয়ান যাওয়া আসাতে তেমন বেশী খরচ হয় না। পাসপোর্টের খরচের পর কেনাকাটা বাদে সর্বসাকুল্যে ৫০০০ টাকা খরচ হবে।

সুতরাং কাদিয়ানের জলসা হোক বা অন্য যেকোন সময় হোক (তবে ফেব্রুয়ারী হতে মার্চ উত্তম সময়) হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর জন্মভূমি ঘুরে আসা প্রয়োজন। আশা করি মহান আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে এর তৌফিক দান করবেন, আমীন।

সংবাদ

পবিত্র রমযান উপলক্ষে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, তেজগাঁও-এ বিশেষ ইফতার ও তবলিগী সভা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় অবস্থিত আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, তেজগাঁও-এ গত ১৯শে জুলাই ২০১৪ মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, তেজগাঁও-এর উদ্যোগে পবিত্র রমযান মাস উপলক্ষে স্থানীয় জামে মসজিদ 'আল মসজিদ বায়তুল ইসলামে' জেরে তবলীগ অতিথিদের নিয়ে এক বিশেষ ইফতার ও তবলিগী সভার আয়োজন করা হয়। এতে মসজিদের ইমাম, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-ছাত্রসহ এলাকার গণ্যমাণ্য ব্যক্তিবর্গকে নিমন্ত্রণ করা হয়। যথা সময়ে সকলেই উৎসাহের সাথে আহমদীয়া মসজিদে উপস্থিত হন। বাদ আসর পবিত্র কুরআন থেকে দরস প্রদান করেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের মোবাল্লেগ ইনচার্জ মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী। দরস শেষে আগত অতিথিদের সবাই একত্রে ইফতার করেন।

বাদ মাগরীব আগত অতিথিদের উপস্থিতিতে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ধর্ম-বিশ্বাস সম্পর্কিত এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভার শেষ দিকে আগত মেহমানগণ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্ন করেন। কুরআন ও হাদীসের আলোকে মওলানা সাহেব তাদের সকল প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন। আলোচনা পর্বের মাঝখানে এশা ও তারাবী নামায আদায় করা হয়। তারাবী নামায শেষে পুনরায় মেহমানগণ আহমদীয়া জামা'তের বিরুদ্ধে উত্থাপিত বিভিন্ন আপত্তি তুলে ধরে প্রশ্ন করেন। মোবাল্লেগ ইনচার্জ সাহেব তাদের সকল প্রশ্নের উত্তর পবিত্র কুরআন থেকে উপস্থাপন করেন।

এ আলোচনা রাত ১২টা পর্যন্ত চলে। যথাযথ উত্তর পাওয়ায় আগত অতিথিগণ আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং আহমদীয়া জামা'ত সম্পর্কে তাদের যে ভ্রান্ত ধারণা ছিল তা দূর হয়েছে বলে স্বীকার করেন। অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় জামা'তের প্রেসিডেন্ট জনাব মোহাম্মদ আবদুল ওয়াদুদ, মওলানা রাসেল সরকার, মৌ. মাহমুদ আহমদ সুমন এবং মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া তেজগাঁও-এর কায়েদ। দোয়ার মাধ্যমে তবলিগী আলোচনা সভা শেষ হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রায় ৮০ জন উপস্থিত ছিলেন।

সৈয়দ মুহাম্মদ মহিদুল ইসলাম

লাজনা ইমাইল্লাহ্ মাদারটেকে খেলাফত দিবস পালিত

গত ১৯/০৫/২০১৪ তারিখ বৃহস্পতিবার বিকাল ৪-৩০ মিনিট হতে লাজনা ইমাইল্লাহ্ মাদারটেক-এর উদ্যোগে খেলাফত দিবস উপলক্ষ্যে একটি আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত দিবস কুরআন তেলাওয়াত ও দোয়ার মাধ্যমে শুরু হয়। এতে খেলাফতের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো– খেলাফতের আনুগত্য জরুরী, খেলাফতের গুরুত্ব ও কল্যাণ, আহমদীয়া খেলাফতের মাধ্যমে ইসলামের বিজয় ও বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার ইত্যাদি। দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ১৭ জন উপস্থিত ছিলেন।

জাকিয়া সুলতানা

লাজনা ইমাইল্লাহ্ চট্টগ্রামের খেলাফত দিবস পালন

লাজনা ইমাইল্লাহ্ চট্টগ্রামের উদ্যোগে খেলাফত দিবস পালন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন রওশন আরা আহমদ। দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করেন মুসলেহা জাফর, হাদীস পাঠ করেন নাদিয়া মোবারক, অমৃতবাণী পাঠ করেন বুশরা মজীদ এবং নযম পাঠ করেন আসেফা খাতুন, তাহেরা মজীদ ও সিফাত আজীম উপমা।

বক্তৃতাপর্বে 'খেলাফত দিবসের গুরুত্ব ও কল্যাণ' নিয়ে বক্তব্য প্রদান করেন সালমা আক্তার জুয়েল। 'খেলাফত দিবসের গুরুত্ব' এ সম্পর্কে বক্তব্য করেন আমাতুল নাযিম। সবশেষে দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ৬০ জন লাজনা নাসেরাত উপস্থিত ছিলেন।

সারাহ্ সাঈদ

মজলিস আনসারুল্লাহ, তেজগাঁও-এর উদ্যোগে সপ্তাহ ব্যাপী তালিমুল কুরআন ও তরবিয়তী ক্লাস অনুষ্ঠিত

পবিত্র মাহে রমযান উপলক্ষ্যে মজলিস আনসারুল্লাহ তেজগাঁও-এর উদ্যোগে স্থানীয় জামে মসজিদে সপ্তাহব্যাপী তালিমুল কুরআন ও তরবিয়তী ক্লাসের আয়োজন করা হয়। ক্লাসের শুভ সূচনা হয় ১২ জুলাই রোজ শনিবার বাদ মাগরিব পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে। ক্লাসে পবিত্র কুরআনের শেষ ১৫টি সূরা শুদ্ধভাবে উচ্চারণ ও মুখস্থ করানো ও শোনা হয়। ক্লাস পরিচালনা করেন জনাব মাহমুদ আহমদ সুমন, মোয়াল্লেম ওয়াকফে জাদীদ। এছাড়া তরবিয়তী অধিবেশনে স্থানীয় জামা'তের প্রেসিডেন্ট, জেনারেল সেক্রেটারী, সেক্রেটারী ফাইনান্স, যয়ীম আনসারুল্লাহ, ন্যাশনাল সেক্রেটারী তালিমুল কুরআনসহ অন্যান্যারা পর্যায়ক্রমে 'নিয়মিত কুরআন পাঠের গুরুত্ব' 'পবিত্র কুরআনের মাহাত্ম' 'কুরআন মানব জাতির জন্য আল্লাহর রহমত' 'মহানবী (সা.) ও পবিত্র কুরআন' এবং 'পবিত্র কুরআনের আলোকে আল্লাহর রাস্তায় দানের গুরুত্ব' বিষয়ে বক্তব্য রাখেন।

১৮ জুলাই বাদ জুমুআ সপ্তাহ ব্যাপী উক্ত ক্লাসের সমাপ্তি ঘটে। প্রথমে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব মোহাম্মদ আব্দুল করীম। এরপর ক্লাসে অংশগ্রহণকারী সকল সদস্যের হাতে পুরস্কার তুলে দেন যীয়ম আনসারুল্লাহ জনাব মোহাম্মদ মাকসুদ উল হক ও স্থানীয় জামা'তের প্রেসিডেন্ট জনাব মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াদুদ। নিরব দোয়া পরিচালনার মাধ্যমে অনুষ্ঠানে সমাপ্তি হয়।

মোহাম্মদ মাকসুদ উল হক

নামাযের গুরুত্ব ও রমযানের তাৎপর্য নিয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা সভা

বিষ্ণুপুর মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার উদ্যোগে গত ১৮ জুলাই রোজ শুক্রবার বাদ জুমআ খোদ্দামুল আহমদীয়ার আয়োজিত সভায় নামাযের গুরুত্ব ও রমযানের তাৎপর্য নিয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় কায়েদ জনাব মিনহাজ উদ্দীন আহমদ মুন্না। সভায় কুরআন তেলাওয়াত করেন মৌ. আব্দুস সালাম, মোয়াল্লেম, নযম পরিবেশন করেন মুহাম্মদ ইসমাঈল মিয়া। সভায় বিষয়-ভিত্তিক বক্তৃতা করেন জনাব শফিকুল ইসলাম বাবু, জনাব আমীর মাহমুদ ভূইয়া এবং মৌ. আব্দুস সালাম। পরিশেষে সভাপতির ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

মিনহাজ উদ্দীন আহমদ

ফতুল্লার পিলকুনীতে বিশেষ ইফতার ও দরস

গত ১৪ জুলাই ২০১৪ সোমবার ফতুল্লা জামা'তের পিলকুনী হালকায় ইফতারের এক বিশেষ আয়োজন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। জনাব মজনু বিল্লাহ্, হালকা প্রেসিডেন্ট-এর উপস্থিতিতে জনাব রিপন হাওলাদারের বাসায় উক্ত বিশেষ ইফতার ও দরসের ব্যবস্থা করা হয়। দরস প্রদান করেন মৌলবি এনামুল হক রনী। দোয়া ও ইফতারের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়। এতে ৮ জন মেহমানসহ ৪০ জন উপস্থিত ছিলেন।

এনামুল হক রনী

জরুরী নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

মাহিল্লা আহমদীয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একজন সহকারী প্রধান শিক্ষক এবং একজন শিক্ষক আবশ্যক। মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের নির্দেশক্রমে নিম্নবর্ণিত যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের নিকট থেকে দরখাস্ত আহ্বান করা যাচ্ছে।

* আবেদনকারীর বয়স হতে হবে ২০ থেকে ৩০ এর মধ্যে। উপযুক্ত প্রার্থীর ক্ষেত্রে বয়স শীথিলযোগ্য
* কমপক্ষে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ হতে হবে।
* উপযুক্ত বেতন ভাতা প্রদান করা হবে।
* স্বামী স্ত্রী উভয়ই নূন্যতম উচ্চ মাধ্যমিক পাশ হলে শিক্ষকতা ক্ষেত্রে উভয়কে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।
* ওয়াকেফীনে নওদের ক্ষেত্রে অগ্রধাধিকার প্রদান করা হবে

উপরোক্ত বিষয়াদির প্রমাণস্বরূপ জীবন বৃত্তান্ত ও প্রত্যয়নপত্র সহ স্থানীয় জামা'তের আমীর/প্রেসিডেন্ট এর স্বাক্ষরিত চারিত্রিক সনদপত্র ও সদ্যতোলা ৩ (তিন) কপি পাসপোর্ট সাইজের রঙিন ফটো আবেদনপত্রের সাথে সংযুক্ত করে আগামী ২৫ আগষ্ট ২০১৪ এর মধ্যে মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের বরাবরে প্রেরণ করতে বলা হয়েছে।

শৈলমারী জামা'তে খেলাফত দিবস পালন

গত ১০/০৬/২০১৪ রোজ মঙ্গলবার বাদ মাগরীব হতে এশা পর্যন্ত শৈলমারী মসজিদে খেলাফত দিবস পালন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত দিবসে সভাপতিত্ব করেন জনাব নূরুল ইসলাম, জেনারেল সেক্রেটারী। প্রথমে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব তারেক আহমদ এবং নযম পাঠ করেন জনাব সাব্বির আহমদ। এরপর খেলাফত দিবস সম্পর্কে আলোচনা করেন মৌ. মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, মোয়াল্লেম। দোয়া ও সভাপতির ভাষণের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়। এতে ১৪ জন উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম

ওয়াকফে নও মাতাপিতা দিবস পালন

গত ১৬/০৬/২০১৪ তারিখে লাজনা ইমাইল্লাহ্ শ্যামপুরে ওয়াকফে নও মাতাপিতা দিবস পালন করা হয়। উক্ত দিবসের কার্যক্রম দোয়ার মাধ্যমে শুরু হয়। তারপর পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন ঐশী আহমদ, নযম পাঠ করেন মনিরা বেগম। 'একজন আদর্শ ওয়াকফে নও মাতা' এ বিষয়ে বক্তৃতা করেন যথাক্রমে জাহানারা বেগম, সালমা বেগম, সাবনুর, লুৎফা আহমদ। এতে অমৃতবাণী পাঠ করেন মমতারা বেগম। উক্ত অনুষ্ঠানে ২৫ জন উপস্থিত ছিলেন। পরিশেষে সভাপতির ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

মনিরা বেগম

কৃতি ছাত্রী

আমাদের প্রথম কন্যা সাদিয়া সিদ্দিকা মহান আল্লাহ্ তা'লার অশেষ ফযলে পঞ্চগড় সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ২০১৪ সালের এস, এস, সি পরীক্ষায় বিজ্ঞান বিভাগ থেকে গোল্ডেন এ প্লাস পেয়েছে, জাযাকুমুল্লাহ্। সাদিয়া একই বিদ্যালয় থেকে জে এস সিতে ট্যালেন্টপুলে ও পঞ্চম শ্রেণীতে সাধারণ গ্রেডে বৃত্তি পেয়েছিল।

সে পঞ্চগড় সরকারি মহিলা কলেজে বিজ্ঞান বিভাগে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি হয়েছে। মহান আল্লাহ্ তা'লা যাতে তাকে সু-স্বাস্থ্যসহ উচ্চ শিক্ষা লাভের তৌফিক দান করুন, সেজন্য সকল ভ্রাতা-ভগ্নির নিকট দোয়ার আবেদন করছি।

দোয়াপ্রার্থী

পিতা– *মহিউদ্দীন আহমদ*
মাতা– *মিসেস আয়েশা সিদ্দিকা*

তেজগাঁও জামা'তে পবিত্র রমযানে বিশেষ কার্যক্রম

পবিত্র রমযান মাস উপলক্ষে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, তেজগাঁও-এর পক্ষ থেকে কেন্দ্রের দিক-নির্দেশনা মোতাবেক বিশেষ কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়। এতে নিয়মিত বাজামাত তারাবী নামাজ আদায়, দারসে কুরআন, সকলে মিলে ইফতার, খোদ্দাম-আতফালদের তালিমী ক্লাস, সকলের কাছ থেকে তাহরীকে জাদীদ, ওয়াকফে জাদীদ এবং অন্যান্য চাঁদা আদায়ের বিশেষ পদক্ষেপসহ বিভিন্ন তরবিয়ত মূলক কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ। এছাড়া হুযূর (আই.)-এর তাহরীক অনুযায়ী পবিত্র রমযানে তেজগাঁও জামা'তের বেশ কয়েকজন সদস্য পবিত্র কুরআন একবার করে পাঠ শেষ করেন, আলহামদুলিল্লাহ।

এদের সবার জন্য দোয়ার আবেদন করছি। এছাড়া ঈদুল ফিতর উপলক্ষে মসজিদ সুন্দরভাবে সাজানো হয়। ঈদের নামাজের পর সবার জন্য মিষ্টি, সেমাই, চটপটি এবং আতফাল ও নাসেরাতদের জন্য চিপ্স, জুস ও চকলেট বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়।

মোহাম্মদ আবদুল ওয়াদুদ

কৃতি ছাত্র

সৈয়দ দিলনাওয়াজ রুবাব, পিতা- সৈয়দ রেয়াজ আহমদ ও মাতা- মালেকা পারভীন। ২০১৪ সালের এপ্রিল মাসে অনুষ্ঠিত বি. এস. সি. (ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং) চূড়ান্ত পরীক্ষায় কানাডার কুইন্স ইউনিভার্সিটি থেকে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেছে, আলহামদুলিল্লাহ। ইউনিভার্সিটির সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ভাইস চান্সেলর-এর পক্ষ থেকে তার এ সাফল্যের জন্য তাকে মেডেল প্রদান করা হয়।

উল্লেখ্য যে, মরহুম মাওলানা সৈয়দ এজাজ আহমদ সাহেব তার দাদা এবং জনাব আব্দুল কাদির ভূইয়া সাহেব তার নানা। সে একজন ওয়াকেফিনে নও। তার দ্বীন ও দুনিয়াবী উন্নতির জন্য সবার কাছে দোয়ার অনুরোধ করা হচ্ছে।

শুভ বিবাহ

* গত ১১/০৩/২০১৪ তারিখ, লিজা আক্তার, পিতা- মোহাম্মদ আব্বাস আলী, গ্রাম শালশিড়ী, পো: ফুলতলা, থানা: বোদা, জেলা: পঞ্চগর-এর সাথে মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান, পিতা- মরহুম মজিবুর রহমান, গ্রাম: ট্যাক্স দীঘির পাড়, পো: মাহিগঞ্জ, জেলা রংপুর-এর বিবাহ ৭০,০০০/- (সত্তর হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং- ১১৭৩/১৪

* গত ২২/০৫/২০১৪ তারিখ, আয়েশা কামাল সেতু, পিতা-মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম ১৫/১ নিরালা আবাসিক এলাকা, গল্লামারীর সাথে ওয়াসীম আহমদ (রঞ্জু), পিতা-মরহুম কাওছার আলী মোল্লা, গ্রাম+পো: যতীন্দ্রনগর, থানা: শ্যামনগর, সাতক্ষীরার বিবাহ ১,২০,০০১/- (একলক্ষ বিশ হাজার এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং- ১১৭৪/১৪

* গত ২৬/০১/২০১৪ তারিখ, মোছা: মোহসিনা রহমান (প্রমা), পিতা- জি, এস, মোস্তাফিজুর রহমান, গ্রাম+পো: যতীন্দ্রনগর, থানা: শ্যামনগর, সাতক্ষীরার সাথে আহমেদ হুমায়ন, পিতা: এস, এম, ইউনুস আলী, গ্রাম+পো: যতীন্দ্রনগর, থানা: শ্যামনগর, সাতক্ষীরার বিবাহ ১,০১,০০১/- (একলক্ষ এক হাজার এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং- ১১৭৫/১৪

* গত ১৮/০৪/২০১৪ তারিখ, ফারজানা আক্তার, পিতা-মোহাম্মদ উমর মিয়া, হরিনাদী-এর সাথে মিশু আহমদ কিসমত, পিতা-মোহাম্মদ জাকির হোসেন, কাজীপাড়া, ব্রহ্মণবাড়িয়ার বিবাহ ১,৩০,০০০/- (একলক্ষ ত্রিশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং- ১১৭৬/১৪

* গত ১৩/০৬/২০১৪ তারিখ, সাদিয়া সুলতানা নিশি, পিতা- মোহাম্মদ লোকমান, ডি-৬৮, তালবাগ, সাভার, ঢাকা'র সাথে সবুর খান, পিতা মৃত- মোহাম্মদ সোলাইমান মিয়া, ঢাকা'র বিবাহ ২,০০,০০১/- (দুইলক্ষ এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং- ১১৭৭/১৪

* গত ০৬/০৬/২০১৪ তারিখ, তাসনীম বিনতে হাবীব, পিতা-মোহাম্মদ হাবীবউল্লাহ্, ১৫৯/১০ পশ্চিম শেওড়াপাড়া, মিরপুর, ঢাকা-এর সাথে মিজানুর রহমান, পিতা-ইয়াদ আলি, গ্রাম কোলদিয়ার, পো: মাজদিয়ার, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া, বর্তমান রুম নং ৪৪২. BBH. J.U. Savar, Dhaka-1342-এর বিবাহ ২,২২,২২২/- (দুইলক্ষ বাইশ হাজার দুই শত বাইশ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং- ১১৭৮/১৪

* গত ২৩/০৫/২০১৪ তারিখ, ইসরাত জাহান (ইপ্সা), পিতা: শাহীন ইসলাম, খেজুর বাগান, আশুলিয়া, ঢাকা'র সাথে মোহাম্মদ শাহজামাল (লিখন), পিতা- মোহাম্মদ সাইদুর রহমান, বেতুয়ান ভাঙ্গুরা, পাবনা'র বিবাহ ১,২০,০০০/- (একলক্ষ বিশ জাহার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং- ১১৭৯/১৪

* গত ২৯/০৫/২০১৪ তারিখ, পিংকি আক্তার, পিতা- শরীফ আহমদ, তেরগাতী, থানা: কটিয়াদী, জেলা, কিশোরগঞ্জ-এর সাথে মোহাম্মদ মোহন মিয়া, পিতা: মরহুম দেওয়ান মিয়া, তেরগাতী, থানা: কটিয়াদী, জেলা, কিশোরগঞ্জ-এর বিবাহ ২,০০.০০১/- (দুইলক্ষ এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং- ১১৮০/১৪

* গত ২৫/০৪/২০১৪ তারিখ, আলেয়া আক্তার (কলি), পিতা-মোহাম্মদ আব্দুল কুদ্দুস, বাংলা বাজার, শের শাহা, বায়োজিতবস্তামী, চট্টগ্রাম-এর সাথে হারুন আহমদ, পিতা-মরহুম আব্দুল হান্নান, শালশিড়ি, ফুলতলার বিবাহ ৭০,০০০/- (সত্তর হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং- ১১৮১/১৪

* গত ৩০/০৫/২০১৪ তারিখ, তাহেরা আক্তার চাঁদনী, পিতা- মোহাম্মদ হালিম উদ্দিন, উত্তর ভবানীপুর পো: মাতবাড়িয়া, ভেড়ামারা, কুষ্টিয়ার সাথে শাহিন আহমদ মোল্লা, পিতা-আব্দুল হক মোল্লা, তারুয়া, আশুগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিবাহ ১,০০,০০০/- (একলক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং- ১১৮২/১৪

* গত ৩০/০৫/২০১৪ তারিখ, নাসিরা খাতুন, পিতা-মোহাম্মদ আতাউর রহমান, মহল্যা বায়েদাদাড়া, থানা: বোয়ালীয়া রাজশাহীর সাথে নূরে কাউছার রিফাত, পিতা- মোহাম্মদ কুদরত আলী, গ্রাম: বসন্তপুর, ডাক-শ্যামপুর থানা: বদরগঞ্জ, রংপুর-এর বিবাহ ২,৪৬,০০০/- (দুইলক্ষ ছেচল্লিশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং- ১১৮৩/১৪

* গত ৩০/০৫/২০১৪ তারিখ, মোছা: শাকিলা, পিতা-মোহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক, গ্রাম: সৈয়দপুর, বাংলামারা রাজশাহীর সাথে মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, পিতা- আব্দুর রশিদ বেগ, তেবাড়িয়া নাটোর-এর বিবাহ ৫০,০০,০১/- (পাঁচলক্ষ এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং- ১১৮৪/১৪

* গত ০২/০৫/২০১৪ তারিখ, উর্মি আক্তার, পিতা- মোহাম্মদ ফজলে ওমর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, শালশিড়ির সাথে রনি আহমদ, পিতা- মোহাম্মদ অহিদ মিয়া, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত শালশিড়ির বিবাহ ৭০,১০১/- (সত্তর হাজার একশত এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং- ১১৮৫/১৪

* গত ০২/০৫/২০১৪ তারিখ, সম্পা খাতুন, পিতা- ইসমাইল হোসেন আকন্দ, চাঁনতারা, পোষ্ট-চাঁনতারা, থানা- ঘাটাইল, জেলা: টাঙ্গাইল-এর সাথে তাহের আহমদ আকন্দ, পিতা- মজিবর রহমান আকন্দ, চাঁনতারার বিবাহ ১,২০,০০০/- টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং- ১১৮৬/১৪

* গত ০৯/০৫/২০১৪ তারিখ, সুমি আক্তার, পিতা- আব্দুল্লাহ্ মিয়া, গ্রাম: আহমদনগর, পো: ধাক্কামারা থানা+জেলা পঞ্জগড়-এর সাথে মোহাম্মদ আশ্রাফুল হক, পিতা-মোহাম্মদ শামসুল হক, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬-এর বিবাহ ২,০০,০০০/- (দুইলক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং- ১১৮৭/১৪

* গত ০৯/০৫/২০১৪ তারিখ, তৈয়্যবা রফিক উর্মি, পিতা- রফিক আহমদ প্রধান, গ্রাম: আহমদনগর, পো: ধাক্কামারা, থানা+জেলা পঞ্জগড়-এর সাথে আব্দুর রহিম, পিতা- মরহুম আব্দুর রাজ্জাক, গ্রাম: দেওয়ানটুলী, রংপুর-এর বিবাহ (১,০০,০০১/- (একলক্ষ এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং- ১১৮৮/১৪

* গত ২৬/০২/২০১৪ তারিখ, রিক্তা আক্তার, পিতা-মোহাম্মদ রাজু মিয়া, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, শালশিড়ির সাথে সেলিম আহমদ (স্বপন) পিতা-মজনু মিয়া, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত শালশিড়ির বিবাহ ১,০০,০০০/- (একলক্ষ) মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং- ১১৮৯/১৪

* গত ২৬/০২/২০১৪ তারিখ, রোজিনা বেগম, পিতা- আব্দুল কাদের, কাজীপাড়া, কটুপুর, বদরগঞ্জ, রংপুর-এর সাথে মোহাম্মদ হেলাল হোসেন, পিতা-মোহাম্মদ রইছ মিয়া, দেওয়ানটুলী, রংপুর-এর বিবাহ ৫০,০০০/- (নগদ ত্রিশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং- ১১৯০/১৪

* গত ২৬/০২/২০১৪ তারিখ, রওশন আরা মিতু, পিতা-মোহাম্মদ আলী হোসেন, আলাদীনগর, রাজগঞ্জ, নোয়াখালীর সাথে মোহাম্মদ তরিকুল ইসলাম, পিতা-মোহাম্মদ সাজ্জাদ হোসেন, সরদার বাড়ি, কালাচাদপুর, গুলশান-২, ঢাকার বিবাহ ১,৫০,০০০/- (একলক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং- ১১৯১/১৪

আন্তর্জাতিক জামা'তি সংবাদ

(এমটিএ-তে সম্প্রচারিত)

হুযূর আনোয়ার (আই.) প্রদত্ত জুমুআর খুতবার সারমর্ম।

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত শুক্রবার (১ আগষ্ট ২০১৪) লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে জুমুআর খুতবা প্রদান করেন।

হুযূর (আই.) সূরা বুরূজের প্রথম ১২টি আয়াত পাঠ করে বলেন, এ আয়াতগুলোতে আল্লাহ্ তা'লা যে চিত্র অঙ্কণ করেছেন, গত ২৭শে জুলাই পাকিস্তানের গুজরানওয়ালাতে হুবহু তা-ই সংঘটিত হয়েছে। একদল উগ্রপন্থী ও নামধারী মুসলমান আহমদীদের বাড়ী-ঘরে আক্রমণ চালায় এবং ৬টি ঘর আসবাব সহ জ্বালিয়ে ভস্মিভূত করে। এসময় অনেকেই আহত হয় এবং বিষাক্ত ধোঁয়ায় দমবন্ধ হয়ে একজন ৫৫বছর বয়স্কা বৃদ্ধা বুশরা বেগম সাহেবা এবং ৮বছর ও ৮ মাস বয়সী দু'জন শিশু শাহাদত বরণ করে, ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন। এছাড়া গুরুতর আহতদের মধ্যে একজন গর্ভবতী মহিলার সাত মাস বয়সী গর্ভস্থ সন্তান দুনিয়ার আলো দেখার আগেই মায়ের বুক শূন্য করে মারা যায়।

হুযূর বলেন, সত্যের বিরোধীরা সেখানে আগুন জ্বালানোর পর পুরো এলাকা ঘিরে রাখে। দমকল বাহীনি বা এ্যাম্বুলেন্স সেখানে যেতে দেয়া হয়নি। এমনকি পুলিশ সেখান দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তামাশা দেখেছে। নিরিহ আহমদীদের দমবন্ধ হয়ে প্রাণ হারাতে দেখে আক্রমনকারীরা তীর্যক-হাসি হেসেছে। আর একথাই আল্লাহ্ সূরা বুরূজে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ্ বলেন, পরিখাসমূহের অধিকারীদের ওপর অভিসম্পাত। অর্থাৎ জ্বালানীসমৃদ্ধ আগুনের অধিকারীদের ওপর। তারা যখন এর চারপাশে তদারকীর জন্য বসবে, তখন তারা মু'মিনদের সাথে যা করছিলো সে সম্পর্কে তারা নিজেরাই সাক্ষী হবে।

হুযূর বলেন, মহানবী (সা.)-এর তিরোধানের মাধ্যমে ইসলামের আধ্যাত্মিক রবি যখন অস্তমিত হয়, তখন ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে প্রত্যেক শতাব্দীর শিরোভাবে মুজাদ্দিদগণ এসেছেন আর তাঁরা ছিলেন আধ্যাত্মিক আকাশে নক্ষত্রতুল্য। তাদেরকে প্রায় সবাই মানলেও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে যে প্রতিশ্রুত মহাপুরুষের আগমনের কথা ছিল তাঁকে মানার জন্য এরা প্রস্তত নয়, বরং যারা তাঁকে মেনেছে তাদেরকে এরা আক্রমনের লক্ষ্যে পরিণত করছে।

হুযূর বলেন, আহমদীয়াতের বিরোধিতা বা সত্যের বিরোধিতা নতুন কোনো বিষয় নয়। প্রত্যেক মু'মিন জানে যে ঈমানের জন্য তাকে পরীক্ষা দিতে হবে আর বিশ্বময় আহমদীরা পরীক্ষা দিচ্ছেও, জামা'তে আহমদীয়ার ১২৫ বছর একথার সাক্ষী। কিন্তু বিরোধিতা বা শত্রুতারও একটি সীমা আছে। এভাবে ন্যাক্কারজনকভাবে আগুনে পুড়িয়ে বৃদ্ধা ও শিশুদের হত্যা করা আবার অনুশোচনার পরিবর্তে আগামীতে এর চেয়েও জঘন্য কাজের জন্য আম-জনতাকে প্ররোচিত করা বা প্রতিজ্ঞা করানো, এটি কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। এদের জেনে রাখা উচিত যে, আল্লাহ্‌র শাস্তি অচিরেই এবং অকস্মাৎ আসবে। এদের প্রজ্জ্বলিত আগুনে এরাই পুড়ে মরবে আর এদের পরিণাম হবে চরম ভয়াবহ।

আল্লাহ্ বলেন, "আর মহাপরাক্রমশালী ও পরম প্রশংসাময় আল্লাহ্‌র ওপর ঈমান আনার দরূনই তারা এদের সাথে শত্রুতা পোষণ করে। যারা মু'মিন পুরুষদের ও মু'মিন নারীদের নির্যাতন করে এবং পরে এর জন্য তারা তওবা করে না, নিশ্চয় তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আযাব এবং তাদের জন্য এ পৃথিবীতে হৃদয়দগ্ধকারী আগুনের আযাবও রয়েছে।" আর যারা সত্যের ওপর ঈমান আনে, তাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন, "যারা ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে, তাদের জন্য নিশ্চয় এমন সব জান্নাত রয়েছে, যার পাদদেশ দিয়ে নদনদী বয়ে যায়। এ-ই হলো বিরাট সফলতা।"

হুযূর বলেন, গত ১২৫ বছর ধরেই জামাতের বিরোধিতা হচ্ছে, কিন্তু এসব বিরোধিতা জামাতের উন্নতির গতিপথ এক মুহূর্তের তরেও রুদ্ধ করতে পারেনি, আর ভবিষ্যতেও পারবে না। আর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)ও তাঁর নিজ জামা'তকে নিশ্চয়তা ও আশ্বস্ত করে বলে গেছেন, "আমি নিশ্চিত, তিনি তোমাদেরকে কখনো বিনষ্ট করবেন না। তোমরা খোদার হাতে রোপিত চারা গাছ, এই গাছ বৃদ্ধি লাভ করবে এবং ফুলে ফলে সুশোভিত হয়ে জগতময় বিস্তার লাভ করবে। অতএব সৌভাগ্যবান তারা, যারা খোদার কথায় বিশ্বাস রাখে এবং মধ্যবর্তী বিপদাপদের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করে না।"

কাজেই, সমগ্র জগত যদি আহমদীয়াতের বিরোধিতায় হিংস্র পশুর চেয়েও ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে, তবুও তিনি আহমদীদের সাহায্য করবেন। মধ্যবর্তী বিপদাপদের সময় যারা অবিচল থাকে, খোদা তাদেরকে অবশ্যই সাহায্য করবেন, আর চূড়ান্ত বিজয় তাদের জন্যই অবধারিত।

কাজেই আহমদীদের এসব ঘটনায় নিরাশ না হয়ে খোদার দরবারে আরো বেশি সমর্পিত হওয়া উচিত আর বেশি বেশি দোয়া করা উচিত যেন খোদার সাহায্য অচিরেই আসে আর এসব অত্যাচারী খোদার শাস্তিতে ধৃত হয়ে শিক্ষণীয় নিদর্শনে পরিণত হয়।

আল্লাহ্ শহীদদের পদমর্যাদা উন্নীত করুন। তাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারকে ধৈর্য ও সৎসাহস দিন। আর আহতদের আশু আরোগ্য দিন।

হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর জুমুআর খুতবার সারমর্ম।

গত শুক্রবার (১৮ জুলাই, ২০১৪) লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত জুমুআর খুতবার শুরুতে হুযূর সূরা যুমারের ৫৪ ও ৫৫ নং আয়াতদ্বয় পাঠ করেন।

এর অনুবাদ হল, "তুমি বল, হে আমার বান্দাগণ! যারা নিজেদের প্রাণের প্রতি অবিচার করেছ, তোমরা আল্লাহ্‌র রহমত হতে নিরাশ হয়ো না, নিশ্চয় আল্লাহ্ সকল পাপ ক্ষমা করেন আর তিনি অতীব ক্ষমাশীল ও পরম দয়াময়। এবং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি ঝোঁক এবং তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ কর– তোমাদের ওপর সেই আযাব আসার পূর্বে, যা আসার পর তোমাদের আর কোনো সাহায্য করা হবে না।

এরপর হুযূর বলেন, মানবীয় দুর্বলতার কারণে যারা ভুল-ত্রুটি করেছে তাদের জন্য এই আয়াতে আল্লাহ্ আশার বাণী শুনিয়েছেন। খোদার দয়া, করুণা, কৃপা ও ক্ষমা সার্বজনীন। তাঁর রহমত সকল বস্তুকে পরিবেষ্টন করে আছে। পথভ্রষ্টরা ছাড়া কেউই খোদার রহমত হতে নিরাশ হতে পারে না। এমন কোনো মানুষ নেই যার সংশোধন হতে পারে না। মানুষ যত ভুলই করুক, খোদা নিজ দয়ার কল্যাণে তাকে ক্ষমা করেন। তাকে আত্মসংশোধনের সুযোগ দেন। কিন্তু যারা অন্যায়ে সীমা ছাড়িয়ে যায় এবং ধৃষ্টতা প্রদর্শন করে, তাদেরকে খোদা শাস্তি দেন। কিন্তু এক্ষেত্রেও তিনি শাস্তি প্রদানে ধীর। তদুপরি খোদার দয়া ও করুণা এত ব্যাপক যে, এক সময় জাহান্নামে আর কেউই থাকবে না, সবাই ক্ষমা পেয়ে যাবে।

মনে রাখতে হবে, মানুষ বড়ই দুর্বল, কিন্তু আমাদের খোদা সকল শক্তির আধার। তাই সত্যিকার তওবার জন্যও তাঁরই কাছে সাহায্য প্রার্থনা আবশ্যক।

হুযূর বলেন, খোদার এই অপরিসীম করুণা ও দয়া কি আমাদের কাছে এ দাবী করে না যে, আমরা তাঁর নৈকট্য লাভের চেষ্টা করি, তাঁর অফুরন্ত কল্যাণ থেকে লাভবান হবার চেষ্টা করি। তাঁর ভালবাসা ও দয়ার চাদরে আবৃত হওয়ার চেষ্টা করি?

রমযানের দু'টি দশক পার করে আমরা শেষ দশকে পদার্পণ করতে চলেছি, এ সময় আমাদের অধিক আত্মবিশ্লেষণ করা উচিত। খোদার রহমত লাভের বাসনা নিয়ে বেশি বেশি ইবাদত করা উচিত যাতে আমরা চিরস্থায়ী মুক্তি বা নাজাত লাভে ধন্য হতে পারি। খোদার অস্তিত্বের জ্বলন্ত নিদর্শন দেখে নিজেদের ঈমানকে সুদৃঢ় করতে পারি। কাজেই, এ দিনগুলোকে কাজে লাগান, নিজেদের পাপ মোচনের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করুন আর ভবিষ্যতেও পাপ এড়িয়ে চলার দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে জাহান্নাম থেকে মুক্তির চেষ্টা করুন।

এ দিনগুলোতে বেশি বেশি তওবা করুন। আর তওবার জন্য পাপের প্রতি চরম ঘৃণা সৃষ্টি হওয়া আবশ্যক। সত্যিকার তওবার জন্য নোংরা চিন্তা-ভাবনা পরিহার করা, নিজের ভেতর গভীর অনুশোচনা বোধ জাগ্রত করা এবং ভবিষ্যতে পাপ না করার জন্য দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হওয়া আবশ্যক।

মনে রাখতে হবে, মানুষ বড়ই দুর্বল, কিন্তু আমাদের খোদা সকল শক্তির আধার। তাই সত্যিকার তওবার জন্যও তাঁরই কাছে সাহায্য প্রার্থনা আবশ্যক।

এরপর হুযূর জামা'তের সদস্যদের বেশি বেশি দোয়া করার আহ্বান জানিয়ে বলেন, দোয়া গৃহীত হওয়ার জন্য অবিচলতা, নেকী ও ধৈর্য আবশ্যক। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে বেশি বেশি দোয়া করার এবং তাঁর চিরস্থায়ী কল্যাণের উত্তরাধিকারী হওয়ার তৌফিক দিন।

খুতবার শেষ দিকে হুযূর তিনজনের স্মৃতিচারণ করেন। এরমধ্যে প্রথমজন হলেন, মোকাররম ইমতিয়াজ আহমদ সাহেব।

গত ১৪ই জুলাই শুধুমাত্র আহমদীয়াতের কারণে ৩৯ বছর বয়স্ক এই ভাইকে অজ্ঞাত পরিচয় মোটরসাইকেল আরোহীরা গুলি করে শহীদ করে, ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন। মরহুম বিভিন্ন পদে থেকে জামা'তের সেবা করেছেন। মৃত্যুকালে শোকসন্তপ্ত পরিবারে স্ত্রী ছাড়াও তিনি তিনজন পুত্র সন্তান রেখে গেছেন।

দ্বিতীয় হচ্ছেন, জামা'তের নিষ্ঠাবান সেবক, আলেমে দ্বীন ও মুবাল্লিগ এ সিলসিলাহ্ মোকাররম নাসির আহমদ আঞ্জুম সাহেব। তিনি গত ১২ই জুলাই মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণের ফলে রাবওয়ায় ইন্তেকাল করেন, ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন। তিনি ১৯৮৮ সনে শাহেদ পাশ করে ধর্মসেবায় আত্মেনিয়োগ করেন। ১৯৯৯সনে জামেয়া আহমদীয়া পাকিস্তানে শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন এবং জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত পরম নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে এই দায়িত্ব পালন করেন। মরহুম বিভিন্ন উন্নত নৈতিক গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন। মৃত্যুকালে শোকসন্তপ্ত পরিবারে স্ত্রী ছাড়াও তিনজন ছেলে ও তিনজন কন্যা সন্তান ও অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

সবশেষে হুযূর উল্লেখ করেন, গত সোমবার হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) এবং উম্মে নাসের এর পুত্র মোহরতম সাহেবাদা মির্যা আনোয়ার আহমদ সাহেব ৮৭ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেছেন। ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন। তিনিও জামাতের একজন নিষ্ঠাবান সেবক ছিলেন এবং খিলাফতের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য ও গভীর ভালবাসা রাখতেন।

আল্লাহ্ তা'লা সকল মরহুমের মাগফিরাত করুন এবং জান্নাতে নিজ নৈকট্যপ্রাপ্তদের মাঝে স্থান দিন। আর তাঁদের শোকসন্তপ্ত পরিবারকে ধৈর্য ও বীরত্বের সঙ্গে উদ্ভূত পরিস্থিতি সামাল দেয়ার শক্তি দিন। আর তাঁদের সন্তান-সন্ততিকে জামাত ও খিলাফতের সঙ্গে বিশ্বস্ততাপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখার সৌভাগ্য দিন, আমীন।

জুমুআর নামাযের পর হুযূর তিনজনেরই গায়েবানা জানাযা পড়ান।

হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর জুমুআর খুতবার সারমর্ম।

গত শুক্রবার (২৫ জুলাই ২০১৪) লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত জুমুআর খুতবায় হুযূর বলেন, রমযানের শেষ দশকও অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে শেষ হয়ে যাচ্ছে। এই শেষ দশকে দু'টি বিষয়ের ওপর মুসলমানরা বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকে। প্রথমত, লাইলাতুল কদর এবং দ্বিতীয়ত, জুমুআতুল বিদা।

হুযূর বলেন, আজ আমি এ দু'টি বিষয় সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করবো। প্রথম কথা হচ্ছে, রমযানের শেষ দশকে লাইলাতুল কদর রয়েছে। এর গুরুত্ব ও মহিমা অসাধারণ। এটি সৌভাগ্য রজনী। হাজার রাতের চেয়ে শ্রেয়। মহানবী (সা.)-কে এই রাতের নির্ধারিত তারিখ জানানো হয়েছিল এবং তিনি তা উম্মতে মুসলিমাকে জানানোর জন্য যাচ্ছিলেন কিন্তু ঘর থেকে বের হতেই দু'জন মুসলমানকে বিবাদরত দেখতে পেয়ে, তাদের ঝগড়া-বিবাদ মেটাতে গিয়ে তিনি এই তারিখ ভুলে যান বা বলা হয়েছে আল্লাহ্ তাঁকে এই তারিখ ভুলিয়ে দেন।

অনেকে বলেন, এই ঝগড়া না হলে আমরা লাইলাতুল কদরের নির্ধারিত রাত সম্পর্কে জানতে পেতাম। কিন্তু এর পেছনের রহস্য নিয়ে মানুষ ভেবে দেখে না। আসল কথা হল, উম্মতের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি না থাকলে তারা লাইলাতুল কদর পাবে না। লাইলাতুল কদর লাভের জন্য চেষ্টা-সাধনা ও সংগ্রাম প্রয়োজন। পারস্পরিক মনোমালিন্য ও ঝগড়া–ঝাটি দূর করা আবশ্যক। আর খোদার জন্য কষ্ট সহ্য করা ও এবং ত্যাগ স্বীকার করা আবশ্যক।

আজ মুসলিম বিশ্বে ঐক্য না থাকার কারণে ইসরাঈলী বর্বরতার শিকারে পরিণত হয়ে নিরিহ ও নিষ্পাপ ফিলিস্তিনীরা বেঘোরে প্রাণ হারাচ্ছে। প্রজারা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছে আবার কোথাও বিদ্রোহ দমনের নামে নিরিহ জনগণের ওপর রাষ্ট্র যুলুম-নির্যাতন চালাচ্ছে। মুসলমানরা এথেকে মুক্ত না হলে লাইলাতুল কদরের স্বাদ পাবে না।

হুযূর বলেন, আহমদীরা আল্লাহ্‌র ফযলে এটি খুব ভালোভাবে বুঝে। এবং তারা ধর্মের জন্য সব ধরনের কুরবানী করে এবং করছে। খোদার খাতিরে ধৈর্যের সঙ্গে আমাদের সকল প্রকার যুলুম-নির্যাতন সহ্য করতে হবে। আমাদের আরো সচেতন হতে হবে, মনোমালিন্য দূর করতে হবে, এছাড়া লাইলাতুল কদর পেতে হলে নিজেদের ভেতর ঐক্য ও একতার বন্ধন আরো সুদৃঢ় করতে হবে। মনে রাখবেন, এই সৌভাগ্য রজনী ইবাদতের মাধ্যমে পার করতে পারলে আনন্দ ও প্রশান্তির প্রভাত আমাদের জন্য উদিত হবেই।

হুযূর (আই.) বলেন, রমযানের শেষ দশকের বেজোড় রাতে রয়েছে 'লাইলাতুল কদর' কাজেই এ দিনগুলোতে বেশি বেশি ইবাদত করুন। খোদার কৃপা ও কল্যাণরাজি লাভের বাসনায় বান্দার প্রাপ্য অধিকার প্রদানের প্রতিও গভীর দৃষ্টি দিন। আমাদের জামা'তের ওপর খোদার কৃপা যত বেশি বর্ষিত হচ্ছে ততবেশি আমাদের বিরোধিতাও হচ্ছে, প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হচ্ছে এবং হবে। কোনক্রমেই আমাদের হতোদ্যম হলে চলবে না বরং বেশি বেশি দোয়া করতে হবে, কেননা 'লাইলাতুল কদরে' খোদা অনেক বেশি দোয়া কবুল করেন এবং বান্দাকে সাহায্যের নিদর্শন দিয়ে থাকেন।

এরপর হুযূর বলেন, 'জুমুআতুল বিদা' বলতে ইসলামে কিছু নেই বরং এটি মানুষের মনগড়া একটি বিশ্বাস। যারা মনে করে যে, রমযানের শেষ জুমুআতে গিয়ে দুই রাকাত নামায পড়লেই তাদের অতীতের সব পাপ ক্ষমা হয়ে যাবে, এটি তাদের অলীক বিশ্বাস। এর কোনো ভিত্তি নেই।

বরং জুমুআর দিনটির একটি বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। এই দিনকে ঈদের দিন বলা হয়েছে। এই দিনে এমন এক মুহূর্ত আসে যখন বান্দা দোয়া করলে খোদা তা কবুল করেন। আজ এই নিয়্যত নিয়ে যদি কেউ জুমুআ পড়তে আসে তাহলে তা তার জন্য কল্যাণকর হবে। নতুবা জুমুআর মাধ্যমে কেউ যদি রমযানকে বিদায় জানাতে চায় তাহলে সে বড়ই দুর্ভাগা।

অতএব আজ একটি অঙ্গীকার করার দিন। যেসব নেকী ও পুণ্যকর্ম করার সামর্থ মানুষ এই রমযানে লাভ করেছে তা যেন তার হৃদয়ে অমলিন থাকে। এসব সৎকর্ম ও ইবাদতের ধারা যেন পুরো বছর জুড়েই চলতে থাকে সেজন্য আজ বিশেষ দোয়া করা প্রয়োজন। আল্লাহ্ আমাদের সবাইকে এর তৌফিক দিন।

আজ মুসলিম বিশ্বে ঐক্য না থাকার কারণে ইসরাঈলী বর্বরতার শিকারে পরিণত হয়ে নিরিহ ও নিষ্পাপ ফিলিস্তিনীরা বেঘোরে প্রাণ হারাচ্ছে। প্রজারা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছে আবার কোথাও বিদ্রোহ দমনের নামে নিরিহ জনগণের ওপর রাষ্ট্র যুলুম-নির্যাতন চালাচ্ছে। মুসলমানরা এথেকে মুক্ত না হলে লাইলাতুল কদরের স্বাদ পাবে না।

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া অস্ট্রেলিয়ার পক্ষ থেকে কুইন্সল্যান্ড স্টেটের মসজিদ প্রাঙ্গনে দ্বিতীয় বার্ষিক ক্রীড়া সম্মেলন অনুষ্ঠিত

মসজিদ বাইতুল মাসরূর, ব্রিসবেন। অস্ট্রেলিয়ার কুইন্সল্যান্ড স্টেটের এই মসজিদ প্রাঙ্গনে গত মে মাসে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল দ্বিতীয় বার্ষিক ক্রীড়া সম্মেলন। মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া অস্ট্রেলিয়ার পক্ষ থেকে এ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। প্রথমটি অবশ্য অনুষ্ঠিত হয়েছিল সিডনিতে, আহমদীয়া জামা'ত অস্ট্রেলিয়ার কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে।

এ রকম "স্পোর্টস র‍্যালি" পর্যায়ক্রমে অস্ট্রেলিয়ার অন্যান্য অঞ্চলেও উদযাপন করা হবে বলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে।

রৌদ্রোজ্জ্বল এই দিনটিতে অস্ট্রেলিয়ার অন্যান্য স্টেট থেকেও খোদ্দামগণ এসেছেন এবং বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছেন। ভলিবল, ফুটবল, ক্রিকেট এবং ব্যাডমিন্টন খেলায় খোদ্দামের উৎসাহ-উদ্দীপনা উপস্থিত সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

এই ক্রীড়া সমাবেশটিতে ১৭০ জন নিবন্ধিত সদস্য অংশগ্রহণ করেন। প্রতিটি খেলাতেই হাড্ডা-হাড্ডি লড়াই, উষ্ণ আবেগ ও প্রকৃত খেলোয়ার সুলভ মনোভাব প্রকাশ পায়। যদিও এই সমাবেশটির মূল লক্ষ্য ছিল খেলা, তদপুরি এ উপলক্ষ্যে খোদ্দামগণ অন্যান্য ষ্টেট থেকে আগত পরিচিতজনের সাথে পুনর্মিলন, একসাথে খাওয়া ও নামায আদায় করার সুবাদে নতন নতুন বন্ধু তৈরী করার সুযোগ লাভ করে।

সমাপনী অধিবেশনে খোদ্দামুল আহমদীয়া অষ্ট্রেলিয়ার সদর জনাব রানা এজাজ সাহেব প্রয়াত ন্যাশনাল আমীর জনাব মাহমুদ আহমদ সাহেবের আত্মার মাগফিরাতের জন্য সকলের নিকট দোয়ার আবেদন জানান। এছাড়াও তিনি বর্তমান ভারপ্রাপ্ত ন্যাশনাল আমীর সাহেবের জন্যও দোয়া করতে বলেন। তিনি তার বক্তব্যে খলীফায়ে ওয়াক্ত এবং আহমদীয়া জামা'তের প্রতি বিশ্বস্ত থাকার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, সুইজারল্যান্ড-এর মাহমুদ মসজিদের ৫০বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে জুরিখ শহরের Spirgarten হোটেলে এক মনোমুগ্ধকর সংবর্ধনা অনুষ্ঠান

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, সুইজারল্যান্ড তাদের মাহমুদ মসজিদের ৫০বছর পূর্তি উপলক্ষে, জুরিখ শহরের Spirgarten হোটেলে ২০১৩ সালে এক মনোমুগ্ধকর সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল, যাতে সমাজের বিভিন্ন স্তরের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। জুরিখ শহরের মেয়র Ms. Corrine Mauch স্বয়ং এতে উপস্থিত না থাকতে পারলেও তার বিশেষ প্রতিনিধি দিয়ে শুভেছা বার্তা পাঠান, আর তিনি ভবিষ্যতে কোনো এক সময় এই মসজিদ পরিদর্শনের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

উল্লেখ্য, প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করার লক্ষ্যে গত ৩রা এপ্রিল ২০১৪ তিনি মসজিদ পরিদর্শনে আসেন। সুইজারল্যান্ড জামা'তের আমীর জনাব তারেক ওলিদ সাহেব, মিশনারী ইনচার্জ জনাব সাদাকাত আহমদ সাহেব এবং একজন ছোট্ট শিশু ফুলের তোড়া দিয়ে মেয়র মহোদয়কে এসময় উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান।

মেয়র মহোদয় মসজিদের বিভিন্ন অংশ ঘুরে দেখেন। এ সময় জামা'তের পক্ষ থেকে মসজিদের নির্মাণ ইতিহাস সম্পর্কে তাকে অবহিত করা হয়। তিনি সুইজারল্যান্ড জামা'তকে, তাদের বিভিন্ন উল্লেযোগ্য কর্মকান্ডের জন্য আন্তরিক অভিনন্দন জানান, এরমধ্যে মানবসেবা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি আরো বলেন, আপনাদের বিভিন্ন সামাজিক কাজে, জুরিখ শহর সর্বদা আপনাদের পাশে থাকবে।

জামা'তের ইমাম মওলানা নাবিল আহমদ, মুরব্বী সিলসিলাহ্ সুইজারল্যান্ড, জেনারেল সেক্রেটারী ও সেক্রেটারি উমরে খারেজা সাহেবও এ সময় উপস্থিত ছিলেন। জামা'তের যিয়াফত বিভাগ, সম্মানিত অতিথির জন্য বিশেষ আপ্যায়নের আয়োজন করে। মেয়র সাহেব সমাজের একজন উঁচু স্তরের সরকারী কর্মকর্তা হওয়া সত্ত্বেও কোন রকম নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছাড়াই সাইকেল চালিয়ে জামা'তের মসজিদ পরিদর্শনে আসেন। তিনি জামা'তের আন্তরিক অভ্যর্থনা ও আতিথেয়তায় খুবই মুগ্ধ হন বলে জানা গেছে।

বেনিনের 'বোজোমে' গ্রামে আহমদীয়া জামা'তের সুন্দর মসজিদ নির্মাণ

গত ১৪ই জুন বেনিন জামা'ত 'লোকোসা' শহর থেকে প্রায় ৬৫কি:মি: দূরত্বে অবস্থিত 'বোজোমে' গ্রামে একটি খুব সুন্দর মসজিদ নির্মাণের সৌভাগ্য লাভ করে।

২০০৯ সালে এই গ্রামে আহমদীয়া জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়। কেবল আল্লাহ্‌র কৃপায় কয়েক বছরের মধ্যেই এই জামাত নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততায় যথেষ্ট উন্নতি করে, নিয়মিত নামায পড়া, চাঁদা প্রদান এবং জামাতের অনুষ্ঠানাদিতে অংশ নেয়ার ক্ষেত্রেও তারা অগ্রগামী থাকে। এই মসজিদের জন্য একজন নিষ্ঠাবান আহমদী ৪০০ বর্গফুট জায়গা দান করেন। ১০ মিটার দীর্ঘ ও ৮মিটার প্রশস্ত এই মসজিদের সম্মুখে ৯মিটার উঁচু দু'টি মিনার বানানো হয়েছে।

এই মসজিদ উদ্বোধনের জন্য জামা'তের আমীর মোহতরম রানা ফারুক আহমদ সাহেব মুরব্বীদের সমন্বয়ে একটি প্রতিনিধিদল নিয়ে এই গ্রামে যান।

পবিত্র কুরআন পাঠের মাধ্যমে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়, এরপর আমীর সাহেব বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি নিয়মিত নামায পড়া, আর্থিক কুরবানী এবং যুগ খলীফার সঙ্গে দৃঢ় সম্পর্ক গড়ে তোলার ওপর জোর দেন। এরপর তিনি ফিতা কেটে মসজিদে প্রবেশ করেন এবং যোহর ও আসর নামায পড়ান।

প্রায় ১১টি জামা'ত হতে ৩২৫জন নারী-পুরুষ উক্ত অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। নামাযান্তে সবার মাঝে খাবার পরিবেশন করা হয়। এই মসজিদ নির্মাণে জামা'তের আপামর সদস্যরা নিরলশ পরিশ্রম করেন, আল্লাহ্ তাদের সবাইকে উত্তম প্রতিদান দিন, আমীন।

১৪৭তম কানাডা দিবস উদযাপন

'স্বদেশ-প্রেম ঈমানের অঙ্গ': হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর এই হাদীসটির আলোকে জামা'তে আহমদীয়া, কানাডা গত ১লা জুলাই ২০১৪ তারিখে তাদের ১৪৭তম কানাডা দিবস উদযাপন করে, যা কানাডার প্রতি দেশপ্রেমকে আরো দৃঢ় করেছে। দিবসটি ভন, অটোয়া, সাসকাটুন, ভ্যানকুভার ও ক্যালগারিতে উদযাপন করা হয়। ক্যালগারী জামা'ত বাইতুন নূর মসজিদের বিপরীতে অবস্থিত প্রেইরি উইন্ডস পার্কে এই দিবসের আয়োজন করে। এটি ছিল পশ্চিম কানাডার সবচেয়ে বড় কানাডা দিবসের আয়োজন।

পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। এরপর পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠানে একইসাথে লাওয়ায়ে আহমদীয়া, কানাডার জাতীয় পতাকা, আলবার্টা ও ক্যালগারী নগরীর পতাকা উত্তোলন করা হয়। আতফাল ও নাসেরাত সদস্যগণ ক্যানাডার জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করে ও অন্যান্য সদস্যগণ তাদের সাথে যোগ দেন।

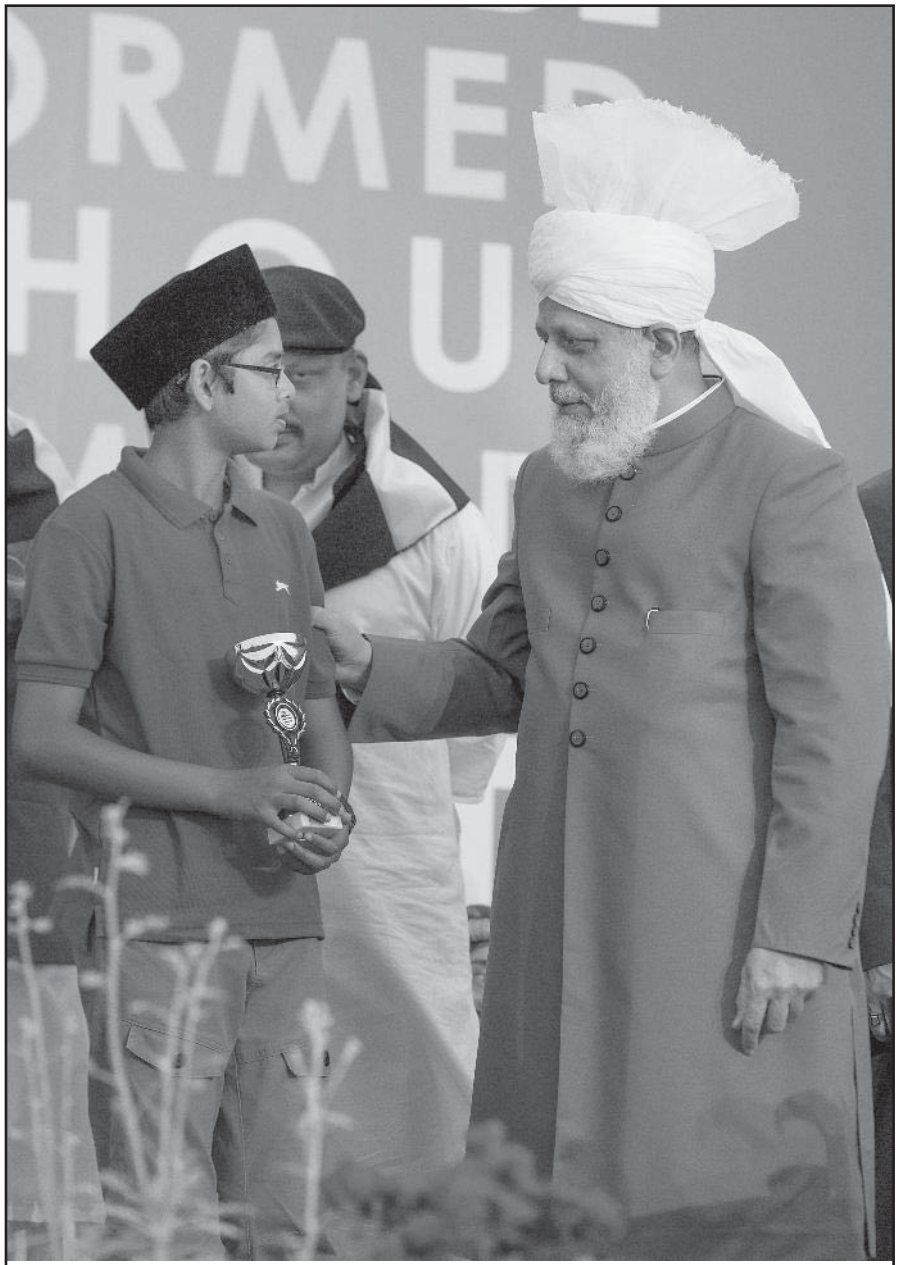

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, যুক্তরাজ্যের ৪৩তম বার্ষিক ইজতেমায় নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর পবিত্র হাত থেকে পুরষ্কার গ্রহণ করছেন মৌলবি আহমদ তারেক মুবাশ্বের সাহেবের ছেলে হাশের আহমদ মুবাশ্বের (রুদ্র)।

সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এ আয়োজনে যোগ দেন এবং এঁদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন- কর্মসংস্থান ও সামাজিক উন্নয়ন এবং বহু সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের ফেডারেল মন্ত্রী অনারেবল জেসন কেনি; পশ্চিমা অর্থনৈতিক বৈচিত্রময়তা বিষয়ক রাষ্ট্রীয় ফেডারেল মন্ত্রী অনারেবল মিশেল রেমপেল; মিস্টার দেভিন্দর শোরি, এমপি; আলবার্টা প্রদেশের বিচার ও আইন মন্ত্রী অনারেবল জোনাথন ডেনিস; আলবার্টা প্রদেশের সামাজিক সহায়তা বিষয়ক মন্ত্রী অনারেবল মানমিত ভুল্লার; আলবার্টা প্রদেশের এম এল এ ও পিসি লিডারশিপের প্রার্থী মিস্টার রিক ম্যাকাইভার; এবং আলবার্টা প্রদেশের বিরোধী দলীয় নেত্রী মিস ডেনিয়েল স্মিথ।

বিভিন্ন এম এল এ, কাউন্সিলর, সিটি পুলিশ চিফ ও অন্যান্য আরো কর্মকর্তাগণ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন। কানাডা দিবস উদযাপনে জামা'তের অগ্রনী ভূমিকা সবার দৃষ্টিগোচর হয় এবং প্রতি বছর এর পরিসর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ক্যালগারীর শ্রদ্ধেয় আমীর সাহেব বলেন, প্রতি বছর কানাডা দিবস উদযাপনের মাধ্যমে আল্লাহ্‌কে ধন্যবাদ জানাই, কেননা তিনি আমাদেরকে একটি শান্তিপূর্ণ দেশ দিয়েছেন যেখানে মানুষ ধর্মীয় স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। আনুষ্ঠানিকভাবে নীরব দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয় ও দোয়া পরিচালনা করেন প্রেইরির মিশনারি ইন চার্জ মোহতরম নাসির মাহমুদ বাট সাহেব।

জনতথ্য সরবরাহের উদ্দেশ্যে ক্যালগারী পুলিশ, ই.এম.এস এবং ফায়ার বিভাগ তাদের স্টল স্থাপন করে। শিশুদের বিনোদনের জন্য পৃথক ব্যবস্থা ছিল।

সমাজের সর্বস্তরের প্রায় সাত হাজার মানুষ এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জামা'তের সাথে মিলিত হয়। রমযানের পবিত্রতার দিকে দৃষ্টি রেখে ঐতিহ্যবাহী বারবিকিউ এর পরিবর্তে অভ্যাগতদের মাঝে বিনামূল্যে খাবারের প্যাকেট বিতরণ করা হয়।

বাইতুন নূর মসজিদে আয়োজিত প্রদর্শনী অনুষ্ঠানে দর্শকদেরকে গাইড করে নেওয়ার ব্যবস্থা রাখা হয়।

৪৮তম জলসা সালানা, যুক্তরাজ্য (২৯-৩১ আগষ্ট, ২০১৪)
সরাসরি দেখুন এমটিএ-তে
অনুষ্ঠান সূচী

প্রথম দিবস: শুক্রবার, ২৯শে অগাস্ট ২০১৪	**যুক্তরাজ্য সময়**	**বাংলাদেশ সময়**
দুপুরের খাবার ও জুম'আর প্রস্তুতি	দুপুর ১১:৩০	বিকাল ৪:৩০
জুম'আর খুৎবা এবং জুম'আ ও আসরের নামায	দুপুর ১:০০	বিকাল ৬:০০
উদ্বোধনী অধিবেশন		
পতাকা উত্তোলন ও দোয়া	**বিকাল ৪:২৫**	**রাত ৯:২৫**
পবিত্র কুর'আন থেকে তেলাওয়াত ও অনুবাদ	**বিকাল ৪:৩০**	**রাত ৯:৩০**
উদ্বোধনী ভাষণ: হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলিফাতুল মসীহ্ খামেস (আই.)		
মাগরিব ও ইশার নামায	সন্ধ্যা ৮:০০	রাত ১:০০
রাতের খাবার	সন্ধ্যা ৮:৩০	রাত ১:৩০
দ্বিতীয় দিবস: শনিবার, ৩০শে অগাস্ট ২০১৪		
তাহাজ্জুদ নামায	**রাত ৪:০০**	**সকাল ৯:০০**
ফজরের নামায	**সকাল ৫:০০**	**সকাল ১০:০০**
দরসুল কুর'আন	সকাল ৫:১৫	সকাল ১০:১৫
সকালের নাস্তা	সকাল ৮:০০	দুপুর ১:০০
দ্বিতীয় অধিবেশন		
পবিত্র কুর'আন থেকে তেলাওয়াত ও অনুবাদ এবং উর্দু নযম	সকাল ১০:০০	দুপুর ৩:০০
বিশ্বে অশান্তির কারণ এবং এ থেকে পরিত্রাণের উপায় (উর্দু) -- মৌলানা মুবাশ্‌শের আহমদ আইয়ায, রিসার্চ সেল, রাবওয়া	সকাল ১০:২০	দুপুর ৩:২০
আল্লাহতা'লার সাথে সম্পর্কের ঈমানবর্ধক দৃষ্টান্তসমূহ (উর্দু) -- মৌলানা মুবাশ্‌শের আহমদ কাহলুন, মুফতি সিলসিলা, রাবওয়া	সকাল ১০:৫০	দুপুর ৩:৫০
উর্দু নযম	সকাল ১১:২০	বিকাল ৪:২০
মসীহ মাওউদ(আ.) এর কাছে কৃত ঐশী সাহায্যের প্রতিশ্রুতি ও তার পূর্ণতা (ইংরেজী) -- মোহতরম ড. ইফতিখার আহমদ আইয়ায, ও.বি.ই., সভাপতি, মানবাধিকার কমিটি, ইউ.কে.	সকাল ১১:৩০	বিকাল ৪:৩০
মহিলাদের জলসাগাহে হুযূর (আই.) এর আগমন	**দুপুর ১২:০০**	**বিকাল ৫:০০**
পবিত্র কুর'আন থেকে তেলাওয়াত ও অনুবাদ		
মহিলাদের উদ্দেশ্যে হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলিফাতুল মসীহ্ খামেস (আই.) এর ভাষণ		
যোহর ও আসরের নামায	দুপুর ১:৩০	বিকাল ৬:৩০
দুপুরের খাবার	দুপুর ২:০০	সন্ধ্যা ৭:০০
তৃতীয় অধিবেশন		
বিশিষ্ট অতিথিদের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য	দুপুর ৩:০০	রাত ৮:০০
পবিত্র কুর'আন থেকে তেলাওয়াত ও অনুবাদ এবং উর্দু নযম	বিকাল ৪:০০	রাত ৯:০০
হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলিফাতুল মসীহ্ খামেস (আই.) এর ভাষণ		
মাগরিব ও ইশার নামায	সন্ধ্যা ৮:০০	রাত ১:০০
রাতের খাবার	সন্ধ্যা ৮:৩০	রাত ১:৩০

চতুর্থ দিবস: রবিবার, ৩১শে অগাস্ট ২০১৪		
তাহাজ্জুদ নামায	**রাত ৪:০০**	**সকাল ৯:০০**
ফজরের নামায	**সকাল ৫:০০**	**সকাল ১০:০০**
দরসুল কুর'আন	সকাল ৫:১৫	সকাল ১০:১৫
সকালের নাস্তা	সকাল ৮:০০	দুপুর ১:০০
চতুর্থ অধিবেশন		
পবিত্র কুর'আন থেকে তেলাওয়াত ও অনুবাদ এবং উর্দু নযম	সকাল ১০:০০	দুপুর ৩:০০
আহমদীয়াতের ১২৫ বছরের ইতিহাস (ইংরেজী) -- মি. টমি কালোন, সভাপতি, প্যান-আফ্রিকান আহমদীয়া মুসলিম এ্যাসোসিয়েশন	সকাল ১০:২০	দুপুর ৩:২০
জামা'তের উন্নতি খিলাফতের সাথে বাঁধা (উর্দু) -- মৌলানা আব্দুল মজিদ তাহের, এ্যাডিশনাল উকিলুত তবশীর, লন্ডন	সকাল ১০:৫০	দুপুর ৩:৫০
উর্দু নযম	সকাল ১১:২০	বিকাল ৪:২০
পারিবারিক জীবন সম্পর্কে ইসলামের শিক্ষা (উর্দু) -- মৌলানা আতাউল মুজিব রাশেদ, মুবাল্লেগ-ইন-চার্জ ও ইমাম মসজিদ, লন্ডন	সকাল ১১:৩০	বিকাল ৪:৩০
অমুসলিমদের সাথে মহানবী (সা.) এর আচরণ (ইংরেজী) -- মোহতরম রফিক আহমদ হায়াত, আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ইউ.কে.	দুপুর ১২:০০	বিকাল ৫:০০
আন্তর্জাতিক বয়'আত সম্পর্কে ঘোষণা ও প্রস্তুতি	দুপুর ১২:৩০	বিকাল ৫:৩০
আন্তর্জাতিক বয়'আত অনুষ্ঠান	**দুপুর ১:০০**	**বিকাল ৬:০০**
যোহর ও আসরের নামায	দুপুর ১:৩০	বিকাল ৬:৩০
দুপুরের খাবার	দুপুর ২:০০	সন্ধ্যা ৭:০০
সমাপনী অধিবেশন		
বিশিষ্ট অতিথিদের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য	দুপুর ৩:০০	রাত ৮:০০
পবিত্র কুর'আন থেকে তেলাওয়াত ও অনুবাদ, আরবী কাসীদা ও উর্দু নযম	বিকাল ৪:০০	রাত ৯:০০
শিক্ষাক্ষেত্রে সাফল্যের জন্য পুরস্কার প্রদান		
আহমদীয়া আন্তর্জাতিক শান্তি পুরস্কারের ঘোষণা		
সমাপনী ভাষণ: হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলিফাতুল মসীহ খামেস (আই.)		
মাগরিব ও ইশার নামায	সন্ধ্যা ৮:০০	রাত ১:০০
রাতের খাবার	সন্ধ্যা ৮:৩০	রাত ১:৩০

জলসার অনুষ্ঠান সরাসরি দেখুন
এমটিএ-তে
যেখানেই থাকুন,
এমটিএ-এর সাথেই থাকুন

Jalsa Salana UK
2014

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) কর্তৃক তাহরীককৃত দোয়াসমূহ

গত কয়েক দশক ধরে আহমদীরা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিশেষভাবে পাকিস্তানে নির্যাতিত হয়ে আসছে। অন্যান্য দেশে এ অবস্থার পরিবর্তন হলেও পাকিস্তানে দিন দিন এ অবস্থা কঠিন রূপ ধারণ করছে। আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় সম্প্রদায়কে স্বাভাবিকভাবেই আল্লাহ্‌র প্রতি বেশী বিনত হতে হয়। গত ৩০ মে ২০১৪ খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) পুনরায় পুরো জামাতকে দোয়ার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে নিম্নোল্লিখিত ১০টি দোয়া বেশী করে করার আহ্বান করেছেন।

১ সূরা ফাতিহা অধিক হারে পাঠ করা।

২ দরূদ শরীফ নিয়মিত পাঠ করা ।

৩ আল্লাহ্‌র পবিত্রতা এবং মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি দরূদ সম্বলিত নীচের ইলহামী দোয়াটিও বেশী বেশী করা।

سُبۡحَانَ اللّٰہِ وَ بِحَمۡدِہٖ سُبۡحَانَ اللّٰہِ الۡعَظِیۡمِ
اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِ مُحَمَّدٍ

"সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী সুবহানাল্লাহিল আযীম, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলে মুহাম্মাদ"

অর্থঃ আল্লাহ্ অতীব পবিত্র এবং তিনি তাঁর সমস্ত প্রশংসাসহ বিরাজমান। আল্লাহ্ পবিত্র যিনি অতীব মহান। হে আল্লাহ! মুহাম্মদ (সা.) এবং তাঁর বংশধরদের প্রতি আশিস বর্ষণ কর।

পবিত্র কুরআনের দোয়া

৪

رَبَّنَاۤ اَفۡرِغۡ عَلَیۡنَا صَبۡرًا وَّ ثَبِّتۡ اَقۡدَامَنَا وَ انۡصُرۡنَا عَلَی الۡقَوۡمِ الۡکٰفِرِیۡنَ

"রাব্বানা আফরিগ আলাইনা সাবরাওঁ ওয়া সাব্বিত আক্বদামানা ওয়ানসুরনা আলাল ক্বাওমিল কাফিরীন।"

অর্থ: হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদেরকে অগাধ ধৈর্য দান কর এবং আমাদেরকে দৃঢ়তা প্রদান কর এবং কাফির জাতির বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর।

৫

رَبَّنَا لَا تُزِغۡ قُلُوۡبَنَا بَعۡدَ اِذۡ ھَدَیۡتَنَا وَ ھَبۡ لَنَا مِنۡ لَّدُنۡکَ رَحۡمَۃً ۚ اِنَّکَ اَنۡتَ الۡوَھَّابُ

"রাব্বানা লা তুযিগ কুলূবানা বা'দা ইয হাদাইতানা ওয়া হাবলানা মিল্লাদুনকা রহমাতান ইন্নাকা আনতাল ওয়াহ্‌হাব।"

অর্থ: হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শনের পর আমাদের হৃদয়কে বক্র হতে দিয়ো না, আর তোমার নিজ সন্নিধান থেকে আমাদেরকে বিরাট রহমতের ভাগী কর, নিশ্চয় তুমিই সবচেয়ে বড় দাতা।

৬

رَبَّنَا اغۡفِرۡ لَنَا ذُنُوۡبَنَا وَ اِسۡرَافَنَا فِیۡۤ اَمۡرِنَا وَ ثَبِّتۡ اَقۡدَامَنَا وَ انۡصُرۡنَا عَلَی الۡقَوۡمِ الۡکٰفِرِیۡنَ

"রাব্বানাগ ফিরলানা যুনূবানা ওয়া ইসরাফানা ফি আমরিনা ওয়া সাব্বিত আক্বদামানা ওয়ানসুরনা আলাল কাউমিল কাফিরীন"

অর্থ: হে আমাদের প্রভু! আমাদের পাপ সমূহ ক্ষমা কর এবং আমাদের কাজ-কর্মে আমাদের বাড়া-বাড়ি ক্ষমা কর। আমাদেরকে দৃঢ়তা প্রদান কর এবং কাফির জাতির বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর।

হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর দোয়া

৭

اَسۡتَغۡفِرُ اللّٰہَ رَبِّیۡ مِنۡ کُلِّ ذَنۡۢبٍ وَّ اَتُوۡبُ اِلَیۡہِ

"আসতাগফিরুল্লাহা রাব্বী মিন কুল্লি যামবিওঁ ওয়া আতূবু ইলাইহি।"

অর্থ: আমি আমার প্রভুর নিকট আমার সমুদয় পাপ হতে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আর তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তন করছি।

৮

اَللّٰھُمَّ اِنَّا نَجۡعَلُکَ فِیۡ نُحُوۡرِھِمۡ وَ نَعُوۡذُبِکَ مِنۡ شُرُوۡرِھِمۡ

"আল্লাহুম্মা ইন্না নাজ্‌আলুকা ফী নুহূরিহিম ওয়া না'উযুবিকা মিন শুরূরিহিম।"

অর্থ: হে আমার আল্লাহ! আমরা তোমাকে তাদের বক্ষদেশে স্থাপন করছি এবং তাদের অনিষ্ট থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর দোয়া

৯

رَبِّ کُلُّ شَیۡءٍ خَادِمُکَ
رَبِّ فَاحۡفَظۡنِیۡ وَانۡصُرۡنِیۡ وَارۡحَمۡنِیۡ

"রাব্বি কুল্লু শায়ইন খাদিমুকা রাব্বি ফা'হফায্‌নী ওয়ানসুরনী ওয়ারহামনী ।

অর্থ: হে আল্লাহ্! সবকিছুই তোমার সেবায় নিয়োজিত। অতএবহে আমার প্রভু! তুমি আমার নিরাপত্তা বিধান কর আর আমাকে সাহায্য কর এবং আমার প্রতি দয়া কর।

১০

یَارَبِّ فَاسۡمَعۡ دُعَائِیۡ وَمَزِّقۡ اَعۡدَاءَکَ وَاَعۡدَائِیۡ وَاَنۡجِزۡ وَعۡدَکَ وَانۡصُرۡ عَبۡدَکَ وَاَرِنَا اَیَّامَکَ وَ شَھِّرۡلَنَا حُسَامَکَ وَلَا تَذَرۡ مِنَ الۡکَافِرِیۡنَ شَرِیۡرًا

"ইয়া রাব্বি ফাসমা' দুয়ায়ী ওয়া মায্‌যিক আ'দায়াকা ওয়া'দায়ী ওয়ানজিয ওয়া'দাকা ওয়ানসুর আব্‌দাকা ওয়া আরিনা আইয়ামাকা ওয়া শাহহিরলানা হুসামাকা ওয়ালা তাযার মিনাল কাফিরীনা শারীরা ।"

অর্থ: হে আল্লাহ্! আমার মিনতি শোন। আর তোমার ও আমার শত্রুকে ধ্বংস করে দাও, আর তোমার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ কর, তোমার বান্দাকে সাহায্য কর আর তোমার নিদর্শন প্রকাশের দিন আমাদেরকে দেখাও। আর তোমার তীক্ষ্ণ তরবারির ঝলক আমাদেরকে দেখাও এবং অস্বীকারকারীদের মাঝ থেকে কোন বিদ্বেষীকে ছেড়ে দিয়ো না।

Right Management Consultants

Software Developer & MIS Solution Provider

Md. Musleh Uddin
CEO & MIS Consultants
BPL Bhaban, Suite # 303, 2nd floor, 89-89/1 Arambag, Motijheel, Dhaka-1000
E-mail: right_mc@yahoo.com, rightmc@gmail.com, web: www.rightmc.org
Cell: 01720 340 030, Land Phone: 7191965

হাড়-জোড়া, বাত-ব্যথা, স্পাইন এবং আঘাত জনিত রোগ বিশেষজ্ঞ ও সার্জন

ডাঃ মোঃ গোলাম রহমান (দুলাল)
এমবিবিএস, ডি-অর্থো (পঙ্গু হাসপাতাল)
এমএস (অর্থো)
সহকারী অধ্যাপক, অর্থোপেডিক বিভাগ
সাহাবউদ্দিন মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
মোবাইল: ০১৭১২-০৯০৮২৬

চেম্বার :
ইবনে সিনা ডায়াগনোস্টিক এন্ড কনসালটেশন সেন্টার, বাড্ডা
বাড়ি নং- চ-৭২/১, প্রগতি স্বরণী, উত্তর বাড্ডা
ঢাকা-১২১২, বাংলাদেশ।

সিরিয়ালের জন্য:
ফোন : +৮৮০ ২ ৮৮৩৫৫৫৬-৭
মোবাইল : ০১৮৩২-৮২০৯৫০

সময় : বিকেল ৫.০০টা থেকে ৮.৩০টা (শুক্রবার বন্ধ)
(বাড্ডা হোসেইন মার্কেটের বিপরীতে)

AMECON
NIAZ METALLIC

Meer Hasan Ali Niaz
Founder

Mobile: 01713001536, 01973001536
H - 79, Block # H / 11, Banani Chairman Bari,
Zia Int'l Airport Road, Dhaka Tel : 9861046, 8856075, 8812459, Fax:8856075

Jessore Office	Bogra Office	Chittagong Office
Palbari More, New Khairtola	Kanas Gari, Sherpur Road	205, Baizid Bostami Road
Jessore. Tel : 67284	Bogra. Tel : 73315	Ctg. Tel : 682216

ameconniaz@yahoo.com

New Vol. No. 77 | 3rd Issue

The Ahmadi
Fortnightly

15th August, 2014 Tk. 20.00
Regd. No. D. A.-12

সেই ১৯৮৮ সাল থেকে

ধানসিড়ি রেস্তোরা

ধানসিড়ি রেস্তোরা-১
নীচ তলা
রোড নং ৪৫, প্লট ৩২/এ, গুলশান- ২, ঢাকা- ১২১২
ফোন: ৯৮৮২১২৫, ৮৮৫০৩২৩,
০১৯১৩৯৪১৩৯২, ০১৯১৯২৭১২৮৬

ধানসিড়ি খাবার
অর্কিড প্লাজা (তৃতীয় তলা)
(রাপা প্লাজার দক্ষিণ পার্শ্বে)
ধানমন্ডি, ঢাকা।
ফোন : ৯১৩৬৭২২, ০১৮১৯০৯৯০৩৫

"এছাড়া আমাদের আর কোথাও কোন শাখা নেই"
মান এবং পরিমাণের নিশ্চয়তায় ধানসিড়ি রেস্তোরা-১, ধানসিড়ি রান্না আপনার ঘরের রান্না

cta
CTA International Ltd.

CTA is your one-stop business entry point for outsourcing, sourcing and general business services in China & Bangladesh. A reliable business partner with the required technical & organizational expertise you need for successful business.

Ch. Tahir Ahmad
No.404, Building 02, Kebei Garden, Keqiao,
Shaoxing, Zhejiang, P.R.China
Telephone: +86-137-77323879
Fax: +86-575-84817780
E-Mail: ctahkg@gmail.com

House No.26, 2nd Floor, A2 & B2, Road # 02, Block-B,
Niketon Housing Society, Gulshan-01, Dhaka
Bangladesh.
Telephone: +880-1714-069952
E-Mail: contact.puma@gmail.com

Printed and Published by **Mahbub Hossain** at Ahmadiyya Art Press, 4 Bakshi Bazar Road
Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
Editor in Charge: **Mohammad Habibullah**
Phone: 7300808, 7300849 Fax: 880-2-7300925, e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com